উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ বৈশাখ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 May 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

কোচ হতে ফের আবেদন করতে হবে রাহুলকে

▸▸ পনেরোর পাতায়

সাই-শুভমানের জোড়া সেঞ্চুরিতে চেন্নাই বধ

▸▸ পনেরোর পাতায়

দার্জিলিং মোড় যেন বিভীষিকা

বহরে বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। টোটো, অটো, ম্যাক্সিক্যাব, বাসে দমবন্ধ অবস্থা শহরের। সেই তুলনায় বাড়েনি রাস্তা। যান নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিকেরও সেই অর্থে বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ে না। কেন এমন হাল, কোথায় আসল গলদ, খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম পর্ব।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ মে : বাগডোগরা, শিবমন্দির হয়ে যতই বালাসন সেতুর দিকে এগোনো যায়, গাড়ির গতি ক্রমশ কমতে থাকে। সেতুর কাছাকাছি পৌঁছাতেই ব্রেক কষতে হয় সজোরে। সামনে গাড়ির লম্বা লাইনের লাল আলো আর ক্রমাগত হর্নের আওয়াজে চোখ-কান ধাঁধিয়ে যায়। ভরদুপুর হোক বা সন্ধ্যার ব্যস্ততম সময়, ছবিটা ঠিক একই থাকে। বাইরে থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা এই যানজট চিত্র দেখে ঠিক বুঝে যান, শহর শিলিগুড়িতে ঢুকছেন। শুধু এপারের শিবমন্দির কেন, পাহাড় থেকে গাড়ির চাকা সমতলে গড়াতেই থমকে যেতে হয় দাগাপুরে। দুই ক্ষেত্রেই যেন বিভীষিকা হয়ে ওঠে দার্জিলিং মোড়।

শহরতলির দাগাপুর, সুকনা, মাটিগাড়া, অদূরে ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা, নকশালবাড়ির মতো জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি স্কুল। সকালে স্কুল শুরুর সময় ও বিকেলে ছুটির সময় ওই পথে যেন বাসের লম্বা লাইন পড়ে যায়। ফলে পড়ুয়ারা তো বটেই, যানজটে দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকেও।

যানজটে থমকে গাড়ির চাকা। দার্জিলিং মোড়ে। -সূত্রধর

প্রায় সন্ধ্যা হতে চললেও মেয়ে স্কুল থেকে না ফেরায় চিন্তা মাথায় সুভাষপল্লির হাতি মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোমা দত্ত। বললেন, 'আগে মেয়েটা সাড়ে চারটার মধ্যে বাস থেকে নেমে যেত। এখন স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতে দেড় ঘণ্টার বেশি লাগছে। শহরের যানজট মোকাবিলায় প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নিলে আমাদের ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং স্কুলেই পড়াতে হবে।'

মাটিগাড়া, দাগাপুর, সুকনা, পাথরঘাটার ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলি মূলত দুপুর ২টা এবং বিকেল ৪টায় ছুটি হয়। দুটোর সময় গুটিকয়েক স্কুল ছুটি হওয়ায় তখন ততটা সমস্যা হয় না। কিন্তু ৪টায় স্কুল ছুটির পর কয়েকশো গাড়ি লাইন দিয়ে দার্জিলিং মোড় হয়ে শহরে ঢোকে। ফলে সেই সময় দার্জিলিং মোড় থেকে মাল্লাগুড়ি, প্রধাননগর, হিলকার্ট রোড কার্যত অবরুদ্ধ হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ওই এলাকার স্কুলগুড়ির মোট বড় বাসের সংখ্যা প্রায় ৪০০। ফলে স্কুল ছুটির পর একদিকে খাপরাইল মোড়, অন্যদিকে পিনটেল ভিলেজ থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত স্কুলবাসের লাইন পড়ে। ওই সময় অন্য যানবাহনও প্রচুর চলে আসায় যানজট মারাত্মক আকার নেয়।

কখনো-সখনো বড় যানবাহন মেডিকেল মোড় পেরিয়ে ফাঁসিদেওয়া মোড়ের আন্ডারপাস হয়ে মেডিকেল রোডে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাতেও শহরের যানজট আর কমছে কোথায়।

শিলিগুড়ির নিত্য যানজট নিয়ে দুর্ভোগের কথা বিলক্ষণ জানেন বিভিন্ন জেলা থেকে এই শহরে আসা মানুষ। রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ির বাস থেকে দার্জিলিং মোড়ে নামলেন ইসলামপুরের বাসিন্দা সুমন দাস। ব্যবসায়িক কাজে মাঝেমধ্যেই শিলিগুড়িতে আসেন। তিনি বললেন, 'এখানে বাস থেকে নেমে হেঁটে মাল্লাগুড়ি যাব। সেখান থেকে টোটো অথবা অটো ধরে বিধান মার্কেটে যেতে হবে। আমি যদি জংশনে বা এয়ারভিউ মোড়ে এই বাস থেকে নামব ভাবি, তাহলে যানজট ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছাতে আরও অন্তত

এরপর বারোর পাতায়

আমাদের মতামত

ছোট স্কুলবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে যে ৪৫-৫০ আসনের বাস চলছে, সেই জায়গায় ২৫ আসনের ছোট বাস চালাতে হবে। দার্জিলিং মোড় থেকে মাল্লাগুড়ি হয়ে পুরো হিলকার্ট রোড এবং কাছারি রোড হয়ে কোর্ট মোড় পর্যন্ত টোটো চলাচল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সিটি অটো এবং মিনিবাসও স্ট্যান্ড ছাড়া অন্যত্র দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। যানজট মোকাবিলায় পুলিশে ট্রাফিক সার্জেন্ট পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ করতে হবে। টোটোর ক্ষেত্রে শুধু বাঁদিক দিয়ে যাত্রী নামাতে হবে।

সমর্থকদের সঙ্গে প্রিয়াংকা গান্ধি। আমেথিতে প্রচারে। শুক্রবার।

উত্তরাধিকারই ব্রহ্মাস্ত্র প্রিয়াংকার

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রায়বরেলি, ১০ মে : ট্রেনটা যখন রায়বরেলি জংশন স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিয়ে গেল, তখন তেমন কিছু যাত্রী নামলেন না। প্ল্যাটফর্মও ফাঁকা। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে বড়জোর জনা পাঁচেক লোক। কোনও উত্তেজনা নেই। অধিকাংশ ছায়ার খোঁজে বসে।

এই জায়গাটাই আমাদের গণতন্ত্রের উৎসবে গোটা দেশের নজরে? এত নীরব, নির্জনতায় পড়ে?

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি, চত্বরের মাঝে বড় একটা হনুমান মন্দির। ঘণ্টা বাজছে। চাতালে বসে জনা পনেরো নানা বয়সি মহিলা। ট্রেন ধরবেন নিশ্চয়ই। মাত্র গোটা তিনেক অটো। আর কোনও গাড়ি নেই। শেয়ার ছাড়া অটো যাবে না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে এক বোরখা পরা মহিলা উঠলেন। স্কুলে যাবেন বাচ্চাকে আনতে। সামান্য পরে পাশের সিটে এক তিলক পরা বৃদ্ধ। চমৎকার সহাবস্থান।

উত্তরভারতে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রাজীব গান্ধির নামে গেস্টহাউস। সেখানে ঘাঁটি গেড়েই রায়বরেলি আর আমেথি দুই কেন্দ্রের দেখভাল করছেন প্রিয়াংকা। গান্ধি পরিবারের সঙ্গে এই দুই কেন্দ্রের নাড়ির টান। সেটাই কংগ্রেসের মূলধন। আজ অষ্টম কিস্তি।

রায়বরেলি তখন তার বৈচিত্র্যের রূপ দেখাতে শুরু করেছে।

এতদিনে কোনও শহরে ঢুকলাম, যেখানে পা রাখলেই ভোট ভোট মনে হচ্ছে। একেবারে গঞ্জ জাতীয় এলাকা। স্টেশনের রাস্তাটা প্রথমে বাঁক নিতেই মোদির তিনতলা সমান হোর্ডিং। তারপরই রাহুলের ছবি দেওয়া ছোট ছোট পোস্টার। প্রিয়াংকা গান্ধির প্ল্যান মাফিক দু'রকম ছোট ছোট পোস্টার পড়েছে। একটিতে লেখা, 'সেবা কা শ সাল।' অন্যটিতে 'রায়বরেলি কে রাহুল।' দ্বিতীয় পোস্টারটা চোখে পড়ছিল বেশি।

কাছারি মোড়ে আদালতের কাছে রায়বরেলি কংগ্রেসের অফিস। সেখানে দেখি, অনেক গ্রামের লোকেরা হাজির। মাথায় কংগ্রেসের টুপি। আলোচনা চলছে, তাঁদের গ্রামে কীভাবে প্রচার হবে। পুরোনো আমলের বাড়িটার বাইরে ভরদুপুরে রাস্তার দোকানে জিলিপি ভাজা হচ্ছে, বেলের শরবত বিক্রি চলছে। ওখানে খেয়ে লোকে আবার ঢুকে পড়ছে তিলক ভবনে। শব্দহীন। তবে প্রশ্ন করলে সোজাসুজি একই কথা সবার। রায়বরেলিতে জিতবই, এখন আমেথি দেখতে হবে।

প্রিয়াংকা কোথায়? ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে দেখলাম সিভিল লাইন্সে পুরোনো হোটেলের সামনে। গাড়িতে উঠছেন। প্রচারে বেরোচ্ছেন। সমর্থকরা বাঘেলকে ডাকেন কাকা বলে। তিনি রায়বরেলিতে এআইসিসির পর্যবেক্ষক। প্রিয়াংকা শুনলাম, আজ গিয়েছেন আমেথির দিকে।

এরপর বারোর পাতায়

একনজরে

কেজরির চ্যালেঞ্জ

৫০ দিন পর জেলমুক্তি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। শুক্রবার তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। জেল থেকে বেরিয়েই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুললেন কেজরি।

▸▸ *বিস্তারিত নয়ের পাতায়*

রাজভবনের ফুটেজ

রাজভবন না দিলেও সিসিটিভি ফুটেজ পেয়ে গিয়েছে লালবাজার। পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে রাজভবনের অন্দরের ওই ফুটেজ পাওয়া মাত্র রাজ্যপালের এক সচিব ও এক চিকিৎসক সহ ৩ জনকে পুলিশ তলব করল। যদিও তলবে কেউই সাড়া দেননি। কিন্তু পুলিশ বুঝিয়ে দিল, অনুসন্ধানে লাগাম পরেনি রাজ্যপাল মুখ্যসচিবকে চিঠি লেখা সত্ত্বেও।

▸▸ *বিস্তারিত বারোর পাতায়*

রাহুলের হুংকার

২০২৪-এর ৪ জুন নরেন্দ্র মোদি আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। 'আপনারা গ্যারান্টি লিখে নিন। এটা আমার গ্যারান্টি।' কনৌজে ইন্ডিয়া জোটের সভামঞ্চ থেকে হুংকার দিলেন রাহুল গান্ধি।

▸▸ *বিস্তারিত আটের পাতায়*

গুজবে জল নিতে হুড়োহুড়ি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : সাতসকালেই টিকিয়াপাড়ায় স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে লম্বা লাইন। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই সেই লাইনে দাঁড়িয়ে। কারও হাতে ২০ লিটারের বড় বালতি, কেউ আবার ড্রাম হাতে অপেক্ষায়। কলে যখন জল পৌঁছাল, তখন হইহই কাণ্ড। 'এত দেরি হচ্ছে কেন', লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছেন মহিলারা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! জলের যা গতি তাতে ২০ লিটারের বালতি ভরতে লাগল প্রায় মিনিট দশেক। ততক্ষণে চেঁচিয়ে সার বাকিরা।

ছবিটা শুধু টিকিয়াপাড়ার নয়, বেশ কিছু ওয়ার্ডেই এদিন একই ছবি দেখা গিয়েছে। প্রথমদিন জল এসেছে ঠিকই, কিন্তু গতি ছিল কম। ফলে জল থাকবে না গুজবে লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছেন, কেউ আবার টাকার পরোয়া না করে ছুটেছেন জলের জার কিনতে।

হায়দরপাড়া, সুকান্তনগরের মতো এলাকায় তো মুদিখানা দোকান থেকেই বিক্রি হয়েছে জলের জার। সমস্যা প্রকট না হলেও মানুষ যেভাবে জলের জন্য হাহাকার করছেন, তাতে মাথায় হাত পড়েছে পুরনিগমের। একাংশ কর্তার দাবি, জল থাকবে না গুজবেই মানুষ বেশি হুড়োহুড়ি করছেন।

আর পাঁচদিনের মতো শুক্রবারও শহরে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছে পুরনিগম। তবে কোথায় কোথায় এদিন জলের ট্যাংক কিংবা পাউচ পাঠানো হয়েছে, সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তা জানাতে পারেননি পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরের কর্মীরা।

শহরের বস্তি এলাকাগুলিতে জলসংকট প্রতিবারই তীব্র হয়। কারণ, বস্তিবাসীর অধিকাংশ পুরনিগমের পানীয় জলের ওপর নির্ভরশীল। কোথাও কোথাও কুয়ো থাকলেও সেই জল পানের অযোগ্য। অধিকাংশেরই জল কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্য নেই। তাই বেশকিছু বস্তি এলাকায় এদিন জলের ট্যাংক পাঠিয়েছিল পুরনিগম। সেখানে জল সংগ্রহ করতে রীতিমতো ঠ্যালাঠেলি হয়েছে।

মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আমরা তো বারবার বলছি কোথাও সমস্যা হলে পুরনিগম পাশে রয়েছে। মানুষ যেন গুজবে কান না দেয়। আমি শনিবার গজলডোবা এলাকা পরিদর্শনেও যাব।'

সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে তিস্তায় পলির স্তর বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি গজলডোবায় বাঁধও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই বাঁধ মেরামতির জন্যে গজলডোবায় লকগেট খুলে জল ছেড়ে দিয়ে কাজ করছে সেচ দপ্তর। শুক্রবার থেকে আগামী অন্তত দুই সপ্তাহ শহরে পানীয় জলের সমস্যা হবে বলে পুরনিগম বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

এদিন বিকেলে টিকিয়াপাড়ায় জলের ট্যাংক পাঠানো হয়। হাতের সামনে যে যা পেয়েছেন,

এরপর বারোর পাতায়

সংকট-কথা

- শুক্রবার থেকে শহরে জলসংকট শুরু হয়েছে
- প্রথমদিন জল এসেছে, তবে গতি কম ছিল
- অধিকাংশ জায়গায় গুজবে জল নিতে হুড়োহুড়ি
- কিছু জায়গায় জল নিতে গিয়ে বচসাতেও জড়িয়েছেন অনেকে
- সংকটের মাঝে চাহিদা বেড়েছে জারবন্দি জলের

DESUN HOSPITAL
SILIGURI
ক্যান্সার ক্লিনিক
ডা. আশিস উপাধ্যায়
ডি.এম. (মেডিক্যাল ও হেমাটো অনকোলজি)
ব্লাড ক্যান্সার | লাং ক্যান্সার
হেড ও নেক ক্যান্সার | ব্রেস্ট ক্যান্সার
কনসালটেশনের জন্য
ডিসান শিলিগুড়ি 11 MAY শনিবার সকাল ১০.৩০ থেকে
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
83340 00149

সুইডেন থেকে রায়গঞ্জে এসে আংটি বদল

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ১০ মে : বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারতের প্রতি তাঁর ছোট থেকেই অমোঘ আকর্ষণ। ভারতীয় রীতিনীতি, সংস্কারও তাঁকে টানে বরাবর। সেই টানই মিলিয়ে দিল সুইডেন ও রায়গঞ্জকে। ৬,৫৫৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ভালোবাসার মানুষকে আংটি পরিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন সুইডেনের চিকিৎসক পাবলো ড্যানিয়েল ডেকোর্টা। পাত্রী রায়গঞ্জেরই মেয়ে স্নেহা সাহা। স্নেহা অবশ্য নেদারল্যান্ডসে গবেষণারত দীর্ঘদিন। সেখান থেকেই প্রেম এবং অবশেষে পরিণতি।

বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের একটি ভবনে পাশ্চাত্য রীতি মেনে দুজনের আংটি বদল হলেও সানাইয়ের সুরে

ভালোবাসার টানে ৬,৫৫৪ কিমি পাড়ি

রীতিমতো হিন্দুমতে বিয়ের আসর বসবে শীঘ্রই। পাঁজি দেখে দিনক্ষণও ঠিক হবে। সবটাই অবশ্য পাবলোর ইচ্ছেতে। স্নেহা বলছেন, 'মা, বাবা ও ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে থাকা, বিয়ে নিয়ে এত আচার আচরণ ওঁর কাছে ভীষণ আকর্ষণের বিষয়। সেই থেকেই আমাদের কাছে আসা।'

রায়গঞ্জ শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মদন সাহা ও শর্মিষ্ঠা সাহার বড় মেয়ে স্নেহা। ক্যানসার নিয়ে নেদারল্যান্ডসে গবেষণা করছেন তিনি। এদিকে, পাবলো সুইডেন থেকে এমডি ডিগ্রি লাভ করে সেখানকার রাজধানী স্টকহোমের হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন। স্নেহা সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখতে গেলে সেখানেই প্রথম আলাপ হয় পাবলোর সঙ্গে।

পাবলোর ইচ্ছে, হিন্দুমতে আচার রীতি মেনেই তিনি বিয়ে করবেন। তাই গায়ে হলুদ থেকে বধূবরণ- সব রীতি মেনে চলার জন্য পাত্র ও পাত্রীপক্ষ প্রয়োজন। কিন্তু সুইডেন থেকে রায়গঞ্জে এসে ঘর নিয়ে এই রীতি মানা সম্ভব নয় পাবলোর মা-বাবার পক্ষে। সেই বাধা দূর করতে এগিয়ে আসেন রায়গঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার ও মধুচ্ছন্দা সরকার। ভারতীয় অভিভাবক হিসেবে তাঁরাই পাবলোকে নিজেদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন।

সাদা চোখে সাদা কথায়

চন্দ্রচূড়, অভীকদের কথা দয়া করে শুনুন

গৌতম সরকার

তাপ কমেছে। প্রকৃতির তাপ। ভোটের উত্তাপও। উত্তরবঙ্গে ভোটগ্রহণ শেষ। ফলে প্রচারপর্বের তাপ আর নেই। এখনও ভারী বর্ষণ না হলেও বৃষ্টি নেমেছে কোথাও কোথাও। স্বস্তি তাই মানুষের দেহে, ফসলের আবাদে, খানিকটা চা বাগানেও। ভোট-তপ্ত উত্তরে মনে হচ্ছে, উফ, বাঁচা গেল! আপাতত নির্বাচনি রাজনীতির গরমাগরম থেকে রেহাই! অন্তত গণনা পর্যন্ত 'অমুকের মাথা ভেঙে দেব' কিংবা 'জেলে যাওয়ার জন্য রেডি হও' ইত্যাদি শুনতে শুনতে শ্রাব্য দূষণ হবে না।

নির্বাচন গঙ্গা পেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণে এখন। তবে ফরাক্কা পেরিয়ে 'প্যাকেট করে দেব' 'কাপড় খুলে নেব' ইত্যাদি অসংসদীয় রণহুংকার ভেসে আসবে আরও প্রায় তিন সপ্তাহ। এই দীর্ঘ সময় শুনতে হবে, কেউ কাউকে বলছেন 'বদমাশের দল' কিংবা 'উলটো করে ঝুলিয়ে সাজা দেব।' 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি' শপথটা যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তবে এত কুনাট্য-কুরঙ্গ সত্ত্বেও কিছু আলোর আভাস ফুটে উঠল সদ্য।

হঠাৎ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষা মনে পড়ল, এখনও 'প্রাণ আছে, প্রাণ আছে- শুধু প্রাণেই সম্পদ/ এক ক্ষয়হীন আশা/ এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।' আমাদের নবীন প্রজন্মের কথা শুনুন। সদ্য স্কুলজীবনের শেষ দুই পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় মালদার অভিষেক গুপ্তের মুখে 'রাজনীতি হওয়া উচিত উন্নয়নের' শুনে মনে হয় সঠিক পথের দিশারি এরা। উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম আলিপুরদুয়ারের অভীক দাসের কথায় যেন পথ চলার নির্দেশ।

চলতি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও প্রায় ২৬ হাজারের চাকরি খারিজ প্রসঙ্গে অভীকের কথা, 'যোগ্যরা যেন একজনও ভুক্তভোগী না হন। তবে অযোগ্যরা যেন কোনও ফাঁক দিয়ে ঢুকে না যান। দু'পক্ষ মিশে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থাটা ধ্বংস হয়ে যাবে।' শুনছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? শুনছেন নরেন্দ্র মোদি? শুধু পরস্পরকে দোষারোপ না করে কত সহজে সমাধানের পথ বাতলে দিলেন উচ্চমাধ্যমিকের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি।

রাজ্যের একেবারে প্রত্যন্ত জেলা আলিপুরদুয়ারের সন্তান অভীক। কত স্বচ্ছ তার ধারণা। ওর মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ 'শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতিকে যাতে কোনও অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, সেটা দেখা জরুরি' শুনে হতাশা ঝেরে ফেলা যায়। ওর কথায় 'শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি মোটেই ভালো খবর হতে পারে না' যেন শুধু রাজনীতিবিদদের নয়,

এরপর বারোর পাতায়

রেজিস্ট্রারকে সাসপেন্ড, বিতর্কে উপাচার্য

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ মে : উপাচার্য-রেজিস্ট্রার সংঘাতে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি জটিল আকার নিয়েছে। শুক্রবার সকালে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রেজিস্ট্রার ডঃ আব্দুল কাদের সাফেলিকে সাসপেন্ড করেন অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ নিখিলচন্দ্র রায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় শিক্ষামহলে। সাফেলির জায়গায় প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ করকে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেন উপাচার্য। এরপর সন্ধ্যায় উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠিয়ে রেজিস্ট্রারের সাসপেনশনে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রারকে সাসপেন্ড করা বৈধ নয় বলে সেই চিঠিতে জানানো হয়েছে। তবে উপাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, সাসপেনশন অর্ডার কোনওমতেই তুলে নেওয়া হচ্ছে না।

তাহলে কি রাজ্য এবং রাজ্যপাল সংঘাতের ছায়া এবার কোচবিহারে? সেই জল্পনার আগুনে ইন্ধন দিয়ে অস্থায়ী উপাচার্য এদিন রাতে জানিয়ে দিয়েছেন, 'সাসপেন্ড করা খুব জরুরি ছিল। আইনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

রেজিস্ট্রার ডঃ আব্দুল কাদের সাফেলির কথা, 'আমি উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে চিঠি পেয়েছি। উপাচার্য এবং যাঁকে আমার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে স্থগিতাদেশের কপি দিয়েছি।'

ভেতরে এখন আরও রং

- পাঠকের লেন্সে
- হাসিতে হাসিও
- প্রশ্নবাণ
- আজব দুনিয়া
- জানেন কি?
- আজ টিভিতে

শিলিগুড়ির সুশীল সমাজ ও পণপ্রথা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ মে : শহর যত আধুনিক হচ্ছে, ততই যেন পিছিয়ে যাচ্ছে সমাজ। বৃহস্পতিবার সদ্যোজাত কন্যাসন্তান উদ্ধারে তা মালুম হয়েছিল। এবার তা আরও স্পষ্ট হল পণের দাবিতে অত্যাচারের একাধিক ঘটনায়। একটি, দুটি নয়, এক মাসে শিলিগুড়িতে এমন ১০টি ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে শহরবাসীর একাংশের মানসিকতা নিয়ে।

শহর আধুনিক হলেও পণপ্রথা যে দূর হয়নি, তা প্রমাণ হয় শিলিগুড়ি মহিলা থানায় একের পর এক লিখিত অভিযোগ দেখে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পারিবারিক অত্যাচারের বিষয় যেমন সামনে এসেছে, তেমনই যুক্ত হয়েছে 'পণ' শব্দটা। অবাক করা ব্যাপার, এই অভিযোগগুলির অধিকাংশই এসেছে শহরের 'অভিজাত' ওয়ার্ড থেকে। পুলিশের মতে, আগের চাইতে মহিলারা প্রতিবাদী হয়েছেন বটে, কিন্তু এই সামাজিক ব্যাধি বিদায় নেয়নি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোবিদ ডাঃ উত্তম মজুমদার বলছেন, 'আসলে এই সামাজিক ব্যাধিটা দীর্ঘদিনের। মাঝে ভালোবেসে বিয়ে যখন শুরু হয়েছিল, তখন পণপ্রথা কিছুটা কমেছিল। তবে এখন দেখা যাচ্ছে, ভালোবাসার বিয়ের ক্ষেত্রেও পণ নেওয়া হচ্ছে। আধুনিক এই সমাজে এমনও পরিবার রয়েছে, যারা পণ না নিয়েই ছেলের বিয়ে দিচ্ছে। এই মানসিকতা বাড়ানো প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আত্মনির্ভর মেয়েদের পণের বিরোধিতা করা।'

হট টপিক

এক্ষেত্রে চলতি মাসের ৪ তারিখ একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে মহিলা থানায়। অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, প্রেম করে মন্দিরে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। ছোট ছেলেও রয়েছে। অথচ অভিযোগ, ভালোবাসার মানুষটা বদলে গিয়েছেন। পণের দাবিতে প্রায়দিনই তাঁর ওপর অত্যাচার চলত।

৫ তারিখে দায়ের হওয়া আরেকটি অভিযোগে দেখা যাচ্ছে, স্বামী এমনই মারধর করেছে যে, অভিযোগকারিণী তিনদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আবার কিছুক্ষেত্রে রোষ এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে, আক্রান্ত হচ্ছে সন্তানও।

আরেকটি ক্ষেত্রে অভিযোগকারিণী অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন স্বামী নার্সিংহোমে তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। সবক্ষেত্রে অবশ্যই পণের পাওনাগন্ডা না মেটার কারণে তিক্ততা বাড়তে থাকার অভিযোগ উঠেছে। যার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে মা, ননদ, ভাশুররাও।

এই যেমন গত ৩ এপ্রিল দায়ের হওয়া অভিযোগপত্রে অভিযোগকারিণী লিখেছেন, 'পণের দাবিতে স্বামী মারধর করার সময় ভাশুর সামনেই ছিলেন। তিনি আমায় না বাঁচিয়ে মারধর করেছেন।'

শিলিগুড়ি কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ অমল রায় মনে করছেন, 'আগে পণ নিয়ে দরকষাকষি হত। এখন পণ আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। সেই আশা পূরণ না হলেও ছেলেপক্ষ ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। তখনই তৈরি হচ্ছে ঝামেলা।'

এক মাসে ১০ অভিযোগ

ছবি : এআই

৯০ হাজার পাটচাষি বিপন্ন

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ মে : সারা দেশের সেরা পাট উৎপাদক জেলা জলপাইগুড়ি। এখানে অনাবৃষ্টির জন্য ৯০ হাজার পাটচাষি বিপন্ন। পাট গাছের বৃদ্ধি হচ্ছে না। পাটের ফলন নিয়ে চাষিরা যেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তেমনি কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ৯০ হাজার পাটচাষিকে বিমার আওতায় আনার জন্য বিশেষ অভিযানে নেমেছে কৃষি দপ্তর। এই জেলাতে এপ্রিল মাসে প্রতি বছর গড় বৃষ্টি হয় ১২১ মিলিমিটার। চলতি বছরে এপ্রিল মাসে মাত্র ২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক, ময়নাগুড়ি ব্লক, মাল ব্লক, ধূপগুড়ি ব্লক এবং ক্রান্তি এবং রাজগঞ্জ ব্লকে বৃষ্টি হয়নি। অথচ এই ব্লকগুলি জলপাইগুড়ি জেলার পাট আবাদি অঞ্চল। শুধু পাট নয়, সবজি চাষের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা প্রতিদিন পাট আবাদি এলাকা ঘুরে দেখে রিপোর্ট দিচ্ছেন। আলু চাষে লাভের পর চাষিরা পাট আবাদের ক্ষেত্রে এবার বাড়তি অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। পাট আবাদি

পাটের ফলন নিয়ে চাষিরা যেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তেমনি কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনাবৃষ্টি

- বৃষ্টি না হওয়ায় পাট গাছের বৃদ্ধি হচ্ছে না
- চলতি বছরের এপ্রিলে মাত্র ২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে
- চাষিরা ভেবেছিলেন পুজোর আগে পাট বিক্রি করে বাড়তি রোজগার করতে পারবেন
- প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কৃষকদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে

এলাকার পরিমাণ ২০ হাজার থেকে ২৩ হাজার হেক্টর হয়েছে। চাষিরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন যে পুজোর আগে পাট বিক্রি করে তাঁরা বাড়তি অর্থের সংস্থান করতে পারবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কৃষকদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। পাটের বীজের দাম একাধারে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কীটনাশকের দামও আকাশছোঁয়া। পাট গাছের চারিদিকে আগাছায় ছেয়ে গিয়েছে। চাষিদের আগাছা পরিষ্কার করার জন্য বাড়তি অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। পাট চাষ নিয়ে কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব যথেষ্টই চিন্তিত। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার পাট ভারতবিখ্যাত। ভারতের সেরা পাট হল বেলাকোবার। জলপাইগুড়ি জেলার পাটের সুখ্যাতি পাট বিশেষজ্ঞদের মুখে মুখে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার পাটচাষিদের বিপন্নতার খবর পৌঁছেছে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছেও।

কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, 'সারা দেশের সেরা পাট উৎপাদক জেলা জলপাইগুড়ি। সাম্প্রতিক অতীতে এইরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়নি। অবিলম্বে বৃষ্টি না হলে সমূহ বিপদ।' তিনি জানান, পাটচাষিদের কথা মাথায় রেখে তাঁরা জলপাইগুড়ি জেলাতে ৯০ হাজার পাটচাষিকে বিশেষ বিমার আওতায় আনছেন। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার চাষিকে বিমার আবেদন করার জন্য ফর্ম দেওয়া হয়েছে। ১২ হাজার চাষি বিমার আওতায় এসে গিয়েছেন। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য তাঁরা সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক আশিস সরকার বলেন, 'পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। কয়েকদিন তাপমাত্রা নীচে নামলেও বৃষ্টির দেখা মেলেনি। পাটের গাছের বৃদ্ধি হচ্ছে না। পরিণতিতে পাটের উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। পাটচাষিদের স্বার্থে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা।'

তৃণমূল খেতমজদুর কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল দেবনাথের কথায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে আমরা সবাই অসহায়। পাটচাষিদের পরিণতির কথা কৃষি দপ্তর জানে। কৃষি দপ্তর পাটচাষিদের পাশে থেকে কাজ করছে। আমরা চাই পাটচাষিদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার অসহযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক।

দল বেঁধে কাজে। ডুয়ার্সের আনন্দপুর চা বাগানে। শুক্রবার অর্ঘ বিশ্বাসের তোলা ছবি।

দারিদ্র্যকে হারিয়ে ভালো ফল বৃষ্টির

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১০ মে : উচ্চমাধ্যমিকে এবার শালকুমারহাট হাইস্কুল থেকে কলা বিভাগে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে বৃষ্টি সরকার। যা ওই স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর। তবে দরিদ্র পরিবারের মেয়েটির আগামীর পড়াশোনা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বৃষ্টির বাবা কার্তিক সরকার একজন গৃহশিক্ষক। মাসে ১০ হাজার টাকাও তার রোজগার হয় না। সংসারের হাল টানতে মা মঞ্জু সরকার এক সুপারির চাতালে শ্রমিকের কাজ করেন। পড়ার ফাঁকে বৃষ্টিও মায়ের কাজে সহযোগিতা করে। এমন নুন আনতে পান্তা ফুরোয় পরিবারের মেয়ের সাফল্যের পরেই তার উচ্চশিক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। শুক্রবার স্কুলে এসে মেয়ের উচ্চশিক্ষায় দারিদ্র্য যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে সে আশঙ্কার কথা শিক্ষকদের জানিয়েছেন মা মঞ্জু সরকার। এদিন স্কুলের তরফে বৃষ্টিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মিষ্টিও খাওয়ানো হয়। স্কুল পরিচালন সমিতি বৃষ্টিকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। এদিন মার্কশিট দেওয়ার পর বৃষ্টিকে সংবর্ধিত করেন প্রধান শিক্ষক ভরতচন্দ্র রায়, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তুষারকান্তি রায়। তুষারবাবুর কথায়, 'এখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নানারকমের স্কলারশিপ চালু রয়েছে। নানা বাধা টপকে বৃষ্টি ভালো রেজাল্ট করেছে। সে আমাদের গর্ব। তাই ওর উচ্চশিক্ষায় সবরকমের সহযোগিতা করা হবে।'

শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়ার পাবনাটারিতে বাড়ি বৃষ্টির। বাবা কার্তিক সরকার স্নাতক হলেও চাকরি পাননি। তাই শিশু, কিশোরদের টিউশন পড়ান। তাঁর কথায়, 'কোনওরকমে সংসার চলে। তাই মেয়ের উচ্চশিক্ষা নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় আছি।' মা মঞ্জু সরকারও এদিন স্কুলে দাঁড়িয়ে একই কথা বলছিলেন, 'স্বামীর গৃহশিক্ষকতায় সংসার চলে না। তাই আমি বাধ্য হয়ে সুপারির চাতালে কাজ করি। পড়ার ফাঁকে মেয়েও আমার সঙ্গে কাজ করে। তবু এতদিন কষ্ট করে হলেও মেয়েকে পড়াতে পেরেছি। কিন্তু এখন দূরের কলেজে পড়াতে হবে। তাই খরচ কতটা জোগাড় করতে পারব তা নিয়ে আমরা চিন্তিত।'

বৃষ্টির প্রাপ্ত নম্বর বাংলা ৯৩, ইংরেজি ৯০, ভূগোল ৯৮, দর্শন ৯৯ এবং সংস্কৃতে ৯১ নম্বর। বৃষ্টি জানিয়েছে যে, সে বাড়িতে আট-নয় ঘণ্টা পড়েছে। এখন তার কোচবিহার এবিএন শীল কলেজে ভূগোল নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। বৃষ্টির কথায়, 'যদি ভূগোল নিয়ে ভালোভাবে পড়তে পারি তবে ভবিষ্যতে আবহাওয়া দপ্তরে চাকরি করার ইচ্ছে রয়েছে। আর দ্বিতীয় ইচ্ছেটি হল নার্স হওয়ার। কোনও কারণে উচ্চশিক্ষায় বাধা পেলে নার্স হয়েও মানুষের সেবা করতে চাই।'

বাড়িতে জৈব চাষে নজর কেড়েছেন প্রধান শিক্ষক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১০ মে : পেশায় তিনি শিক্ষক। তাও আবার প্রধান শিক্ষক। সেই প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব সামলে বাড়িতে চাষ করছেন স্কোয়াশ, গাজর, বিট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকোলি, ডাটা সহ হরেকরকমের সবজি। এমনকি সবেদা, কলা, ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরি, মুসম্বি সবই বাড়ির একখণ্ড জমিতে চাষ করছেন তিনি। সবজি এবং ফল তো বাজার থেকে কিনতে হচ্ছেই না। এছাড়া বাড়িজুড়ে রংবাহারি ফুল গাছের ব্যাপক সম্ভার। বাড়িজুড়ে সবুজ আর সবুজ।

সবেদা গাছে প্রচুর ফল। নীচে দাঁড়িয়ে প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা।

ওই শিক্ষক তাঁর নিজ হাতে চাষ করা সবজি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেও পাঠাচ্ছেন। মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমতার বাড়িজুড়ে ফল ও সবজির সম্ভার দেখে অবাক হবেন সবাই। হিরণ জানান, মূলত জৈব চাষে উৎসাহিত করতে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'বাজারে ফল বা সবজি কিনতে গিয়ে ভয় হয়, অজান্তে ওই ফল সবজির মাধ্যমে শরীরে রাসায়নিক এবং কীটনাশকের মধ্য দিয়ে শরীরে বিষ ঢোকাচ্ছি না তো?' তিনি বলেন, 'রাসায়নিক এবং কীটনাশক ছাড়া যে ফল এবং সবজি চাষ করা যায় সেটাই আমি সবাইকে দেখাতে চেয়েছি। সব চাষের মধ্যেই আমি জৈব সার ব্যবহার করছি। তাতে ভালো ফলনও পাচ্ছি।' প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে সারাদিন সময় পাওয়া খুব কঠিন। তাই তিনি ভোর এবং সন্ধ্যার আগে এই চাষের কাজ করেন। এই কাজে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করে ছেলে পবন বসুমাতা।

হিরণ বলেন, 'শাকসবজি, বিভিন্ন ফল এমনকি মাছ খেতে গিয়েও সবাইকে সাবধানি হতে হবে। মাছ ধরতে গিয়েও কীটনাশকের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই কীটনাশক ব্যবহার করা সবজি, ফল বা মাছ মানুষের দেহে গিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতি করছে। তাই আমি মনে করছি সবার বাড়িতেই কিছু না কিছু জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে। একটু সময় বের করে সেখানে সবজি, ফল সহ প্রয়োজনীয় জিনিস চাষ করা যেতেই পারে।'

ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ বসুমাতা বলেন, 'আমাদের প্রধান শিক্ষক স্কুলের এত দায়িত্ব সামলেও কীভাবে এত সবজি এবং ফল চাষ করেন সেটা রীতিমতো অবাক করে আমাদের। ওঁর এমন কাজ দেখে আমিও অনুপ্রাণিত।'

মহাকালগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতা বসুমাতা জানান, প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে চাষ করা ফল এবং সবজি সত্যি সুস্বাদু। এভাবে সবাই যদি জৈব পদ্ধতিতে নিজের বাড়িতে সবজি এবং ফল চাষ করেন তাহলে বাজারের বিষাক্ত সবজি এবং ফল খেতে হবে না।

আলিপুরদুয়ার জেলা স্কুল পরিদর্শক আশানুল করিম প্রধান শিক্ষকের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'স্কুলের ভেতরে কিচেন গার্ডেন বা পুষ্টি বাগানের চর্চা অনেকদিন ধরেই আছে। মধ্যাহ্নকালীন আহারের পুষ্টিগুণ বাড়াতে এই প্রথাকে সবসময় উৎসাহ দেওয়া হয়। ওই প্রধান শিক্ষক নিজের বাড়ির ভেতরেই অর্থকরী ফল ও সবজি চাষের যে আয়োজন করেছেন এবং তাতে সপরিবারে যেভাবে লেগে থাকেন, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।'

অম্লানের সুরে মাতবে প্রো টি২০ লিগ

সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের পর খেলার ময়দানে অভিষেক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ মে : শিলিগুড়ির অম্লানের সুরে মাতবে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। এই টুর্নামেন্টের থিম সং 'হাল্লা বোল হাল্লা' গানে সুর দিয়েছেন শিলিগুড়ি রথখোলার বাসিন্দা অম্লান চক্রবর্তী। এর আগে সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের গানে সুর দিয়েছেন অম্লান। এবার খেলার ময়দানে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

অঞ্জন দত্ত থেকে শুরু করে বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়ক বাপ্পা মজুমদার, অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তীর মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিরা প্রশংসা করেছেন 'দুপুর ঠাকুরপো' খ্যাত অম্লানের সুরের। ইতিমধ্যেই তাঁর সুরে গেয়ে বাংলাদেশে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বাপ্পা। টলিউডের পাশাপাশি বাংলাদেশেও নাম করেছেন তিনি। তবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের মতো একটি টুর্নামেন্টের থিম সং-এ সুর দেওয়ার অনুভূতি একটু আলদা।

অম্লান চক্রবর্তী। -সংবাদচিত্র

তাঁর সুরে গানটি গেয়েছেন ঈশান মিত্র। গীতিকার বারিস। পরের সপ্তাহে মুক্তি পেতে চলেছে এই থিম সং। অম্লান বলছেন, 'প্রথমবার খেলার ময়দানে কাজ করলাম। অনেক পরিশ্রম করে গানটা বানানো হয়েছে। আশা করছি শ্রোতাদের ভালো লাগবে। বিশেষ করে ক্রিকেটপ্রেমীরা এই গানটি পছন্দ করবে।'

বছর দশেক আগে সুরকার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় পা রেখেছিলেন অম্লান। তবে কষ্ট করলে যে কেষ্ট পাওয়া যায়, তা তিনি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। 'দুপুর ঠাকুরপো' ওয়েব সিরিজের হাত ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ। তাঁর সুর দেওয়া গান মন ছুঁয়েছিল অগুনতি শ্রোতার। নিজের এই জার্নিতে সবসময় পাশে পেয়েছেন বাবা অশোক চক্রবর্তী ও মা গীতা চক্রবর্তীকে। অম্লানের সুরে দর্শক-শ্রোতারা কতটা 'হাল্লা' করেন তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন তাঁর বাবা-মা থেকে শুরু করে অনেকেই।

বিনামূল্যে ডিসানের ওরাল স্ক্রিনিং

নিউজ ব্যুরো

১০ মে : বিশ্বব্যাপী মুখের ক্যানসারের ৩,৭৭,০০০টি ঘটনার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এশিয়ান দেশগুলিতে লক্ষ করা যায়। যেখানে বাংলায় প্রতি পাঁচজন পুরুষের মধ্যে দুজনের মুখের ক্যানসার ধরা পড়ে, সেখানে চারজনের মধ্যে একজন মহিলা জরায়ুর ক্যানসারে ভুগছেন। এই অবস্থায় বিশ্ব তামাক বর্জন দিবসের সম্মানে ডিসান হাসপাতাল বিনামূল্যে ওরাল স্ক্রিনিং শিবিরের আয়োজন করেছে। এই শিবিরটি হবে ১৫ মে, বুধবার, দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। প্রথমবার কলকাতার কোনও হাসপাতাল এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করছে, যা জনস্বাস্থ্যের প্রতি ডিসানের প্রতিশ্রুতিকে জেরদার করেছে।

ন্যাক ভিজিট

আলিপুরদুয়ার, ১০ মে : আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে ন্যাক ভিজিটে কলেজে স্নাতকোত্তর রেগুলার ক্লাস ও গার্লস হস্টেলের দাবি সামনে আসে। ৯ ও ১০ মে ন্যাক ভিজিট করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ন্যাকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনন্দ পান্ডে, কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক পরেশ যোশি, ন্যাক টিমের সদস্যা সংযুক্তা দাস সহ অন্যরা।

২০১৭ সালে প্রথম ন্যাক ভিজিট হয়। তখন কলেজে যা যা পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল, সেগুলো কিছুটা এগিয়েছে বলেই জানান ভিজিটে আসা সদস্যরা। ন্যাকের কর্তারা শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি, সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতি এবং কাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশংসা করেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৪৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৪৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সংশোধনী

শুক্রবার চারের পাতায় প্রকাশিত 'কোর্সে বদল আনছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক খবরে কোর্স রদবদলের কাজটির কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক রাজেশ আগরওয়াল পড়তে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সদস্যগণকে জানানো হচ্ছে যে সদস্যপদজনিত কারণে রাজ্য কমিটি-বিসিডিএ শিলিগুড়ি জোন ভঙ্গ করায় আগামী ১২/০৫/২৪ তারিখের সাধারণ সভা হচ্ছে না।

ধন্যবাদান্তে
বিজয় গুপ্তা
সম্পাদক, বিসিডিএ,
দার্জিলিং জেলা কমিটি

রঙিয়া ডিভিশনে আরইউবি -এর নির্মাণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫, তারিখ: ০৭-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.:১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/রঙিয়া -এর এখতিয়ারের অধীনে বাইহাটা-চাংসারি সেকশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ৩৮২/৮-৯ -এ আরইউবি -এর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪,৮৪,২৪,৯১০.০৩; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৯২,১০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৯-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি এসএলআর-এর এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩টি আরটিভিপি-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি এসএলআর ও ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩টি আরটিভিপি-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশন-এর জন্য বিড www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারেরও প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ: অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৫ই। ট্রেনের সংখ্যা : ৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি এসএলআর ও ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩টি আরটিভিপি। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা।

(HWH-52/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির চলাচল অব্যাহত থাকবে

নিম্নলিখিত সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির চলাচল সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে বিদ্যমান পথ, সময়সূচি, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে অব্যাহত থাকবে :- (১) ০৩৪৮৩ ভাগলপুর-নিউ দিল্লি স্পেশাল (শনিবার এবং মঙ্গলবার) : ০১/০৬, ০৪/০৬, ০৮/০৬, ১১/০৬, ১৫/০৬, ১৮/০৬, ২২/০৬, ২৫/০৬ ও ২৯/০৬/২০২৪ = ০৯ ট্রিপ। (২) ০৩৪৮৪ নিউ দিল্লি-ভাগলপুর স্পেশাল (রবিবার এবং বুধবার) : ০২/০৬, ০৫/০৬, ০৯/০৬, ১২/০৬, ১৬/০৬, ১৯/০৬, ২৩/০৬, ২৬/০৬ ও ৩০/০৬/২০২৪ = ০৯ ট্রিপ। (৩) ০৩৪১৩ মালদা টাউন-নিউ দিল্লি স্পেশাল (রবিবার এবং বৃহস্পতিবার) : ০২/০৬, ০৬/০৬, ০৯/০৬, ১৩/০৬, ১৬/০৬, ২০/০৬, ২৩/০৬, ২৭/০৬ ও ৩০/০৬/২০২৪ = ০৯ ট্রিপ। (৪) ০৩৪১৪ নিউ দিল্লি - মালদা টাউন (সোমবার এবং শুক্রবার) : ০৩/০৬, ০৭/০৬, ১০/০৬, ১৪/০৬, ১৭/০৬, ২১/০৬, ২৪/০৬, ২৮/০৬/২০২৪ ও ০১/০৭/২০২৪ = ০৯ ট্রিপ। (৫) ০৩৪০৯ মালদা টাউন-খাতীপুরা স্পেশাল (বৃহস্পতিবার) : ০৬/০৬, ১৩/০৬, ২০/০৬ ও ২৭/০৬/২০২৪ = ০৪ ট্রিপ। (৬) ০৩৪১০ খাতীপুরা - মালদা টাউন স্পেশাল (শুক্রবার) : ০৭/০৬, ১৪/০৬, ২১/০৬ ও ২৮/০৬/২০২৪ = ০৪ ট্রিপ। (৭) ০৩০৪৩ হাওড়া-রক্সৌল স্পেশাল (শনিবার) : ২২/০৬ ও ২৯/০৬/২০২৪ = ০২ ট্রিপ। (৮) ০৩০৪৪ রক্সৌল-হাওড়া স্পেশাল (রবিবার) : ২৩/০৬ ও ৩০/০৬/২০২৪ = ০২ ট্রিপ। (৯) ০৩১৮৫ কলকাতা-জয়নগর স্পেশাল (শুক্রবার) : ২১/০৬ ও ২৮/০৬/২০২৪ = ০২ ট্রিপ। (১০) ০৩১৮৬ জয়নগর - কলকাতা স্পেশাল (শনিবার) : ২২/০৬ ও ২৯/০৬/২০২৪ = ০২ ট্রিপ। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: নিবিদা নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) বিশ্বনাথ চারিআলিতে - এডিইএন ও এসএসই ওয়ার্ক ইউনিট স্থাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এডিইএন/বিশ্বনাথ চারিআলি অধিক্ষেত্রের অধীনে টি-III কোয়ার্টার (০৫ ইউনিট) নির্মাণ। (২) বিশ্বনাথ চারিআলিতে - এডিইএন/বিশ্বনাথ চারিআলি অধিক্ষেত্রের অধীনে টি-IV (০২ ইউনিট) কোয়ার্টার, ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৪,২৫,৩৬,২৭১.৬৯ টাকা। বায়নার অর্থ: ৩,৬২,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৯-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৯-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৩-V। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক (আইসি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার "ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট" যোজনায় অংশগ্রহণের হেতু আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৪১ টি ইউনিটের ৩০ টি স্টেশনে স্বদেশী উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে ব্যবসা করা ব্যক্তি, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (এসএইচজি), সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল সম্প্রদায় আদি থেকে নির্ধারিত বিন্যাস এবং সিলবদ্ধ প্যাকেটে (সিল্ড) আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে। এই যোজনার অধীনের নির্বাচিত স্টেশনসমূহ এবং প্রারম্ভের তারিখ: ১) আলিপুরদুয়ার জংশন = ০২ ইউনিট, ২) নিউ আলিপুরদুয়ার = ০৩ ইউনিট, ৩) নিউ কোচবিহার = ০৫ ইউনিট, ৪) ধূপগুড়ি = ০২ ইউনিট, ৫) নিউ মাল জংশন = ০২ ইউনিট, ৬) গুদমা = ১ ইউনিট, ৭) বিন্নাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ৮) দলগাওঁ = ০১ ইউনিট, ৯) দিনহাটা = ০১ ইউনিট, ১০) চালসা = ০১ ইউনিট, ১১) নাগ্রাকাটা = ০১ ইউনিট, ১২) বানারহাট = ০১ ইউনিট, ১৩) কোচবিহার = ০১ ইউনিট, ১৪) বামনহাট = ০১ ইউনিট, ১৫) তুফানগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ১৬) মাথাভাঙা = ০১ ইউনিট, ১৭) গুদলাবাড়ি = ০১ ইউনিট, ১৮) হেমিলটনগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ১৯) গোলকগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ২০) বাগ্রাকোট = ০১ ইউনিট, ২১) মদারিহাট = ০১ ইউনিট, ২২) দেওয়ানহাট = ০১ ইউনিট, ২৩) আগ্রাম = ০১ ইউনিট, ২৪) শালবাড়ী = ০১ ইউনিট, ২৫) নিউ চ্যাংরাবান্ধা = ০১ ইউনিট, ২৬) ঘোকসাডাঙ্গা = ০১ ইউনিট, ২৭) শালাকাটি = ০১ ইউনিট, ২৮) বাসুগাওঁ = ০১ ইউনিট, ২৯) কোকরাঝার = ০৩ ইউনিট, ৩০) হাসিমারা = ০১ ইউনিট। ৩০ টি স্টেশনে মোট ৪১ টি ইউনিট। সিলবদ্ধ লেফাফাটি (ইওআই) জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়: ০৩-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। সিলবদ্ধ ইওআই বাক্সটি খোলার সময় এবং তারিখ: ০৩-০৬-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। ইওআই প্রপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in তেও উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

I Indrani Barman Goon changed my name to Indrani Deb Barman vide affidavit dt 07 May 24 sworn before LD. Executive Magistrate, Jalpaiguri. (A/B)

আমি Biswajit Das পিতা Khukachan Das আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে পিতার নাম Khirod Ch. Das আছে। 9.4.24 -APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Khirod Ch. Das থেকে Khukachan Das করিলাম। (U/D)

By Magistrate affidavit dated 02/05/2024 I, Nipa Bhattacharya and Nipa Ghose has have known to be same, and one identical woman unto the law of the land. (C/110632)

কর্মখালি

ছাত্র পড়ানোর কাজে Assistant প্রয়োজন। ন্যূনতম দ্বাদশ শ্রেণি অঙ্ক সহিত। শিলিগুড়ি খেলাঘর মোড়ের কাছে। যোগাযোগ 9433316633. (C/110822)

নিজ এলাকায় পার্ট/ফুল টাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M-9733170439. (K)

ভাড়া

ধূপগুড়ি রেলস্টেশন মোড়ে ১৩০০০ বর্গ ফুটের গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সত্বর যোগাযোগ করুন। M-9434022141. (A/B)

জ্যোতিষী

জ্যোতিষ ও বাস্তুবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য প্রেমেবাঁধা, বিদ্যা, ব্যবসা, মামলা, সন্তানহীনতা সহ যে কোনো সমস্যার 100% সমাধান। (M): 8145448077. (C/110636)

মালদা টাউন ও উধনার মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য, ০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন–উধনা–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে :–

মালদা টাউন–উধনা			(০৩৪১৭) (০৩৪১৮)	উধনা–মালদা টাউন		
দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
রবিবার	—	১২.২০	মালদা টাউন	০২.৫৫	—	বৃহস্পতিবার
	১৫.৩৫	১৫.৪৫	ভাগলপুর	২২.২৫	২২.৩৫	বুধবার
	২০.১০	২০.২০	পাটনা জংশন	১৭.৪০	১৭.৫০	
সোমবার	১৮.৫৫	১৯.০০	ভুসাওয়াল জংশন	১৮.৫০	১৮.৫৫	মঙ্গলবার
মঙ্গলবার	০০.৪৫	—	উধনা	—	১২.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহেবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর জংশন, অভয়পুর, কিউল জংশন, বখতিয়ারপুর জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ছেওকি, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, জব্বলপুর, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, অমলনের, সোনাগিরা, নানদুরবার, নভাপুর, ভ্যারা এবং চালথান স্টেশনেও থামবে। চলাচলের দিন : মালদা টাউন থেকে ০৩৪১৭ – ১২/০৫, ১৯/০৫, ২৬/০৫, ০২/০৬, ০৯/০৬, ১৬/০৬, ২৩/০৬ এবং ৩০.০৬.২০২৪ = ৮ ট্রিপ এবং উধনা থেকে ০৩৪১৮ – ১৪/০৫, ২১/০৫, ২৮/০৫, ০৪/০৬, ১১/০৬, ১৮/০৬, ২৫/০৬ এবং ০২.০৭.২০২৪ = ৮ ট্রিপ। গঠন : স্লিপার ক্লাস – ১৫, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৭ এবং এসএলআরডি – ০২ = ২৪টি কোচ। ক্যাটেগরি : মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্যটকদের ভিড়ে জয়রাইডে টিকিটের হাহাকার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : একটা সময় সিনেমা হলের সামনে ঝুলতে দেখা যেত 'হাউসফুল' বোর্ড। যা দেখে অনেকেই ব্যর্থ মনে বাড়ির পথ ধরতেন। অনেকে আবার ভিড়ের মধ্যে 'ব্ল্যাকার'কে খুঁজে পেয়ে বাড়তি টাকা খরচ করে টিকিট জোগাড় করে নিতেন।

অনেকটা তেমনই বোর্ড ঝুলছে দার্জিলিং স্টেশনের সামনে। যেখানে লেখা, '১২ মে পর্যন্ত জয়রাইডের টিকিট শেষ'। ফলে পাহাড় পথে টয়ট্রেন চড়ার ইচ্ছে নিয়ে যাঁরা দার্জিলিং স্টেশনের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন, 'অল টিকিট আর সোল্ড আউট' দেখে তাঁরা মনমরা। মন খারাপের আরও কারণ, সিনেমা হলের মতো এখানে বাড়তি কড়ি খরচ করলেও টিকিট পাওয়া সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতি কবে হয়েছে মনে করতে পারছেন না দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) অভিজ্ঞ আধিকারিকরা।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর একে মিশ্র বলছেন, 'সত্যি বলতে পর্যটন মরশুম শুরুর সময় এমন পরিস্থিতি যে হবে, তা আমরা বুঝতে পারিনি। টয়ট্রেন নিয়ে পর্যটকদের উৎসাহ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া, নিঃসন্দেহে ডিএইচআরের পক্ষে ভালো। যাত্রী চাপ সামাল দেওয়ার জন্য বাড়তি জয়রাইড চালানো যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গ্রীষ্মকালীন পর্যটন হোক অথবা পুজোবকাশে ট্রেনের টিকিটের হাহাকার নতুন কোনও ঘটনা নয়। মূলত দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের মধ্যে চলা প্রতিটি দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট শেষ হয়ে যায় ১২০ দিন আগে টিকিট বিক্রি শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু পাহাড়ে জয়রাইডের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি যে তৈরি হতে পারে, মূলত 'সোল্ড আউট' বোর্ড ঝোলাতে হবে, তা কারও ধারণা ছিল না। ডিএইচআর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে ১২ মে পর্যন্ত জয়রাইডে কোনও টিকিট মিলছে না। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ৯ মে থেকে। শুক্রবার ১৩ মে'র হাতেগোনা কয়েকটি টিকিট পড়ে রয়েছে। ডিএইচআরের আধিকারিক চন্দন কুমার বলছেন, 'প্রত্যেকদিনই চাহিদা বাড়ছে। অনেকেই দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসার আগেই অনলাইনে টিকিট বুক করে নিচ্ছেন। যা ট্রেন্ড রয়েছে, তাতে এই মাসের বাকি দিনগুলিতেও চাহিদা তুঙ্গে থাকবে।' অর্থাৎ সোল্ড আউটের বোর্ডে প্রায় প্রত্যেকদিনই তারিখের পরিবর্তন করতে হবে।

দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং পথে বর্তমানে ৮টি জয়রাইড চলছে। যার মধ্যে চারটি চালানো হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিনে। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-দার্জিলিংয়ের মধ্যে যে দুটি টয়ট্রেন চলাচল করে, তার চাহিদাও যথেষ্ট রয়েছে বলে রেলকর্তারা জানাচ্ছেন। বিদেশি পর্যটক তো বটেই, দেশীয় পর্যটকদের কাছেও বর্তমানে খেলনাগাড়ির জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলে ডিএইচআরের ধারণা।

টয়ট্রেনের এমন আকাশচুম্বী চাহিদা দেখে খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে। টয়ট্রেনের চাহিদা বৃদ্ধিতে পর্যটকদের ভিড় কতটা বাড়ছে, তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় বলে অনেক পর্যটন ব্যবসায়ীর বক্তব্য। তাঁরা মনে করেন, পরিকাঠামোর আরও উন্নয়নের পাশাপাশি ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে অফ সিজনেও কিছুটা চাহিদা থাকবে। পর্যটন ব্যবসায়ী কল্পক দে বলছেন, 'টয়ট্রেনের চাহিদা বৃদ্ধি এই অঞ্চলে পর্যটন ব্যবসার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। আশা করব, রেল পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেবে।'

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Debashri Barman** Daughter of **Biswanath Barman** of 153 Panishala, PO-Doradabri, PS-Mekhliganj, PO-Changrabandha, 735301, who has been missing since 22.04.2024 from Residence, Mekhliganj, Cooch Behar, W.B., Description of this missing person is :**Age**-19 Years, **Complexion**-Fair, **Height**-135 cms., **Wearing**-Pink T-Shirt, Blue Jeans Jacket, Black Jeans Pant, **Language**-Bengali. Please inform whereabouts of the missing person, to the Spl. Supdt. of Police, C.I.D. (W.B.), Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-612

ICA-D809(3)/2024

জন্মদিনে রক্তদান

ইসলামপুর, ১০ মে : জন্মদিন পালন করা হল ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করে। এভাবেও যে জন্মদিন পালন করা যায় তা প্রমাণ করে দিলেন চোপড়া থানার তিনমাইল রোড এলাকার বাসিন্দা পেশায় গৃহশিক্ষক ভীষ্মদেব বিশ্বাস।

দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চলছে রক্তসংকট। বিষয়টি আজ আরও কারও অজানা নয়। নানা কারণে গত কয়েক মাস ধরে পাড়ায় পাড়ায় বছরভর চলা রক্তদান শিবিরগুলি বন্ধ। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ভীষ্মদেবের কাছেও বিষয়টি অজানা ছিল না। তাই, জন্মদিনে ব্লাড ব্যাংকে নিজের এক ইউনিট রক্ত জমা করতে বাড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে সন্ধ্যায় ইসলামপুরে হাজির হন ভীষ্ম। এনিয়ে তিনি দশবার রক্তদান করলেন। নিজে রক্তদান করার পাশাপাশি তাঁর ছাত্রছাত্রী সহ এলাকাবাসীকে সবসময় রক্তদানে তিনি সচেতন করেন। এদিন তাঁর এমন কাজে রীতিমতো গর্বিত বন্ধুবান্ধবরা। সঙ্গী বন্ধু দয়াল সরকার বলেন, 'ছোট থেকেই ভীষ্মদেব বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত। আমরাও ওকে সব সময় সহযোগিতা করি। ওর উদ্যোগে এলাকায় রক্তদান শিবির করা হলে সেখানে আমি এবং আমাদের অন্য বন্ধুরা রক্তদান করেছিলাম। আজ সকালেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। সন্ধ্যায় হঠাৎ ফোন করে ইসলামপুর যাওয়ার কথা বলে। বাইক নিয়ে ওর সঙ্গে ইসলামপুরে এসে জানতে পারি ভীষ্ম ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করবে।'

ভীষ্মদেব বলেন, 'অনেক দিন ধরেই শুনছি ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট চলছে। ভোটের জন্য সবাই ব্যস্ত। পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবির হচ্ছে না। আমার জন্মদিনে দান করা রক্ত যদি কোনও মানুষের জীবন বাঁচাতে কাজে লাগে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় উপহার। সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা রঞ্জিত সিট - কে 24.02.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91A 21785 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি প্রত্যহ কিছু টাকার বিনিময়ে ডিয়ার লটারির টিকিট কাটতাম। আমার বন্ধুরা আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল এবং আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতাম খুবই কম খরচে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবরটি আমার কাছে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মনে হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

ছয় মাস পরেও আস্তানা ভাড়াবাড়ি, ত্রাণশিবির

দুর্যোগ-ক্ষত এখনও তাজা তিস্তাবাজারে

রণজিৎ ঘোষ

তিস্তাবাজার (কালিম্পং), ১০ মে : গত বছরের ৪ অক্টোবরের কথা মনে আছে? দক্ষিণ সিকিমের লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে তৈরি হওয়া সেই হড়পা। ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শুধুমাত্র সিকিম নয়, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এ রাজ্যের কালিম্পং জেলাতেও। তিস্তায় জলস্তর অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় এবং প্রচণ্ড গতিতে জল নেমে আসায় বিশেষ করে তিস্তাবাজার এলাকায় বহু ঘরবাড়ি নদীগর্ভে চলে যায়। ভিটেহারাদের ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছিল। এখনও তিস্তাবাজারে গেলে বিপর্যয়ের ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়বে। ঘরছাড়া মানুষের কেউ ত্রাণশিবিরে, আবার কেউ ভাড়াবাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন।

পলিস্তর, ভাঙা বাড়িঘর... বিপর্যয়ের চিহ্ন তিস্তাবাজারজুড়ে।

তিস্তার গ্রাসে ঘর গিয়েছে নিলেশ ছেত্রী, কুমকুম রাই, সুবোধ পাখরিন সহ প্রায় ১০৬ জনের। পরনের পোশাকটুকু ছাড়া কিছুই ছিল না। কুমকুম বলছিলেন, 'কোনওরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। নয়তো আমরাও ভেসে যেতাম। প্রথম দিকে কয়েকমাস কমিউনিটি হলের ত্রাণশিবিরে কাটিয়ে এখন ভাড়া বাড়িতে। বাড়ির ভাড়া প্রশাসনই মেটাচ্ছে, কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা দরকার। সরকারিভাবে ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। আমরা দিনমজুর। সেই টাকা ভেঙে সংসার চালাচ্ছি।'

বাকিরা ভাড়া বাড়িতে গেলেও এখনও ১১টি পরিবার ত্রাণশিবিরে রয়েছে। সন্তোষ কার্কির বাড়ি এবং একটি গাড়ি ভেসে গিয়েছে। তিনি বললেন, 'ঘর তৈরি করে দেবে বলেছিল। কিন্তু আজও কিছু হল না।'

অসহায়তা এবং আতঙ্ক, এই দুইকে সম্বল করে বেঁচে রয়েছেন স্থানীয়রা। ভোটের সময় কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে সেখানে প্রচারে দেখা যায়নি। ওরা অপেক্ষায় ছিল, নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার জন্য। কিন্তু সেসব না বলতে পেরে আরও বেশি করে হতাশা ঘিরে ধরছে বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, 'এক রাতের হড়পায় ঘরবাড়ি সহ সমস্ত সম্বল নদীতে ভেসে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত নতুন করে ঘর তৈরির উদ্যোগ নেই। কেউ কেউ সামান্য সরকারি সাহায্য পেয়েছেন বটে, কিন্তু তা তো যথেষ্ট নয়। ঘর কবে হবে, সেই চিন্তায় রাত ঘুম উড়েছে।'

অক্টোবরের হড়পায় তিস্তাবাজারে নদীর তীরে থাকা শতাধিক বাড়ি, গাড়ি থেকে মোটরবাইক, সমস্ত কিছু তলিয়ে যায়। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে তিস্তাবাজার, পেশক হয়ে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার রাস্তাটির প্রায় ৭০০ মিটার পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তাটি নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। সেই রাস্তার খুব কাছে এসে তিস্তার জল বাড়ি মারছে। খানিকটা জলস্তর বাড়লে রাস্তাটি আবার নদীতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তিস্তাবাজারে পৌঁছাতেই নদীর দিকে থাকা প্রত্যেকটি বাড়ি যেভাবে হড়পায় ধসে পড়েছিল, সেই ছবি এখনও স্পষ্ট। কোনও বাড়ির ছাদ এখনও পলির নীচে, কোনও বাড়ির আবার তিনটি ঘর ভেসে গিয়ে একটির কিছুটা অংশ বেরিয়ে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সত্যেন্দ্র ভার্মার কথায়, 'ওই ঘটনার পর থেকে ব্যবসা তলানিতে ঠেকেছে। এখানকার মানুষের হাতে টাকা নেই। তাহলে আমাদের ব্যবসা কীভাবে চলবে?' এপ্রসঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানান, বাড়ি তৈরির জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে। এখানে পুরোটাই বন দপ্তরের জমি। জমি হস্তান্তর নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে অঞ্জনাভ ও অমৃতাভ। তুফানগঞ্জে।

নজরকাড়া ফল যমজ ভাইয়ের

তুফানগঞ্জ, ১০ মে : অল্পের জন্য যমজ ভাই অঞ্জনাভ পাল ও অমৃতাভ পাল মেধাতালিকায় স্থান পেল না। দুজনেই তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ছাত্র। তাদের মোট প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৪৮১ ও ৪৮২। তুফানগঞ্জ মহকুমায় সম্ভাব্য প্রথম অমৃতাভ পাল। দুই ভাইয়ের এই ফলাফলে খুশি বাবা ধনঞ্জয় পাল ও মা মণিকা দত্ত সহ আত্মীয়পরিজন। মাধ্যমিকে তারা রাজ্যে নবম ও দশম স্থান অধিকার করেছিল। ভবিষ্যতে দুজনের ইচ্ছা চিকিৎসক হয়ে গরিবদের পাশে দাঁড়ানো।

অঞ্জনাভ ও অমৃতাভর বাড়ি তুফানগঞ্জ পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নিউটাউন এলাকায়। বাবা ধনঞ্জয় পাল চামটা দেশবন্ধু উচ্চবিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক। মা মণিকা দত্ত ছাটরামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষকা।

দুজনে কোনও বাঁধাধরা নিয়মে পড়াশোনা করেনি। পড়া শেষে কোয়েসচন ব্যাংক অনুশীলন করত। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একজন করে গৃহশিক্ষক ছিলেন। অমৃতাভ বলে, 'নিয়ম করে প্রতিটি বিষয় সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তাম। কোনও পড়া ফেলে রাখতাম না। পড়াশোনার ফাঁকে ক্রিকেট খেলতাম, সাঁতার কাটতাম। ভবিষ্যতে ভালো চিকিৎসক হতে চাই।' একই বক্তব্য অঞ্জনাভের। মাধ্যমিকে অঞ্জনাভ ৬৮৪ পেয়েছিল। অমৃতাভ ৬৮৫ নম্বর পায়। এবার উচ্চমাধ্যমিকে অঞ্জনাভ ৪৮১ ও অমৃতাভ ৪৮২ পেয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে তাদের মধ্যে ১ নম্বরের ব্যবধান।

হাঁটুর ব্যাথা

পুরানোর থেকে অতি পুরানো যে কোন জয়েন্ট এর ব্যাথা অর্থাৎ বাতের ব্যাথার ১০০ শতাংশ গ্যারেন্টি সমেত কার্যকরী ঔষধ পাওয়া যায়।

শ্বাসকষ্ট

শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানি রোগ যতই পুরোনো হোক না কেন গোড়া থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করবে আমাদের এই আয়ুর্বেদিক ঔষুধ।

মদ ছাড়ান

মদ্যপান ব্যাক্তিকে গোপনে আয়ুর্বেদিক ঔষুধের চিকিৎসার মাধ্যমে মদ খাওয়া থেকে সম্পূর্ন রূপে নিস্কৃত করা হয়।

স্বাস্থ্যবান হন এবং ওজন বাড়ান

ভালো খাওয়া দাওয়ার পরেও যদি স্বাস্থ্য ভালো না হয়। রোগা দুর্বল বা যে কোন কারনে যদি ওজন না বাড়ে তাহলে বিশ্ব প্রশিদ্ধ কার্যকরি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ দ্বারা কিছুদিনের মধ্যেই ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন ও স্বাস্থ্যবান হন।

ডায়াবেটিস-পাইলস-লিউকোরিয়া-সাদাস্রাব এছাড়াও গিলোইজুস, নিমরস, সুদ্ধ শিলাজিৎ, পাচন রস, হার্বাল কাড়া, ওজন কমানো, লিভার টনিক, আমলা রস, অ্যালোভেরা জুস, পঞ্চতুলসী, অর্শগন্ধা ক্যাপসুল, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠ কাঠিন্য, চুলপড়া বন্ধ, হার্বাল ফেসওয়াস, এন্টি অ্যাজিং ক্রিম, স্পেশাল চবনপ্রাস ইত্যাদি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ এখানে পাওয়া যায়।

গোপাল আয়ুর্বেদিক

হেড অফিস ঃ
শিলিগুড়ি, মঙ্গলদ্বীপ বিল্ডিং-এর বিপরীতে,
হিলকার্ট রোড, কলাবতী মেডিক্যালের নিকটে,
প্রতি সোম থেকে শনি
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা খোলা থাকবে।

শাখা অফিস ঃ জলপাইমোড়, শ্যাম টাওয়ার,
UCO Bank বিল্ডিং, বাসস্ট্যান্ড।

প্রেস্টিজ
যেকোনও-এর বিনিময়ে যেকোনও
এক্সচেঞ্জ অফার*

আপনার কিচেনকে দিন প্রেস্টিজের আপগ্রেড।

যেকোনও ব্র্যাণ্ডের পুরনো কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস ও কিচেনওয়্যার এক্সচেঞ্জ করুন আর বিনিময়ে নিয়ে যান প্রেস্টিজ এবং জজের সেরা উদ্ভাবনগুলি।

1লা মে থেকে 30শে জুন 2024

75 Years of Prestige

স্বচ্ছ রেঞ্জের প্রেশার কুকার যাতে রয়েছে স্পিলেজ কন্ট্রোল
স্বচ্ছ প্রেশার কুকার্স
24% - 42% ছাড়*

ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মুক্ত প্রেস্টিজ নন-স্টিক কুকওয়্যারের সাথে স্বাস্থ্যকর কুকিং করুন
নন-স্টিক কুকওয়্যার রেঞ্জ
PFOA-free
33% - 55% ছাড়*

সহজে পরিষ্কার করা যায় এমন যুগান্তকারী ডিজাইন
তুলুন, লক করুন
পরিষ্কার করুন
স্বচ্ছ গ্লাস-টপ গ্যাস স্টোভ
29% - 41% ছাড়*

সুবিধেজনক ইন্ডাকশন কুকটপ যা প্রেশার কুকারের হুইসেল গণনা করে
ইন্ডাকশন কুকটপ 2000W
37% - 51% ছাড়*

মাল্টিপার্পাস গ্রাইন্ডার যাতে রয়েছে 14-টি বিভিন্ন কার্যকারিতা
14-টি বিভিন্ন কার্যকারিতা
এন্ডুরা প্রো মিক্সার গ্রাইন্ডার 1000W
37% - 46% ছাড়*

আপনার সুবিধের জন্য ছোট অ্যাপ্লায়েন্সেস
জুসার, ওটিজি, স্যান্ডউইচ মেকার, কেটলি, এয়ার ফ্রায়ার
32% - 65% ছাড়*

গ্যাস লীক এবং স্মোক ডিটেকশন টেকনোলজি যুক্ত ভারতের প্রথম চিমনি
App Enabled
SafeSense technology
অস্কার সেফ-সেন্স চিমনি
52% - 62% ছাড়*

PRASA-2024

Prestige
পরিবারের প্রতি ভালবাসা যার, প্রেস্টিজকে সে করে কি অস্বীকার

JUDGE By Prestige
উত্তম পণ্য এবং সাশ্রয়ী দাম।

প্রেসার কুকার	কুকওয়্যার	গ্যাস স্টোভ	মিক্সার গ্রাইন্ডার	ইন্ডাকশন	অন্যান্য অ্যাপ্লায়েন্সেস	সার্ভওয়্যার
37%-53% ছাড়*	38%-71% ছাড়*	41%-47% ছাড়*	41%-52% ছাড়*	45%-52% ছাড়*	39%-68% ছাড়*	36%-74% ছাড়*

CUSTOMER CARE NO 080-6000 4411
Store Locator
For any institution or bulk enquiries, contact: 7908 710841 biz.enquiry@ttkprestige.com
Scan to Connect
Shop Online on shop.ttkprestige.com
https://shop.ttkprestige.com/anything-for-anything-offer

For Franchise Enquiry, Please contact Mob: +91 7003070567 / 9903329820 • For Distributor & Institutional enquiries, Call +91 9051700037

Prestige Xclusive
BERHAMPORE: 6297018384; **SILIGURI PANITANKI MORE:** 9434007070; **JAIGAON:** 9800072350; **BALURGHAT:** 8116109940; **NAGRAKATA:** 9775888737; **WEST TRIPURA AGARTALA:** Ph-0381-2305679 **ASSAM SILCHAR:** Ph. 03842-247562 8135046981

DEALERS: Siliguri: Mahakali Stores 9474583722; Nadia Stores 9932026652; Pranab Stores 9434327298; Royal Suppliers 9832073734; Punjab Home Appliances 9474670833; G.N. Variety Stores 9475837488; Jony Enterprise 8250725810; Abiskar 8637898647; Maruti Electric & Appliances 9531563049; Crockery Palace 9800279759; Anurag Enterprise 9800006868; **Fulbari:** Maa Rakhalmari Metal 8617836920; **Champasari:** Mega Basket 7001007500; **Naxalbari:** Charu Enterprise 9932707325; **Coochbehar:** S.P. Trading 9434686111; Dream Kitchen 9832096039; Muskan Enterprise 94745-21627; Tolaram Dalimchand 03582-230251; **Dinhata:** Joarder & Co. 98323-74284 ; Saha Bros 9475118237; **Jaigaon:** Sharma Brothers 94343 49769; Crockery House 9233780167; Apna Bazaar 9232052304; Vikash Enterprise 9609990903; **Malbazar:** North Bengal Metal Stores 6297777504; **Birpara:** Ganesh Metal 9832409730; **Darjeeling:** Anup Sales agency 98320-91247; Jyoti Enterprise 9641057482; **Islampur:** Durga Metal Stores 9933889549 ; Islampur metal 73844-29290; Ananda Basanalaya 9832005305, Uttam Basanalaya 9434557143; Banik Basanlaya ; 9641337983 **Alipurduar:** Kundu & Sons 7980233484; Variety Gas Oven 9434184967; Dooars Appliances 7001170324; Metal Palace 7501557223; **Falakata:** Bhubaneswari Enterprise 9932460645; Maa Kali Plastic 7318657846; **Jalpaiguri:** Prasadiram Prabhudayal 6294584613; Sanghai Brothers 9434044430; **Dhupguri:** Ghar Sansar 97343-39739; Sagarika Furniture 9832324511; Kundu Variety 9832488838; **Malda:** Bengal Varaiety Stores 9851414493; Malda Electric House 9434680562; Koushik Dutta 9093881463; The Shailo Bhandar 9641385967; Alumunium Shoping House 9851740686; Sharma Sound & Service 8513077592; New Anu Basanalaya 8906149851; Maha Laxmi Enterprise 8967484875; Tuki Taki 9734906594; **Kaliaganj:** Ashirbad 9434373897; **Balurghat:** M/S S Kumar Steel Traders 9434194161; Shree Balaji Steel 7278688010; New Tirupati Steel Furniture 9800531986; **Raiganj:** Bharat Glass Stores 8100401145; Laxmi Tredars 9475719038; Bisweswar Stores 9434246931; Radha Krishna Enterprise 7364019068; **Gangarampur:** VIP House 7872109404; Shudhakar Pandey 9563617103; **Baharampur:** New Griho Sova 9735663326; **Farakka:** Das Brothers 9434530472; **Umarpur:** Shyam Traders 7501199272; **Raghunathganj:** Prabhati Stores 6294746546;

আমার উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ মে ২০২৪

প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা কাঁটাতারবিহীন। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ফাঁসিদেওয়া তাই পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। মঙ্গলবার রাতেই অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে দুই বাংলাদেশির। কীভাবে চলছে এই কারবার, ফাঁসিদেওয়ার পাচার-কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ দ্বিতীয় পর্ব

জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে ত্রস্ত সীমান্তবাসী

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১০ মে : ভারী বুটের আওয়াজ এখানে শোনা যায় অহরহ। আর সেই আওয়াজ শুনেই বুক কাঁপে সীমান্তবাসীর। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ যেখানে সাধারণের আশ্বাসের কারণ হওয়ার কথা, সেখানে তারা যেন আতঙ্ক। তাই চোখের সামনে পাচার হতে দেখেও মুখ খোলার সাহস পান না কেউ। পাছে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয় এই ভয়ে। তার ওপর নানা সময় বিএসএফের ফতোয়া তো রয়েইছে। ফলে মুক্তি নেই এই আতঙ্ক থেকে।

ফাঁসিদেওয়া এবং চটহাট এলাকায় মহানন্দা নদী দু'ভাগ করে দিয়েছে দুই দেশকে। নদীর এপারে ভারত। কিন্তু কাঁটাতারের ভিতর ওপারে রয়ে গিয়েছে এদেশের কৃষকদের জমি। সেখানে চা বাগান ছাড়াও রয়েছে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি। এপারের চাষিরা সেখানে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই জমি পেরিয়েই অনুপ্রবেশের রেওয়াজ চলে আসছে। আর এই পথে চোরাচালানকারীরা ঢুকলেই বিএসএফের সন্দেহের শিকার হন স্থানীয়রা। চলে গ্রামের মানুষকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ। সেইসঙ্গে, অনির্দিষ্টকালের জন্য চাষের জমিতে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা তো রয়েইছে। কখনও একদিন, কখনও আবার এক সপ্তাহব্যাপী চলে সমস্যা। এদিকে, চাষের জমিতে যেতে না পারার কারণে চা বাগানের পাতা, ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এর আগে ফাঁসিদেওয়ার মানগছ, চটহাটের মুড়িখাওয়ায় একইভাবে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। এছাড়াও সীমান্তে কাঁটাতার কাটা হলে কিংবা কাঁটাতারের ভেতরে মৃত্যু হলেও বন্ধ থাকে চাষের জমিতে যাওয়া।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তের এই গ্রামের মানুষ মনে করেন, তাঁরা অভিশপ্তই বটে। ফকিরগছের ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ বললেন, 'বছরের পর বছর ধরে এমনই হয়ে আসছে। গোলাগুলি চলত আগেও, এখনও চলে। ভয়ে ভয়ে বেঁচে আছি। সন্ধ্যার পর জরুরি কাজে গ্রামের সদরে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে নানা কৈফিয়ত দিতে হয়।'

চটহাটের মুড়িখাওয়ার খোলা সীমান্ত।

গ্রামে গোরু পাচারের সমস্যা বরাবরের। আর সেইসঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ঘটনা তো রয়েইছে। বিএসএফের নজরদারি এবং কড়াকড়ির জেরে অনুপ্রবেশ কিংবা গোরু পাচার কতটা বন্ধ হয়েছে সেই হিসেব অস্পষ্ট ঠিকই, তবে এর জেরে গ্রামের মানুষ যে ত্রস্ত তা বলা ভুল হবে না। সংবাদমাধ্যমের সামনে গ্রামের কেউ মুখ খুললেও সমস্যা বাড়ে। তাই, স্থানীয়রা গোরু পাচার কিংবা অনুপ্রবেশ নিয়ে কিছুই বলতে চান না। সাংবাদিক, ক্যামেরা, বুম দেখলেই মুখ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন নিরন্তর। নিজেদের ফসল কিংবা চায়ের ক্ষতি হলেও টুঁ শব্দ করেন না কেউ। বিএসএফের তরফেও কারণ কখনোই স্পষ্ট করা হয় না। তবু নতুন সকালের স্বপ্ন দেখে সীমান্তের গ্রামের প্রতিটি প্রাণ।

সাহস নেই

- বিএসএফ যেখানে সাধারণের আশ্বাসের কারণ হওয়ার কথা, সেখানে তারা যেন আতঙ্ক
- চোখের সামনে পাচার হতে দেখেও মুখ খোলার সাহস পান না কেউ
- ফাঁসিদেওয়া এবং চটহাট এলাকায় মহানন্দা নদী দু'ভাগ করে দিয়েছে দুই দেশকে
- কাঁটাতারের ভিতর ওপারে রয়ে গিয়েছে এদেশের কৃষকদের জমি

গ্রামের এক মহিলা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকলেন। ভয় যদি ছবি তোলা হয়। সেই ভয় নিয়েই বলে চলেন, 'এই সীমান্তে শুধু ভিনদেশি নয়, বিএসএফের ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে গ্রামের তরুণেরও। তাই আমরা আতঙ্কে থাকি, প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত।'

বিএসএফের ফতোয়ার কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়। তাঁর কথায়, 'এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। ইদানীং বেড়েছে। যারা পাচার বা সীমান্তে অপরাধ সংঘটিত করছে তাদের ধরা হোক। অহেতুক নিরীহ মানুষকে চাপে রাখা ঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং বিএসএফের বসা উচিত। আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যা মেটাতে হবে।'

তৃণমূল নেতারা বিএসএফকে দোষারোপ করলেও পালটা দিচ্ছে বিজেপি। দলের ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষের যুক্তি, 'বিএসএফ তাদের কাজ করে বলেই অপরাধীরা ধরা পড়ছে। এর আগে গোরু চোরের কাছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছিল। ফলে, তদন্তের স্বার্থে স্থানীয় পাচারকারীদের সঙ্গে কার যোগ রয়েছে তা জানতেই বিএসএফ জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকতে পারে।'

জোরপাকুরিতে নির্মাণকাজে কলের জলের যথেচ্ছ ব্যবহার।

'অবৈধ'ভাবে ভূগর্ভস্থ জল তোলায় বিপদ

বিপাকে আমজনতা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১০ মে : গরম বাড়তেই শুরু হয়েছে জলের হাহাকার। এরই মধ্যে শিলিগুড়ির শহরতলিতে চলছে পানীয় জলের অপচয়। নানা জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে জারবন্দি পানীয় জলের প্ল্যান্ট। কয়েকটি বৈধ নথিপত্র থাকলেও অধিকাংশই অবৈধভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে ২০ লিটারের জারে ভরে বিক্রি করছে। বহু জারে থাকে না কোম্পানির লেবেল বা আইএসআই চিহ্ন। নানা জায়গায় বহুতল নির্মাণে প্রশাসনিক অনুমতিহীন বোরিং করা যেন অধিকার হয়ে গিয়েছে। যদিও প্রশাসনের দাবি গোটা বিষয়টিই অবৈধ। এজন্যই দৈনিক জলস্তর নামছে। অসুবিধায় পড়ছেন আমজনতা। এ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে বেশ কয়েকবার খবরও বের হয়। তখন প্রশাসন কিছুটা নড়েচড়ে বসলেও পরে যে-কে-সেই।

ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১৫-২০টি জলের প্ল্যান্ট রয়েছে। ভালোবাসা মোড়, জোরপাকুড়ি মোড়, মমতাপাড়াও বেশ কিছু এমন কারখানা আছে। জোরপাকুড়ি মোড়ে ভবন তৈরির জন্য বোরিং চলছে। পাশেই এক জলের প্ল্যান্ট। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর আগে বাড়িতে কুয়ো তৈরি করা হয়েছিল। এখন সেখানেও জল থাকে না। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। উপপ্রধান আনন্দ সিনহা বলেন, 'এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব জল অপচয়ের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। স্থানীয়দের অনেকের কথায়, শহরেই যখন এমন অবৈধ কারবার বন্ধ করা যায় না তখন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কতটা কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। একই অভিযোগ জানান অম্বিকানগর, শান্তিপাড়া সহ ফুলবাড়ির নানা এলাকার বাসিন্দারা। গত এক বছরেরও বেশি ফুলবাড়ি বাজারের কয়েকটি কলের বিবকক উধাও। সেখান থেকে অবিরত জল পড়ছে। একটি চক্র সেখান থেকে জারে জল ভরে বিক্রি করছে।

ডাবগ্রাম-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সমস্যা আরও বেশি। শহরের গা ঘেঁষা গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ম, নজরদারিতে বিস্তর ফারাক। শান্তিনগরে পুরনিগমের এলাকায় বাড়ি ও ফ্ল্যাটগুলিতে বোরিং করা হলেই প্রশাসন পৌঁছে যায়। সেখানেই কিছু অংশ গ্রাম পঞ্চায়েতভুক্ত। বহু বাড়ি, ফ্ল্যাটে বোরিং হচ্ছে। শান্তিনগর, মাঝাবাড়ি, সমরনগর সহ দুই পঞ্চায়েত মিলিয়ে আরও দশটি কারখানার হদিস মিলেছে। শান্তিনগরের শম্পা বৈদ্যর আশঙ্কা, 'বড় বড় ভবনের কোথায় কে কীভাবে প্ল্যান্ট চালাচ্ছে বোঝা মুশকিল। জারে মেলা পানীয় জল কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। প্রায় সব পাড়ায় দিনরাত ২০ লিটারের জলের গাড়ি ঘুরছে। ওদের ধরলেই মাথা মিলবে।' মাঝাবাড়ির এক জলের প্ল্যান্ট নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের আঁচ মিলেছে।

মায়ের সঙ্গে মহিমা।

মায়ের কষ্ট সার্থক করেছে মহিমা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ মে : মেয়ের ভালো ফলে মা অনুরাধা পালের চোখে জল। মেয়ে শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছেশক্তি এবং অধ্যবসায়কে পুঁজি করে উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য পেয়েছে। মহিমার ইচ্ছেশক্তির কাছে হার মেনেছে সমস্ত প্রতিকূলতা। মা অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করিয়েছেন, তাই নিজের এই সাফল্যের পেছনে মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি, বলল হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। মহিমা মোট ৪৬৬ পেয়ে শুধু পরিবার নয়, স্কুলেরও নাম উজ্জ্বল করেছে।

ইস্টার্ন বাইপাসের পাশে তেলিপাড়ায় মহিমা মা, দিদা, দুই ভাই এবং মামার সঙ্গে থাকে। টিনের বাড়ি, আসবাবপত্র বেশি নেই। ঘরে অভাবের ছাপ স্পষ্ট। মা আয়ার কাজ করেন। তাই সারাদিন বাড়িতে পড়াশোনা, বাড়ির কাজ এবং ভাইদের দেখাশোনা, সবটাই মহিমা এবং তার দিদা করেন। মহিমাকে পড়ার জন্য কোনওদিন বলতে হয়নি বলে জানালেন গর্বিত দিদা শেফালি পাল।

সব বিষয়ে গৃহশিক্ষক ছিল না। যে তিনজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁরাও মহিমার আর্থিক অনটনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকায়, কম বেতনে পড়াতেন তাঁরা। ভবিষ্যতে আইন নিয়ে পড়য়ে চায় এই ছাত্রী।

প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়াশোনা করত মহিমা। নিয়ম করে স্কুলে যাওয়া এবং পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়াই ভালো ফলাফলের কারণ বলে জানাল এই কৃতী ছাত্রী। তার কথায়, 'ভালো ফলের আশা করেছিলাম। তবে এত পাব ভাবতে পারিনি। খুবই ভালো লাগছে।' এরপরেই জানাল, 'আইন নিয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। যাতে মায়ের কোনও কষ্ট না থাকে।' সারাদিন বাড়ির বাইরে রোগী দেখাশোনার কাজ করেন মহিমার মা। উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ তাঁর সব পরিশ্রম, কষ্টকে সার্থক করেছে, এমনটাই বললেন তিনি।

কর্মশালা

খড়িবাড়ি, ১০ মে : চা চাষে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার একটি কর্মশালা হয়ে গেল খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে। নর্থবেঙ্গল গ্রিন লিফ এজেন্টস অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভারতীয় টি বোর্ডের সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মশালায় স্থানীয় ক্ষুদ্র চা চাষি, এজেন্ট, সার ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) সম্প্রতি চা উৎপাদনে অনুমোদিত কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহার নিয়ে টি বোর্ডকে সচেতন করে। তারপরই টি বোর্ড সবার সচেতনতা বাড়াতে এমন কর্মশালা করা শুরু করেছে। নর্থবেঙ্গল গ্রিন লিফ এজেন্টস অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বিশু দেব রায় জানান, চায়ে বেশ কিছু নিষিদ্ধ রাসায়নিক ও কীটনাশকের উপস্থিতির কথা জানিয়েছে এফএসএসএআই।

ইরকনের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন সাংসদের

সেবক-রংপো প্রকল্পে মৃত্যুতে তদন্ত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে ফের এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় 'গাফিলতি' নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ঘটনার পরই রেলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন সেবক বাজারের বাসিন্দারা। এবার প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন)-এর দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দার্জিলিংয়ের বিদায়ি সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিজেপি সাংসদ প্রশ্ন তোলার পরই ইরকনের ভূমিকার পাশাপাশি গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। যদিও রেলকর্তাদের বক্তব্য, 'যে কোনও অঘটনের ক্ষেত্রে তদন্ত করা হয়। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের ১ নম্বর টানেলের কাজে যুক্ত একটি ঠিকাদারি সংস্থার অফিস ঘর তৈরির সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মারা যান শম্ভু ছেত্রী (৪১)। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে তাঁর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।'

মৃত্যু পিছু ছাড়ছে না সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে। ১ নম্বর টানেলের কাজে যুক্ত সেবক বাজারের বাসিন্দা শম্ভুর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ১১ জন শ্রমিক মারা গেলেন প্রকল্পটির কাজ চলাকালীন। ১ নম্বর টানেলে রেললাইন পাতার কাজে যুক্ত ছিলেন শম্ভু। ইরকনের আধিকারিকদের বক্তব্য, যখন অফিস ঘর তৈরি বা কাজের সেটআপ তৈরি হচ্ছিল তখন একটি বড় ধরনের চলমান যন্ত্র লোহার বিমে ধাক্কা মারে। ফলে উপর থেকে কিছু চাঙড় ভেঙে পড়ে শম্ভুর উপর এবং তাঁর মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'প্রকল্পে কর্মরত সকল শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইরকনের মৌলিক দায়িত্ব। এই ধরনের অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়, যা দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়।' এই ধরনের ঘটনা যে তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, সেটাও স্পষ্ট করে দেন দার্জিলিংয়ের বিদায়ি সাংসদ।

চলমান যন্ত্র লোহার বিমে ধাক্কা মারায় চাঙড় ভেঙে শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

> প্রকল্পে কর্মরত সকল শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইরকনের মৌলিক দায়িত্ব। এই ধরনের অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়, যা দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়।
>
> **রাজু বিস্ট**

সূত্রের খবর, শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা জানার পরই ইরকনের সদর দপ্তর নয়াদিল্লি থেকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরকনের তরফে যে ঠিকাদারি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে, তার ভূমিকা খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরকনের সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দার সিং বলেন, 'কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, সবই আমরা খতিয়ে দেখছি। সেখানে থাকা অন্য শ্রমিক এবং ওই ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হবে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নতুন করে যাতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।'

ইরকনের পাশাপাশি রেলের তরফেও পৃথকভাবে তদন্ত করা হচ্ছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। যার জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে একটি দল গঠন করা হচ্ছে।

২ বাংলাদেশির দেহ পেল পরিবার

ফাঁসিদেওয়া, ১০ মে : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মানগছে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ছোড়া গুলিতে নিহত দুই বাংলাদেশি তরুণের কফিনবন্দি দেহ পরিবারকে তুলে দেওয়া হল। শুক্রবার ফুলবাড়ির বাংলাবান্ধা সীমান্তে বিএসএফ, বিজিবি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া মডেল থানার পুলিশকে দেহ তুলে দেয়।

মঙ্গলবার গভীর রাতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার মহম্মদ জলিল ও ইয়াসিন আলি কাঁটাতারের ওপারে গুলিবিদ্ধ হয়। পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাংলাদেশের তরফে ওই দুই তরুণ তাদের দেশের বলে জানানো হয়। এরপর দেহগুলি ফেরত চেয়ে আবেদন করা হয়। সেই মতো এদিন বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট থেকে দেহগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মৃত মহম্মদ জলিলের বাবা জুন্নু মিয়াঁ এবং ইয়াসিন আলির বাবা কিতাব আলি ছেলেদের দেহ শনাক্ত করেন। দেহ হস্তান্তরের সময় বিএসএফের ১৭৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট সুনীল কুমার, সার্কেল ইনস্পেকটর (নকশালবাড়ি) সৈকত ভদ্র, ফাঁসিদেওয়ার ওসি ইফতিকার উল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রমণের ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১০ মে : উত্তর ভারতের পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে এবার নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) থেকে ভারত গৌরব ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ১৮ মে এনজেপি থেকে ট্রেনটি রওনা দিয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন এবং অযোধ্যা।

উলটে গেল কনটেনার

নকশালবাড়ি, ১০ মে : রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল প্লাস্টিকবোঝাই কনটেনার। জখম হলেন খালাসি এবং চালক। শুক্রবার ভরদুপুরে ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর কিরণচন্দ্র চা বাগান এলাকায়। এদিন কনটেনারটি বাগডোগরা থেকে পানিট্যাঙ্কির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কিরণচন্দ্র চা বাগানের পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নীচে পড়ে যায় কনটেনার। ঘটনায় কনটেনারের ভেতরে থাকা চালক সোহন সিং এবং খালাসি আহত হয়।

দেহ উদ্ধার

চাকুলিয়া, ১০ মে : শুক্রবার চাকুলিয়ার বিলাতিবাড়ি এলাকায় রাস্তার ধার থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন সকালে এলাকার কিছু বাসিন্দা প্রথমে দেহটি দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মহিলার পরিচয় জানা যায়নি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ভোজনরসিক।। *হলদিবাড়িতে অর্ণত্রী দে'র ক্যামেরায়।*

ভুয়ো খবরের জেরে হতাশ মৎস্যশিকারিরা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১০ মে : ভুয়ো খবরের জেরে হতাশ হলেন হাজারখানেক মৎস্যশিকারি। শুক্রবার সকাল থেকে ফুলবাড়ি ব্যারেজে জল ছাড়ার খবর চাউর হয়। আর তা শুনেই সকাল হতে না হতেই ঘোষপুকুর, বেলাকোবা, রাজগঞ্জ সহ শিলিগুড়ি ও লাগোয়া এলাকাগুলি থেকে বহু মানুষ ব্যারেজে ভিড় করেন। নানা আকার, আয়তনের মাছ ধরার ছিপ, জাল, ব্যাগ সহ হরেক সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হন তাঁরা। লক্ষ্য, মহানন্দার জ্যান্ত মাছ। কিন্তু বিধি বাম! খালি হাতেই ফিরতে হল তাঁদের।

ফি-বছর এ সময়ে ব্যারেজ গেট খোলা হয়। সেই সময় ব্যারেজের একদিকে আটকে থাকা জল ছাড়া পেয়ে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। জল ছাড়লে প্রচুর মাছ মহানন্দা নদীর অন্য অংশে চলে আসে। আটকে থাকা জল চলে গেলে মাছ ধরতে সুবিধে হয়। এমন খবরের ভিত্তিতে মৎস্যপ্রেমীরা প্রতি বছর ফুলবাড়ি ব্যারেজে ভিড় করেন। কিন্তু এদিন তেমন কোনও নির্দেশ ছিল না। ব্যারেজ সূত্রে তেমনটাই খবর। অথচ বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর অবধি জল ছাড়ার খবর চাউড় হয়। ফলে, কেউ কাজ ফেলে, কেউ কাজ বন্ধ করে মাছ ধরতে চলে আসেন।

জটিয়াকালীর আব্দুর রহমান বলেন, 'শুনেছিলাম গেট খোলা হবে। তাই দিনমজুরির কাজে না গিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম। এসে দেখছি, একদিকে জল বেশি, অন্যদিকে আগের মতো জল নেই।' বেলাকোবার রাহুল দাসের কথায়, 'এসব দেখে বুঝতে পারি আজ আর মাছ

শূন্যহাতে ফিরছেন মৎস্যশিকারিরা। শুক্রবার।

পাওয়া যাবে না।' তিনি জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী। এদিন কাজ কামাই করেই উজিয়ে এসেছিলেন মাছ ধরতে। ঘোষপুকুরের অমল সিংহ এসেছিলেন বাড়তি রোজগারের আশায়। তাঁর কথায়, 'যখন যা কাজ পাই তাই করি। চা বাগানের পাতা তোলা, রাজমিস্ত্রি বা রংমিস্ত্রির সহযোগীর কাজও করি। খবর শুনে জাল নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম মাছ ধরে বাড়তি দু'পয়সা রোজগার হবে।' নিউ জলপাইগুড়ির কয়েকজন তরুণ এসেছিলেন শুধুমাত্র তাজা মাছ খাওয়ার আশায়। তাঁদের কথায়, বাজারের চালানি মাছ খেয়ে পেটে চরা পড়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম জ্যান্ত মাছ পাব, সেই লোভেই আসা। সবমিলিয়ে লকগেট খোলার ভুয়ো খবরে মাছপ্রেমীদের ফিরতে হলে শূন্য হাতে।

ফের পিএনটি মোড়ে বোমাতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ১০ মে : ফের পিএনটি মোড়ে বোমাতঙ্ক। এবারে সুতলি বাঁধা একটি বস্তু ঘিরে বৃহস্পতিবার হুলুস্থুল কাণ্ড বাধল। নিরাপত্তার স্বার্থে আটকে দেওয়া হয় রাস্তা। আসে বম্ব স্কোয়াড। তাঁদের তৎপরতায় শেষমেশ সেটি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় সূর্য সেন পার্কের পিছনের মহানন্দা চরে। সেখানে বস্তুটি খুলতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইচ্ছে করেই এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। কারণ, সুতলি কাটতেই বেরিয়ে আসে প্লাস্টিক মোড়া একটি বড় তুবড়ি। যদিও বারবার কেন পিএনটি মোড়ের রাস্তা ও লাগোয়া এলাকায় এমন বোমাতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে তা নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তিত প্রশাসন। তবে এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মজার করার পিছনে আসলে কোনও ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত নয় তো? এমন প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় প্রবীণরা। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় পুলিশ টহলদারি বাড়ানোর দাবিও উঠেছে। যদিও পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুরের দিকে পিএনটি মোড়ে লাগোয়া একটি গলির নালায় হঠাৎই সুতলি বাঁধা বোমার আকারের একটি বস্তুর দেখা মেলে। স্থানীয় বাসিন্দা আদিত্য মোদক বলেন, 'বিষয়টা নজরে আসার পরই পুলিশে খবর দিই।' কিছুক্ষণের মধ্যে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে চলে আসে। সুতলি বাঁধা ওই বস্তুটি দেখে পুলিশের মধ্যে ধন্দ দেখা দেয়। পুলিশকর্তাদের নির্দেশে স্থানীয় সহ ওই পথ ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় দুই মুখ দড়ি দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। খবর যায় বম্ব স্কোয়াডে। কিছু সময়ের মধ্যে তাঁরাও চলে আসে। কিছু সময়ের মধ্যে বস্তুটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় সূর্য সেন পার্কের পিছনে মহানন্দা চরে। বেশ কিছুক্ষণ

উদ্ধার করা বস্তু নিয়ে যাচ্ছে বম্ব স্কোয়াড। শুক্রবার।

বস্তুটি বালতির জলে ভিজিয়ে রাখার পর সুতলি খোলা শুরু হয়। বেশ কিছুটা সুতলি খোলার পর দেখা যায়, ভিতরে খবরের কাগজ দিয়ে একটি পলিথিন মোড়া। সেটি খুলতেই বেরিয়ে আসে একটি বড় তুবড়ি।

প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগেই এই রাস্তাতেই একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল। পরে দেখা যায় এক মহিলা গাড়িতে যাওয়ার সময় সেটি কোনওভাবে পড়ে গিয়েছিল। সেই ব্যাগ ঘিরেও বোমাতঙ্কের পাশাপাশি বিস্তর নাটক হয়েছিল। এলাকাবাসীদের কথায়, এখানকার অধিকাংশ গলিই ফাঁকা। তাই এমন একের পর এক কাণ্ড ঘটছে। পুলিশ প্রশাসনের এই জায়গাগুলিতে বাড়তি নজরদারির প্রয়োজন।

ঘটনাক্রম

- দুপুরের দিকে আচমকা ছড়ায় বোমাতঙ্ক
- গলির নালায় সুতলি বাঁধা বস্তু ঘিরে ছড়ায় শোরগোল
- বম্ব স্কোয়াড সেটি খুলে দেখে ভিতরে রয়েছে তুবড়ি
- বারবার কেন একই রাস্তায় এমন ঘটনা? উঠছে প্রশ্ন

এখনও আশায় মাটি চাপা পড়ে মৃত চার শিশুর পরিবার

আশ্বাস সত্ত্বেও অধরা ক্ষতিপূরণ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ মে : চোপড়ায় মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনার তিন মাস পরও বিজেপির রাজু বিস্ট ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ এখনও পেল না মৃতদের পরিবার। ঘটনার পর তড়িঘড়ি রাজ্যপাল ঘুরে যাওয়ার পর কেউ আর কোনও খোঁজখবরও নেননি বলে নিহতদের পরিবারের অভিযোগ। তবে তাঁরা স্বীকার করেছেন রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসকদল প্রতিশ্রুতিমতো ক্ষতিপূরণের অর্থ ইতিমধ্যে তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছে। যার পরিমাণ পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা।

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চেতনাগছ গ্রামে কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষা রাস্তার নীচে নালায় মাটি চাপা পড়ে একই গ্রামের চার শিশুর মৃত্যুতে গোটা রাজ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। ঘটনার পরদিন থেকে বিএসএফের গাফিলতির অভিযোগে গ্রামে টানা এক সপ্তাহ লাগাতার অবস্থান চালিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামে এসেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, গোলাম রব্বানি। এসেছিল সিপিএমের প্রতিনিধিদলও। সে সময় বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট ঘটনার পরের দিনই নিহতদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি প্রত্যেকের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

কথার খেলাপ

- এ বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি চোপড়া চেতনাগছে মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়
- পরের দিনই বিজেপি সাংসদের পরিবার পিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা
- ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের পরিবার পিছু এক লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা
- দুজনের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ না মিললেও তৃণমূল ও রাজ্য সরকার পাঁচ লাখ করে দেয়

২০ ফেব্রুয়ারি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি মৃত শিশুদের বাড়ি গিয়ে বাবা-মা সহ পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। মৃতদের পরিবার পিছু রাজ্যপালের তহবিল থেকে এক লাখ টাকা করে তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ফলাও করে ঘোষণা করেন। রাজ্যপাল ফিরে যাওয়ার দিনেই আন্দোলন গুটিয়ে নেয় তৃণমূল।

জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘটনার একদিন পরই পরিবার পিছু তিন লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। পরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। মৃতদের পরিবার থেকে জানানো হয় রাজ্যের মন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছিল। মৃত এক শিশুর বাবা সমিরুল ইসলাম জানান, তাঁরা দোষীদের শাস্তি চাইছেন। আর এক মৃত শিশুর দাদা জয়নাল আলম জানান, তাঁরা এখনও রাজ্যপাল ও রাজু বিস্টের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ পাননি। এ ব্যাপারে কেউ কোনও যোগাযোগও করেনি। এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি তথা চোপড়া বিধানসভার আহ্বায়ক অসীম বর্মন জানান, সম্ভবত ভোটের জন্য বিদায়ি সাংসদ বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি রাজু বিস্টকে মনে করিয়ে দেবেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে রাজ্যপালের ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোনও খবর নেই বলে জানা গিয়েছে।

চোপড়ায় ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১০ মে : এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। চোপড়া থানার মরিচাগছ গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম আসমা খাতুন (২১)। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় সে হতাশ হয়ে পড়েছিল। বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকেই তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পরীক্ষায় ফেল করায় সে সম্ভবত হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সে স্থানীয় আসারুবস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসায় পড়ত। অনলাইনে রেজাল্ট ডাউনলোড করে অকৃতকার্য হয়েছে জানার পরই সম্ভবত তাকে হতাশা গ্রাস করে। চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ বলেন, 'দেহটি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

অল্পের জন্য বাঁচল নকশালবাড়ি বাজার

নকশালবাড়ি, ১০ মে : এবার অল্পের জন্য রক্ষা পেল নকশালবাড়ি বাজার। গতবছর পুজোর আগে বাজারে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে ৪০টি দোকানের যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। শুক্রবার সেরকমই একটা বড় দুর্ঘটনা হওয়া থেকে বাঁচলেন ব্যবসায়ীরা।

এদিন দুপুরে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সঞ্জীব সাহার খাটালে রাখা খড়ের গাদা থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। টের পেতেই আশপাশের দোকানদাররা বালতি ভর্তি জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। নকশালবাড়ি দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিনও ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে গিয়ে সবটা খতিয়ে দেখেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, খাটালের চারদিকে একশোটির উপরে দোকান এবং বাড়িঘর রয়েছে। শনিবার সাপ্তাহিক হাটের দিনে প্রচুর ব্যবসায়ী ত্রিপল টাঙিয়ে দোকান নিয়ে বসেন। শুক্রবার তেমন ভিড় ছিল না। তাই বড় ক্ষয়ক্ষতি হওয়া থেকে বেঁচে যান ব্যবসায়ীরা।

এদিকে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বারবার বাজারে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের ভ্রূক্ষেপ নেই। বাজারের কোনও দোকানে নেই অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। গতবছর পুজোর আগে ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকার মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও শিক্ষা হয়নি প্রশাসন কিংবা ব্যবসায়ীদের। এদিন অগ্নিকাণ্ডের সময় দোকানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অভিজিৎ সিনহা। তিনি বলেন, 'যেভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল, আমরা সকলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অনেকে দোকান থেকে জিনিসপত্র বের করে আনেন। কোনও দোকানে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টা এবার প্রশাসনের দেখা দরকার।'

নকশালবাড়ি দমকল দপ্তরের ওসি সুধীর টোপ্পো বলেন, 'নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতিকে বহুবার প্রতিটি দোকানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু কেউই কথা শোনে না। আমরা এর মধ্যে আবার ব্যবসায়ী সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বসব।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষও একই কথা বললেন।

বৈঠক

বাগডোগরা, ১০ মে : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে দলীয় কর্মীরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেজন্য তাঁদের অভিনন্দন জানালেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। শুক্রবার পানিঘাটা রোডে এক বেসরকারি ভবনে এ সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে প্রতিটি বুথের সভাপতি সহ দলের সমস্ত স্তরের কর্মীদের লোকসভা নির্বাচনে আন্তরিকভাবে প্রচার করার জন্য সভানেত্রী অভিনন্দন জানান।

জায়গা বদল

চোপড়া, ১০ মে : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জায়গা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই সমস্যা চলছিল। অবশেষে শুক্রবার দুটি শিক্ষাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হল ওই দুটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল জানিয়েছেন, গোয়াবাড়ি গ্রামে যে বাড়িতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চলত, সেটি এখন গোয়াবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে চলবে। অন্যদিকে, ঠুনঠুনিয়া গ্রামে যে বাড়িতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চলত, সেটি নিমতলা প্রাইমারি স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অঙ্কিতাকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন শিক্ষকরা।

নকশালবাড়ি ব্লকে সেরা অঙ্কিতা

মায়ের গাইডেন্সে মেয়ের সাফল্য

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১০ মে : উত্তর দয়ারামজোতে দু'কামরার টিনের চালের বাড়ি। এখানে থেকেই দিনরাত পড়াশোনা করেছে সে। প্রাইভেট টিউশনে পড়লেও পড়াশোনায় সবসময় গাইড হিসেবে মা-কে পেয়েছে সে। সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেই নকশালবাড়ি ব্লকে সেরা অঙ্কিতা ধর। অসচ্ছল পরিবারের মেয়ে অঙ্কিতার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩।

কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করতে চায় অঙ্কিতা। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে অধ্যাপনা করার স্বপ্ন রয়েছে তার। ইতিমধ্যেই মাটিগাড়ায় একটি বেসরকারি কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে সে। তবে এতকিছুর মাঝেও তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভালো নম্বর পেয়েও শেষমেশ পরিবারের আর্থিক অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো তার পড়াশোনায়? এই চিন্তায় আপাতত সামান্য কুঁকড়ে রয়েছে সে।

নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের ছাত্রী অঙ্কিতা দুই বছর আগে মাধ্যমিকে ৬৩৩ নম্বর পেয়ে এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। এরপর কলা বিভাগে ভর্তি হয় সে। দুই বছর কোনওমতে টাকা-পয়সা জোগাড় করে পড়াশোনা চালিয়েছে। বাবা অজিত করের বয়স ৬০ ছুঁইছুঁই। খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কিতে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করেন তিনি। সামান্য রোজগার। মা সীমা কর বাড়ির কাজ সামলান। অভাবের মধ্যেও তার উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে ধারাবাহিকতার ছাপ স্পষ্ট।

অঙ্কিতার মা নিজে বিএ পাশ। তাই মেয়ে স্কুল থেকে ফিরলে তার পড়াশোনায় গাইডের ভূমিকা পালন করতেন মা। কোনও বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলেই মায়ের শরণাপন্ন হয়েছে অঙ্কিতা। ইংরেজিতে ৯২, ভূগোলে ৯৭, রাষ্টবিজ্ঞানে ৯৪, শারীরশিক্ষায় ৯২ এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে ৯৮ নম্বর পেয়েছে সে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীতীশ ঘোষ সহ অন্য শিক্ষকরা তার বাড়িতে গিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

উচ্চমাধ্যমিক

মায়ের পাশাপাশি অঙ্কিতার বাবাও তাকে সহযোগিতা করেছেন। অঙ্কিতা বলছে, 'বাবা প্রতিদিন দোকানের কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে আমার পড়াশোনার খোঁজ নিতেন। স্কুলের শিক্ষকরাও আমায় সাহায্য করেছেন।' অঙ্কিতার মা বলছেন, 'মেয়ের স্বপ্নপূরণে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমি বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারিনি। কিন্তু চাই মেয়ে যাতে পড়াশোনা করে ভালো জায়গায় যায়।'

স্কুলভিত্তিক ফলাফল (উচ্চমাধ্যমিক)

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ২৬৬, উত্তীর্ণ : ২৫১, প্রথম বিভাগ : ১৪১, সর্বোচ্চ : **পূর্ণানন্দ দত্ত (৪৭৮)**

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় : মোট পরীক্ষার্থী : ৩৬৫, উত্তীর্ণ : ৩৫২, প্রথম বিভাগ : ২৩৬, সর্বোচ্চ : **জুনাইনা পারভিন (৪৮২)**

হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয় : মোট পরীক্ষার্থী : ১৪১, উত্তীর্ণ : ১৩১, প্রথম বিভাগ : ৬৫, সর্বোচ্চ : **মহিমা পাল (৪৬৬)**

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, মোট পরীক্ষার্থী : ৩১৬, উত্তীর্ণ : ৩১০, প্রথম বিভাগ : ২৫৬, সর্বোচ্চ : তনিমা বসাক (৪৭৮)

শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ২৫১, উত্তীর্ণ : ২৪৩, প্রথম বিভাগ : ১২৮, সর্বোচ্চ : **রানা পাল (৪৭৭)**

কবি সুকান্ত হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ৮২, উত্তীর্ণ : ৬২, প্রথম বিভাগ : ৮, সর্বোচ্চ : **প্রিয়াংকা সিংহ (৩৪৩)**

শক্তিগড় হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ২১৭, উত্তীর্ণ : ১৮৪, প্রথম বিভাগ : ৮৭, সর্বোচ্চ : **ওঙ্কার মণ্ডল (৪৮০)**

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ২৬৭, উত্তীর্ণ : ২০৫, প্রথম বিভাগ : ২৭, সর্বোচ্চ : **জ্যোতি রায় (৪০৩)**

মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংরেজি হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ৪১৯, উত্তীর্ণ : ৩৮৭, প্রথম বিভাগ : ২৩৩, সর্বোচ্চ : **সোমদত্তা দাস (৪৮৩)**

ওলটাল ট্রেলার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : শুক্রবার সকালে উত্তরকন্যা সংলগ্ন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে একটি ১৬ চাকার ট্রেলার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফ্রিজভর্তি ট্রেলারটি উত্তরপ্রদেশ থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকার কাছে এসে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

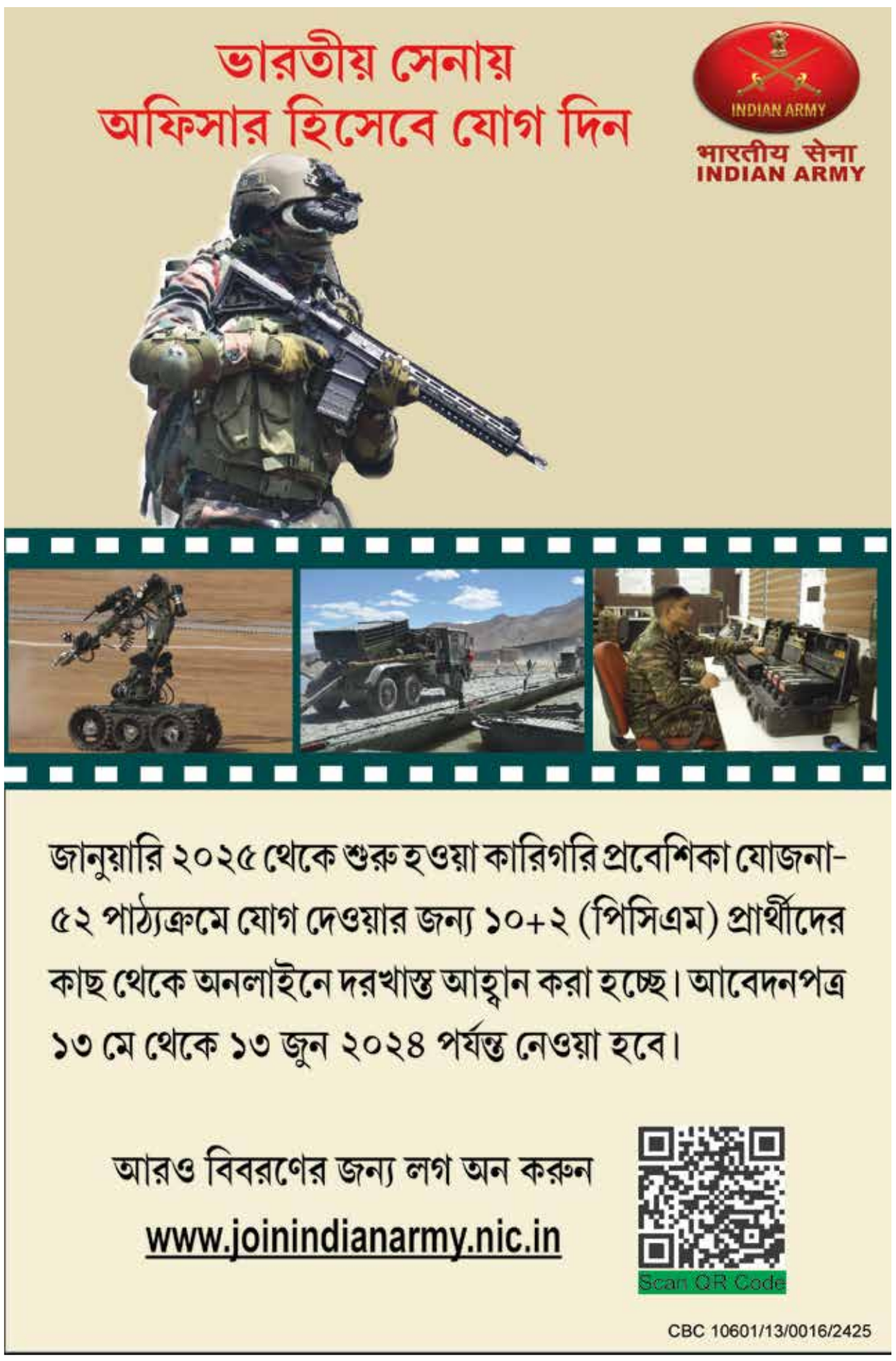

শনিবার, ২৮ বৈশাখ ১৪৩১, ১১ মে ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩৫১ সংখ্যা

ভাষ্য বদলের রহস্য

নরেন্দ্র মোদির সরকারকে শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং মুকেশ আম্বানির সরকার বলে গত ১০ বছরে নিরন্তর আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ওই শিল্পপতিদের আঁতাত নিয়ে অভিযোগ তোলার পাশাপাশি আদানি-আম্বানির ব্যাপারে মোদির একটিও শব্দোচ্চারণ না করা নিয়েও বারবার প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তেলেঙ্গানায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মুখে আদানি ও আম্বানির নাম শোনা গেল। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন ঘোষণার পর রাতারাতি আদানি-আম্বানিকে নিয়ে বলা বন্ধ করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

ওই শিল্পপতিরা বস্তা ভর্তি কালো টাকা টেম্পোয় ভরে কংগ্রেসকে দিয়েছেন বলে প্রচার করলেন মোদি। যিনি গত ১০ বছরে একটিবার আদানি-আম্বানির নামোচ্চারণ করেননি, তাঁর মুখে এমন কথা জনপরিসরে চর্চার ঢেউ তুলেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, রাহুলের লাগাতার সমালোচনার জেরে আদানি-আম্বানিকে নিয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। যেটা এক অর্থে রাহুলের সাফল্য। তবে মোদির এই দুই শিল্পপতির নাম নিয়ে কথা বলার কারণ নিয়ে রহস্য বেড়েছে।

ওই দুই শীর্ষ শিল্পপতির সঙ্গে মোদির ঘনিষ্ঠতার শুরু তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন। মোদি জমানায় আদানির সম্পত্তির ফুলেফেঁপে ওঠা, দেশের সিংহভাগ সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, কয়লাখনিতে আদানিদের একচেটিয়া কারবার গড়া নিয়ে বারবার সংসদের ভিতরে-বাইরে সোচ্চার হয়েছেন রাহুল। সন্দেহ নেই যে, এখন হঠাৎ মোদির ডাল মে কুছ কালা হ্যায় বলে চিলচিৎকার আসলে ভোটে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতেই।

তাতে অবশ্য কংগ্রেস পালটা প্রচারের সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। যেমন রাহুল, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা বলতে শুরু করেছেন, আদানি-আম্বানিদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ সত্যি হলে অনতিবিলম্বে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তদন্ত করানো উচিত। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে, লোকসভা নির্বাচনের তিন দফায় বিপদ আঁচ করছেন তিনি। ক্ষমতা চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় তিনি এসব বলতে শুরু করেছেন। এটাও ঘটনা যে, প্রধানমন্ত্রী এবার নির্বাচনি প্রচারের গোড়া থেকে কংগ্রেসকে নিয়ে কিছু অবাস্তব, এমনকি সত্যির বিপরীত কথাবার্তা বলছেন।

রাজনৈতিক আক্রমণের বদলে প্রধানমন্ত্রী কখনও বলছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে উত্তরাধিকার কর আরোপ করে দেশের মানুষের সম্পত্তি কেড়ে নেবে, কখনও বলছেন, কংগ্রেস তপশিলি জাতি-আদিবাসী ও ওবিসিদের সংরক্ষণ তুলে মুসলিমদের দেবে। আদানি-আম্বানিদের কালো টাকা রাহুল গান্ধির নেওয়া ওই ধরনের মন্তব্যের তালিকায় নতুন সংযোজন।

কংগ্রেসের ৫৫ বছরের কার্যকলাপের খতিয়ান বলতে মোদি অনেক সময় নিচ্ছেন। তাঁর সরকারের গত ১০ বছরের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে শোনা যাচ্ছে না তাঁকে। দ্রব্যমূল্যের আগুন দর নিয়ে কোনও কথা নেই বিজেপির মুখে। নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে দলের ভাঁড়ারে সঞ্চিত কোটি কোটি টাকা সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী নীরব। প্রতি বছর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হুহু করে বাড়লেও তাঁদের সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা মোদির ভাষণে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাহুলকে অপরিণত, অপটু রাজনীতিবিদ, শাহজাদা বলে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বিজেপি। কিন্তু বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তিনি যেসব কথা বলছেন, তার মোকাবিলায় তেমন কিছু থাকছে না দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রচারে। চড়া মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামলাতে আমজনতাকে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ে হাত দিতে হচ্ছে। ব্যাংকের খাতায় বাড়ছে ধারের পরিমাণ। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের রোডম্যাপ নিয়েও চুপ প্রধানমন্ত্রী।
বিরোধীদের গালমন্দ এবং মনগড়া প্রচার কখনও দেশের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে কাম্য হতে পারে না। এ ধরনের প্রচার রাজনৈতিক ভাষ্যও নয়।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল,কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ে প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর। ইহার চাইতে বড়ো জনসেবা আর কিছু নাই।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

হৃৎপিণ্ডের রাজনীতিতে নারীরাই ব্রাত্য

ইন্দিরা, সরোজিনী, সুচেতা যে রাজ্যে চুটিয়ে রাজনীতি করেছেন, সেখানে মহিলা রাজনীতিক দেখাই যায় না আর।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

লখনউয়ে গোমতী নদীর দু'পাড় বাঁধিয়ে দেওয়া এখন। একটা ব্রিজ থেকে আর একটা ব্রিজ। হাঁটতে হাঁটতে বিভ্রম হয়, এত জল কোথা থেকে এল আগের সেই শুকনো নদীতে?

ব্রিটিশদের বিখ্যাত রেসিডেন্সি থেকে বেশি দূরে নয় গোমতী তীর। একদিন সেখানে গিয়ে দেখি বিশাল বড় হনুমানের মন্দির হয়েছে নদী তীরে। হয়তো ছিলই আগে। সেটাকে বাড়িয়ে অন্যরকম করা হয়েছে। দেখার মতো প্রেক্ষাপট। এবং সেখানে নারীদেরই ভিড়। আর কমবয়সিরা। কিছুক্ষণ আগে রেসিডেন্সির বিশাল চত্বরে মুসলিম ছেলেমেয়েরা জুটি বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং এখানে কপালে শ্রীরাম লেখা তিলক সবার। কাছেই কোথাও সরোজিনী নাইডুর শেষকৃত্য হয়েছিল। এক মাইল লম্বা শোকযাত্রায় মানুষ উপচে পড়েছিল। নেহরু, লেডি মাউন্টব্যাটেন, গোবিন্দবল্লভ পন্থ সহ অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন লখনউয়ের রাজপথে।

উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম থেকে পুবে আসতে আসতে গরমের তীব্রতা পালটে যেতে থাকে। পালটে যেতে থাকে লোকের ভাষা এবং বেশভূষা। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট হয় না। উত্তরপ্রদেশে আর মহিলা নেত্রী উঠে এল না কেন? রাজ্যজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রিয়াংকা গান্ধি এবং মায়াবতী। তাঁদের দুজনের খবর এখানকার ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু কাগজে বেরোচ্ছে নিয়মিত। এই দুজনকে ব্যতিক্রমীই ধরতে হবে। কেন সেটা পরে বলা যাবে। বাস্তব হল, যে রাজ্য দেশকে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিল, সে রাজ্যে আজ মহিলা নেতার আকাল।

সুচেতা কৃপালনী বাঙালির এক চিরস্মরণীয় গর্বের নাম। উত্তরপ্রদেশে তিন নম্বর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনিই। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। সেই রাজ্যেই আজ কোনও নেত্রীর নাম খুঁজতে হিমসিম খেতে হবে। তখনকার দিনে দুই ব্রাহ্ম বাঙালি তরুণী সাড়া ফেলেছিলেন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে। অরুণা আসফ আলি এবং সুচেতা কৃপালনী। দুজনেই তাঁদের থেকে কুড়ি বছরের বড় কংগ্রেস নেতাকে বিয়ে করেছিলেন। পরিবারে উঠেছিল ঝড়। সুচেতার সময় তো গান্ধিজি নিজেই আপত্তি করেছিলেন প্রথমে। সেই সুচেতা প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্যে।

সুচেতার আমলে রাজ্যের সরকারি কর্মীরা ৬২ দিনের ধর্মঘট করেছিলেন বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। সুচেতা ছিলেন অটল। কড়া প্রশাসক হিসেবে তাঁর নাম ভারতীয় রাজনীতিতে উজ্জ্বল। সরকারি কর্মীদের নেতারা তখন তাঁর কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হন।

শুধু এই দুজনই নন। ইন্দিরা গান্ধি, সরোজিনী নাইডু- দুজনকেই উত্তরপ্রদেশের মেয়েই ধরতে হবে। একজন প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, একজন প্রথম মহিলা রাজ্যপাল।

এখানেই প্রশ্ন জাগছে, উত্তরপ্রদেশে এমন মহিলা মুখ গেল কোথায়?

মায়াবতীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে একেবারে টিলেঢালা, তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। আগ্রার দিকে তাঁর সমর্থক অনেক বেশি। দলিতদের রাজধানী বলা হয় আগ্রা অঞ্চলকে। সেখানেই অনেককে প্রশ্ন করতে শুনলাম, বহিনজির পরে কে দলিত নেতা হবেন? তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিজেপি না অবিজেপি, কোন পথে যাওয়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরই তিনি খুঁজে পাননি। বেশ দ্বিধাগ্রস্ত। ভাইপোকে নিজের উত্তরসূরি তৈরি করছিলেন। সেখানেও মায়া ধাক্কা খেয়েছেন। মায়াবতী চারবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। মেয়াদগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন, একবার বাদে কোনওবার স্থিরতা ছিল না। ১৯৯৫ সালে ১৩৭ দিন, ১৯৯৭ সালে ১৮৪ দিন, ২০০২ সালে এক বছর ১১৮ দিন, ২০০৭ সালে ৪ বছর ৩০৭ দিন।

বহুজন বলতে তিনি যাঁদের কথা বলতেন, সেই অনুন্নত জাতি, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মুসলিম ভোটাররা এবার বুঝতে পারছেন, মায়াকে ভোট দিয়ে লাভ নেই। কেন্দ্রেও তিনি নেই, বিধানসভাতেও নয়।

প্রিয়াংকা গান্ধির সমস্যাটা অন্য। এই লোকসভাই ছিল তাঁর নিজেকে চেনানোর সেরা উপায়। তিনি সেখানেই দাঁড়াতে পারলেন না। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ভক্ত বলতে সামান্য কিছু লোক পড়ে রয়েছে রায়বেরেলি এবং আমেথিতে। তাঁরাও অবাক, প্রিয়াংকা এবারও ভোটে না দাঁড়ানোয়। হারের জন্য এত ভয়? অবশ্য প্রিয়াংকা নয়াদিল্লিভিত্তিক রাজনীতিতেই ব্যস্ত। উত্তরপ্রদেশে পুরো সময় দেওয়ার বান্দা তিনি নন।

লখনউতে ১৯৫১ সালে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। ১৯৫৫ সালে শেওরাজবতী নেহরু- তিনিও নেহরুর আত্মীয়। পরে তিনবার উত্তরপ্রদেশের রাজধানী থেকে সাংসদ হন শীলা কল। নেহরুর শ্যালকের স্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধিদের মামি। সেই লখনউতে এবার একজন মহিলা প্রার্থী দাঁড়াননি। ১৯৫১ থেকে ১৮ বার নির্বাচন হচ্ছে এনিয়ে। পাঁচবার এমন পরিস্থিতি হয়েছে। ১৯৮৯ সালের পর এই প্রথম। কেন মহিলারা প্রার্থী হচ্ছেন না, এ নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা কথা বলেছিলেন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকদের সঙ্গে। কেউই স্পষ্ট করে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ভাসা ভাসা উত্তর এসেছে। স্বাধীনতার পরে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মহিলারা রাজনীতিতে এসেছেন। তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। সেটা তাঁরা রাজনীতিতে কাজে লাগিয়েছেন। এখন সেটা আর কেউ কাজে লাগাতে পারছেন না।

উত্তরপ্রদেশে একটা সময় রীতা বহুগুণা যোশি খুব নাম করেছিলেন। জাঁদরেল নেতা, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুণার মেয়ে রীতা ২৪ বছর কংগ্রেসে কাটিয়ে ২০১৬ সালে বিজেপিতে নাম লেখান। গতবার যোগী মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী ছিলেন। আর নেই। গতবার প্রয়াগরাজ থেকে সাংসদ হন। এবার সেই জায়গায় নীরজ ত্রিপাঠী বলে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। লখনউতে সবাই রীতার নামটা জানেন। এবং সবাই ধরে নিয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ যোগীর উত্থানে।

> **লখনউতে এবার একজনও মহিলা প্রার্থী নেই। ১৯৫১ থেকে ১৮ বার নির্বাচন হচ্ছে এনিয়ে। পাঁচবার এমন পরিস্থিতি হয়েছে। ১৯৮৯ সালের পর এই প্রথম। কেন মহিলা প্রার্থী হচ্ছেন না, এ নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা কথা বলেছিলেন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকদের সঙ্গে। কেউই স্পষ্ট কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। স্বাধীনতার পরে উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলারা রাজনীতিতে এসেছেন। তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অভিজ্ঞতা ছিল। সেটা তাঁরা রাজনীতিতে কাজে লাগিয়েছেন। এখন সেটা নেই।**

যোগী মন্ত্রীসভায় মহিলারা খুব একটা গুরুত্ব পান না। বেবি রানি মৌর্য নামে ক্যাবিনেট মন্ত্রী আছেন। তিনি যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা দেখা যায় না। আগ্রার মেয়র হিসেবে কাজ করার পর উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। রাজ্যপাল মানে তো রাজনীতি থেকে অবসর। কোথায় কী? মেয়াদ শেষ হওয়ার দু'বছর আগেই তিনি রাজ্যপাল পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এখন বেবি রানি হয়ে গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী। নারীকল্যাণমন্ত্রী, একজন নারীকে দিতেই হবে। তাই হয়তো দায়িত্ব পেয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে মহিলা ভোটার ৭ কোটিরও বেশি। তাঁদের আশীর্বাদের জন্য মরিয়া সব দলই। প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই কি মহিলাদের গুরুত্ব দিচ্ছে সব পার্টি। যোগী ছেড়ে দিন। সোনিয়া-প্রিয়াংকার পার্টিতেও কোনও দ্বিতীয় সারির নাম উঠে আসছে না। গত বিধানসভা ভোটের আগে প্রিয়াংকা বলেছিলেন, চল্লিশ শতাংশ মহিলা প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। পার্টির তরফে স্লোগান উঠেছিল- লড়কি হু, লড় সকতি হু। দু'বছর পরে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

অখিলেশ যাদবের পার্টিতেও এক পরিস্থিতি। অখিলেশ কাউকে না পেয়ে গতবার দাঁড় করিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহার স্ত্রী পুনমকে। তিনি এখন তৃণমূলে। তিনবারের সাংসদ স্ত্রী ডিম্পলকে অখিলেশ প্রার্থী করেছেন আবার। ২১ বছরের মেয়ে অদিতিকেও প্রচারে নামিয়েছেন। এই এক বয়সে ডিম্পল বিয়ে করেছিলেন অখিলেশকে। প্রথমে মুলায়ম ছেলের বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন। মুলায়মের মা মূর্তি দেবীর হস্তক্ষেপে বিয়েটা হয়। এসেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্নার মতো সুপারস্টার। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। তবে যা দাঁড়াচ্ছে, মহিলা নেতাদের উত্থান উত্তরপ্রদেশের কোনও পার্টিতেই নেই।

গ্রাম থেকে শহর ঘুরলে কিন্তু দেখা যাবে, অনেক জায়গাতেই প্রধান ভূমিকা নিচ্ছেন মহিলারা। লখনউয়ে পিকাডেলি হোটেলের পাশের এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে দেখলাম, মালিক মহিলা। কাউন্টারেও সব মহিলা। তাজমহলে ঢোকার মুখে দুটো প্রবেশদ্বারের সামনে, মহিলারা ঘুরে ঘুরে জিনিস বিক্রি করছেন। ফতেপুর সিক্রির সামনে পর্যন্ত নমাজের চাদর বিক্রি করছেন মহিলারা। রায়বেরেলিতে গিয়ে শুনলাম, সেখানে জেলা শাসক মহিলা। ডিভিশনাল কমিশনারও তাই। লখনউয়ের নামী বাঙালি চিকিৎসক শুভাশিস মুন্সী বলছিলেন, 'আমলা হিসেবে রাজ্য সরকারে বেশ কয়েকজন মহিলা নাম করেছেন। ডাক্তারদের মধ্যেও মেয়েরা চোখ টানছেন।'

কথা বলতে বলতে মনে হল, শুধু উত্তরপ্রদেশ কেন, মধ্যপ্রদেশেরও তো এক দশা। মায়াবতী, রীতা বহুগুণাদের মতো উমা ভারতীতেও সেখানে ভাটার টান। প্রিয়াংকা কী বলেন?

আজ

১৮৮৫

১৮৮৫ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন বাঙালি মনীষী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৮৪

স্প্যানিশ ফুটবলার আন্দ্রে ইনিয়েস্তার জন্ম ১৯৮৪ সালের আজকের দিনে।

আলোচিত

আকবরপুর নাম উচ্চারণ করতে কেমন একটা দ্বিধা হয়। নামটা শুনলে মুখের স্বাদ চলে যায়। এসব কিছুর বদল হওয়া দরকার। দাসত্বের চিহ্নগুলি মুছে ফেলতে হবে, নিজেদের ঐতিহ্যকে সম্মান দিতে হবে।
- যোগী আদিত্যনাথ

ভাইরাল/১

বাস-ট্রেন নয়, এবার প্লেনের সিট নিয়ে দুই যাত্রীর মধ্যে মারামারির ভিডিও ভাইরাল। তাইওয়ান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার সময় দু'জন যাত্রীর মধ্যে সিট নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধে। কথাকাটাকাটি গড়ায় ঘুসোঘুসিতে। বিমানকর্মীরা তাঁদেরকে থামানোর চেষ্টা করেন। পরে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভাইরাল/২

মায়ের মতো সন্তানের যত্ন কেউ নিতে পারে না। উত্তর ক্যারোলিনার জঙ্গলে রাস্তা পার হচ্ছিল একটি মা ভালুক। রাস্তা পারাপারের আগে চারপাশে দেখে নেয় সে। ইশারা করতেই তাকে অনুসরণ করে দুই ছানা। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল সেই ভিডিও।

জেমস লাভলকের উপন্যাস ও চা শিল্প

'গাইয়া'র প্রতিশোধ মনে পড়ে বারবার। অনেকদিন আলোচনাতেও কাজ হচ্ছে না। উত্তরের চা শিল্পে গভীর সংকট আসন্ন।

পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

বেশ কয়েক দশক ধরেই উত্তরবঙ্গ সহ সমগ্র চা শিল্পের ক্রমাবনতির লক্ষণ এবং তার প্রতিকার নিয়ে নানা আলোচনা চলেছে। নেওয়া হয়েছে নানা ব্যবস্থাও। কিন্তু, উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের পূর্ববর্তী চেহারা কখনও ফেরেনি। এদিকে সংগঠিত চা শিল্পের পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে অসংগঠিত ফ্যাক্টরি। উঠে গিয়েছে চা উৎপাদনের জন্য জমির উপর বিধিনিষেধ। অনেক সাধারণ চাষি, এমনকি বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারেরও, নিজের জমিতে উৎপাদন করতে শুরু করেছেন চা পাতা। কোনও বিশেষ গুণমানতা বিচার না করেই ফ্যাক্টরিগুলি চা কিনে তা বাজারজাত করে চলেছে। তাই সংগঠিত চা শিল্প অর্থাৎ চায়ের বাগানগুলি এবং তাদের উপর নির্ভরশীল চা শ্রমিকরা এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

শিলিগুড়ি নিলামজাত চায়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর (২০২২-'২৩) উত্তরবঙ্গে চায়ের উৎপাদনের ৯১ শতাংশের বিক্রয়মূল্য ছিল ২০০ টাকা বা তার নীচে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬০ শতাংশ। তবে এই হিসাবের মধ্যে নিলামবহির্ভূত চা নেই। উপরোক্ত পরিসংখ্যান পরিষ্কার বলে দেয় যে চা পানকারীদের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। চা শিল্পের সঙ্গে আজীবন যুক্ত টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার স্থানীয় সম্পাদক রাম অবতার শর্মার কথায়, গ্রামগঞ্জে অনেক দিনমজুর বা প্রান্তিক মানুষ হয়তো একবেলা চায়ের সঙ্গে রুটি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। এই পরিসংখ্যান প্রশ্নের মুখে এনে দেয় অতি সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারি তথ্য- ভারতের মাত্র

৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে- তার সত্যতা। রাম অবতারের কথায় জানা গেল, ১ একর জমি থেকে চাষি খুব বেশি হলে বছরে ৩০-৩৫ কুইন্টাল চা পাতা উৎপাদন করে। এক বিঘা জমিতে চাষি তাহলে উৎপাদন করবে ১০-১২ কুইন্টাল চা, যার দাম সে পাবে (নিলামে যে চা ২০০ টাকায় বিক্রয় হবে সেই চায়ের দাম মূল চাষি পাবে হয়তো ১২০ টাকা) বছরে ১,২০,০০০ টাকা। এর থেকে লাভ হবে খুব বেশি হলে (৩০ শতাংশ ধরলেও) বছরে ৩৬,০০০ টাকা। তাহলে বিকল্প চাষ পরিত্যাগ করে চা চাষে তার লাভ কী?

তাহলে লাভ করছে কারা? এক ক্ষেত্র সমীক্ষা অনুযায়ী, ৬০ শতাংশ মানুষ ব্র্যান্ডেড চা পছন্দ করেন, যার বিপণন নিয়ন্ত্রণ করছে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীরা। এরাই নিয়ন্ত্রণ করছে চায়ের বাজার। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা, বৃষ্টির অভাব এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মার্চ মাসের শেষপর্যন্ত (ফার্স্ট ফ্লাশ চা, যা থেকেই সবচেয়ে বেশি হারে আয় হয়) চায়ের উৎপাদন একই সময়ে গত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম হয়েছে, প্রতিকূল জলবায়ুর প্রভাবে। দুইটি সুসংগঠিত চা বাগান কূর্তি এবং ভগৎপুর বাগানে এই হ্রাসের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ছিল। অনেক বাগানে চা গাছে কোনও পাতাই নেই। বর্তমানে সপ্তাহে তিন-চারদিন করে কাজ করছে শ্রমিকরা সেই সব বাগানে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন চা বাগানের শ্রমিকরা গত আড়াই মাস বেতন না পাওয়ায় বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ প্রকৃতিকে নিয়ে মানুষের যথেচ্ছাচার। জেমস লাভলক-এর উপন্যাস 'দ্য রিভেঞ্জ অফ গাইয়া' (ধরণীমাতার প্রতিশোধ)-এর প্রতিপাদ্যকে তাই নতমস্তকে মেনে নিতে হয়। এই প্রবণতা চলতে থাকলে চা শিল্পে এ বছর ঘোর দুর্দিন আসতে চলেছে।

(লেখক প্রবন্ধকার, আলিপুরদুয়ারের ভূমিপুত্র)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

উত্তরের পাঁচালি

বেহালায় বুঁদ

রঘুনাথ কর্মকার

বেহালার সুরের টান সর্বজনীন। আর এই সুরেই রায়গঞ্জকে মাতিয়ে রেখেছেন ৫৭ বছর বয়সি রঘুনাথ কর্মকার। জীবনবিমা কর্মী। এখন জীবনের সুখের সুর শোনা গেলেও ছোটবেলায় কিন্তু ছিল ঠিক উলটোটাই। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে রঘুর বড় হওয়া। ছোটবেলায় মা-বাবার মৃত্যুতে জীবনের সুর হারান। পরিস্থিতির মোকাবিলায় শক্ত হাতে যন্ত্রে সুরারোপের চেষ্টা। রায়গঞ্জের লোকশিল্পী তরণীমোহন বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় বেহালার প্রতি অনুরাগ। প্রথম দিকে শিখেছিলেন মালদার গুরুপদ বাউল আর রায়গঞ্জের তবির সাহার কাছে। বর্তমানে শিখছেন শিলিগুড়ির দূরদর্শনখ্যাত বেহালাশিল্পী সুজন অধিকারীর কাছে। প্রায় ২৭ বছর ধরে ভায়োলিনের তারের সঙ্গে সখ্য। গড়েছেন রায়গঞ্জ ভায়োলিন গ্রুপ। সাত বছর ধরে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেহালার সুর ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এতেই খুজেঁ পান জীবনের আনন্দ। **- সুকুমার বাড়ই**

ক্যারাটেতে প্রাণ

অম্বিকা হালদার।

অম্বিকা হালদার গঙ্গারামপুর পশ্চিম হালদারপাড়ার বাসিন্দা। তৃতীয় শ্রেণির এই ছাত্রী সবে আটে পা দিয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ওর লক্ষ্য ক্যারাটেতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া। বছর দুয়েক আগে শুরু করে এই অল্প সময়ের মধ্যেই দু'বার ঝুলিতে ভরেছে অল ইন্ডিয়া সেইসিনকাই শিত-রিও ক্যারাটে-ডু ফেডারেশন আয়োজিত (প্রথমবার কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এবং দ্বিতীয়বার কোন্নগড়ে) ক্যারাটে কাতা ও কুমি স্বর্ণপদক। এরপর সম্প্রতি বিশখাপত্তনমের ভাইজ্যাগের স্বর্ণভারতী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল ক্যারাটে টুর্নামেন্ট ফেডারেশন কাপে অংশ নিয়ে কাতাতে পেয়েছে স্বর্ণপদক। ওর আইডল মুর্শিদাবাদের 'ক্যারাটে কুইন' ফাহমিদা নাসরিন এবং অর্জুন পুরস্কারজয়ী স্বপ্না বর্মন। পছন্দের কমিকস নারায়ণ দেবনাথের নন্টে ফন্টে। **–অজিত ঘোষ**

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in
Volume No. 44 Issue No. 351

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৩১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। পূজ্য ব্যক্তির পা ধোয়া জল ৩। পালকিবাহক হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, কোন জনের ৫। কাঙালের মতো আচরণ ৭। কুরঙ্গ ৯। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ১১। মানুষের হাঁটুর চক্রাকার হাড় ১৪। পা, গতিভঙ্গি, ঘোড়ার গতিভঙ্গি, ফুলবিশেষ ১৫। দ্রুতগতি বা স্রোতের বেগের ভাব।

উপর-নীচ : ১। বিবাহ ২। ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনা করা ৩। উপযুক্ত, লায়েক, গুণবান, যোগ্য ৪। প্রচার, ঘোষণা, মিথ্যাপ্রচার, অপপ্রচার ৬। ধান্যেশ্বরী, যে মদ চাল পচিয়ে তৈরি করা হয় ৮। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১০। ভর্ৎসনা, ধমক, নিন্দা ১১। প্রেমাস্পদ ১২। পুরস্কার, বকশিশ ১৩। ভারতের প্রাচীন বন্যজাতিবিশেষ, ব্যাধ, পার্বত্য অঞ্চলবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৮৩০

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৩। শাপ ৫। লঘু ৬। আতর ৮। কয়াল ১০। কায়দা ১২। বখিল ১৪। লম্ব ১৫। কিন্তু ১৬। রসুন।

উপর-নীচ : ১। বৈশেষিক ২। খলবল ৪। পণ্ডিত ৭। রঘু ৯। রব ১০। কাদম্বর ১১। দানধ্যান ১৩। খিড়কি।

বিন্দুবিসর্গ

উল্লাস আপের

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এই খবরে রাজ্যের আপ কর্মীরা আবির মেখে মিষ্টিমুখ করে আনন্দোল্লাস করেন।

ধৃত ১২

কলসেন্টারের আড়ালে প্রতারণা চালানোর অভিযোগে ১২ জন কর্মীকে আটক করল বিধাননগর থানার পুলিশ। ওই কলসেন্টারের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে অভিযোগ ছিল।

ভাইকে তলব

শাহজাহানের ভাই সিরাজউদ্দিন শেখকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করল ইডি। তাঁর কয়েকজন আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদেরও ডাকা হয়েছে।

নিরাপত্তার নির্দেশ

ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ সরকারের দাদার নিরাপত্তায় পুলিশের সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মুহূর্তে তাপস রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতায়। -পিটিআই

সুদীপকে কটাক্ষ তাপসের

কলকাতা, ১০ মে : মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিনও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নিশানা করতে ভুললেন না উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। শুক্রবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাপস বলেন, 'ও একটা প্যারাসাইট (পরজীবী) পলিটিশিয়ান (রাজনীতিবিদ)।' এদিনই তাপসের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

নীতিগতভাবে বিজেপি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণ করে না বলে বলা হয়। অথচ উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে তৃণমূলপ্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছেন তাপস। তা নিয়ে তাপসের কোনও অনুশোচনাও নেই। এদিনও তাপস বলেন, 'অসততার বিরুদ্ধে, একটা অসৎ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমার লড়াই। উত্তর কলকাতার মানুষের কাছে আবেদন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করার জন্য ভোট দিন।' এরপরই তাঁর সেই ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে তাপস বলেন, 'কে দুষ্ট, আর কে শিষ্ট সেটা ঠিক করবে জনতা জনার্দনই।' রাজনৈতিক লড়াই ছেড়ে তাপসের এই একবগ্গা সুদীপ বিরোধিতা নিয়ে দলে সবাই খুশি না হলেও প্রকাশ্যে তা নিয়ে এখনই বিতর্ক চায় না দল। তবে এই প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আসলে সুদীপ-তাপসের মধ্যে পুরোনো প্রেম। এগুলো অনুরাগের ছোঁয়া হিসেবে ধরতে পারেন।' এদিন উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দর বাড়ির সামনে থেকে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান তাপস। সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

এদিন এলগিন রোডে নেতাজি ভবন থেকে ট্যাবলো সহ মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী। দেবশ্রীর মিছিলে মূল আকর্ষণ ছিল তাঁর ট্যাবলোকে ঘিরে। দেবশ্রীর মিছিলে ৪টি ট্যাবলোর মধ্যে তৃতীয় ট্যাবলোটি তৈরি করা হয়েছিল জেলের মডেলে। সেখানে ৪টি কাটআউট ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডল আর শেখ শাহজাহানের। জেলকর্মীর পোশাক পরা এক বিজেপি কর্মী ওই জেল পাহারায়। এদিন দেবশ্রীর মনোনয়নপত্র শোভাযাত্রায় আগাগোড়াই পাশে ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

রেখার চিঠি

কলকাতা, ১০ মে : সম্প্রতি সন্দেশখালির ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালের স্টিং অপারেশনের ভিডিও অস্বস্তিতে ফেলেছিল বিজেপিকে। আগে থেকেই গঙ্গাধর ওই ভিডিও ভুয়ো বলে দাবি করে এসেছিলেন। এই ঘটনায় শুক্রবার তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর ছবি, কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে ভুয়ো ভিডিও বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সন্দেশখালি কাণ্ডে ফাঁস হওয়া এই ভিডিওগুলি নিয়ে বিজেপিকে বিঁধতে ছাড়েনি তৃণমূল। এমনকি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনকেও চাপে রেখেছে শাসকদল। পালটা নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মা।

বাংলায় এসে সন্দেশখালি নিয়ে শা'র ফের হুংকার

'উলটো করে ঝুলিয়ে দেব'

দক্ষিণবঙ্গ ব্যুরো

১০ মে : সন্দেশখালির অপরাধীদের উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেও স্টিং ভিডিও নিয়ে কোনও মন্তব্যই করলেন না অমিত শা। শুক্রবার রানাঘাট লোকসভার অধীন মাজদিয়ায় দলীয় প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। নাগরিকত্ব ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের ভূমিকারও এদিন কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। নাগরিকত্ব ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগার পাশাপাশি নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে বিভ্রান্তি কাটাতে বার্তা দিয়েছেন অমিত শা।

এদিন নাগরিকত্ব ইস্যুতে মমতাকে দুষে শা বলেন, 'মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে চায় না তৃণমূল। নিজেদের ভোটব্যাংকের জন্যই এই বিরোধিতা। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এক এক করে প্রত্যেক মতুয়াকে নাগরিকত্ব দেবে। কারও সাধ্য নেই তাকে আটকানোর।'

এদিন রানাঘাটে সন্দেশখালি নিয়ে শা বলেন, 'এখানে ধর্মের নাম মহিলাদের শোষণ করেছে। সিবিআই তদন্ত করছে। বাংলার মা-বোনেদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। সন্দেশখালির অপরাধীদের উলটো করে ঝুলিয়ে দেব।'

এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে একথা শোনা গিয়েছিল রায়গঞ্জের সভায়। তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কও হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু সেই বিতর্কে কোনও গুরুত্ব না দিয়েই এদিনও ফের সেই হুমকি ফিরে এল শা'র মুখে। যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, এদিন হুমকির পাশাপাশি সিবিআই তদন্ত নিয়ে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করতেও মরিয়া চেষ্টা করেছেন অমিত।

দেবতনুর সমর্থনে প্রচারে অমিত শা। রামপুরহাটে। -তথাগত চক্রবর্তী

অন্যদিকে, এদিন বিকেলে রামপুরহাট বিধানসভার চাকপাড়া হাইস্কুল মাঠে দলীয় প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত বলেন, 'বাংলা থেকে ৩০ আসন জিতলেই পিসি-ভাইপো সহ সব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীকে জেলের পিছনে পাঠাব।'

এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগাগোড়া রাজ্যের দুর্নীতি প্রসঙ্গ, সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বলেন, 'বীরভূমের এই লাল মাটিতে তুফান উঠবে। মমতা দিদি এই জেলায় আপনার জন্ম। ১৫ বছর ধরে আপনি মুখ্যমন্ত্রী। অথচ জেলায় কোনও চাকরি নেই। জেলার যুবকদের কেন বাইরে কাজ করতে যেতে হয়? পাঁচটা সতীপীঠ। কিন্তু কোনও পর্যটনকেন্দ্র নেই। আমরা বীরভূমের দায়িত্ব নেব। মমতা দিদি এবার আপনার হিসাবনিকাশ করার সময় এসেছে।'

অনুব্রত মণ্ডল প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'অনুব্রত এখানে মস্তান ছিলেন। তিনি এখন তিহার জেলে হওয়া খাচ্ছেন। এখনও সময় আছে সিন্ডিকেট বন্ধ করো। না হলে উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেব। এটা একমাত্র বিজেপিই পারে।'

এদিন সন্ধ্যায় আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়ার সমর্থনেও রানিগঞ্জে হুডখোলা গাড়িতে রোড শো করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, 'এবারের ভোটে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের ইভিএমে ১ নম্বর বোতাম টিপে এসএস আলুওয়ালিয়াকে ভোট দিলেই মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবেন। এসএস আলুওয়ালিয়া সাংসদ হবেন। আর বাংলায় ৩০ আসন পেলে এবারে ৪০০ পার হবে। নজরুল মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় শিক্ষার জন্য অনেক কাজ করেছেন। আগে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শোনা যেত। এখন তার বদলে বোমার শব্দ শোনা যায়।' এই সব বন্ধ করে সোনার বাংলা গড়তে পারবে একমাত্র বিজেপি বলে তাঁর দাবি।

তথ্য সহায়তায়ঃ আশিস মণ্ডল এবং রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলিতে আয়কর হানা

কলকাতা, ১০ মে : দিনকয়েক আগেই হুগলির জনসভা থেকে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ব্যবসায়ী কমল দাসকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক তারপরই শুক্রবার কমল দাস সহ একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালাল আয়কর দপ্তর। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই নিয়ে আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

এদিন মগরা ও বাঁশবেড়িয়ায় কমল ছাড়াও বৈদ্যনাথ সাহা (বৈদ্য), সত্যরঞ্জন শীল (সোনা), দীলপ্রীত সিং, অভিজিৎ ঘটক (টিঙ্কু) সহ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর দপ্তরের কর্তারা একযোগে হানা দেন। বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এদিন সাতসকালেই তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে যান আয়কর দপ্তরের কর্তারা। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আয় সংক্রান্ত নথিও তাঁদের কাছ থেকে চাওয়া হয়।

তবে তাঁদের বাড়ি থেকে কী উদ্ধার হয়েছে, তা অবশ্য আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। এদিন সকালে এই ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা ঢোকার পর থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের বাড়ি ঘিরে রাখেন। কাউকে ভিতরে ঢুকতে বা বেরোতে দেওয়া হয়নি।

অভিষেকের পরামর্শ

'আইনি পথে যাক নবান্ন'

কলকাতা, ১০ মে : মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে তীব্র নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার আলিপুর জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেন অভিষেক। সেখানেই সাংবাদিকদের সামনে রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'রাজ্যপাল হিসেবে জগদীপ ধনকরকেও দেখেছিলাম। কিন্তু নিজের মেয়ের বয়সি মেয়েকে চাকরির টোপ দিয়ে শ্লীলতাহানি করেছেন সিভি আনন্দ বোস। এত নীচে নামতে কোনও রাজ্যপালকে দেখিনি। উনি শুধু নিজেকে অসম্মানিত করেননি, রাজ্যপালের চেয়ারের গরিমাকেও নষ্ট করছেন।'

এখানেই না থেমে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের জন্য শীর্ষ আদালতে রাজ্যের যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'সংবিধান যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরাও কল্পনা করতে পারেননি এরকম কোনও রাজ্যপাল হতে পারেন। আইনি পথেই এর বিচার হবে।'

কয়েকদিন আগেই রাজভবনের এক অস্থায়ী কর্মী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিলেন। যদিও রাজ্যপাল প্রথম থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বৃহস্পতিবার রাজভবনের পক্ষ থেকে সেদিনের ঘটনার ফুটেজও প্রকাশ করা হয়েছে। তবে রাজভবনের তরফে প্রকাশিত ফুটেজে রাজ্যপালের চেম্বারের ছবি দেখানো হয়নি। এদিন সেই প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে রাজ্যপাল তাঁর চেম্বারের ছবি দেখান। সেখানে উনি মেয়ের বয়সি মেয়ের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলেন? তাহলেই তো সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে, শুক্রবার বিকেলে আসানসোলে রোড শো শেষে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘাসফুলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বলেন, 'প্রথম দফার ভোটে মাথা ভাঙা হয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটে ভেঙেছে ঘাড়। তৃতীয় দফায় মেরুদণ্ড। চতুর্থ দফায় আপনারা ভাঙবেন কোমর। পঞ্চম দফায় ভাঙবে হাত ও কনুই। ষষ্ঠ দফায় ভাঙা যাবে পা ও হাঁটু। আর সপ্তম দফার ভোটে ১ জুন ডায়মন্ড হারবারে আমি ভাঙব সারা শরীর। এভাবেই বিজেপি হবে চূর্ণবিচূর্ণ'।

> ক্ষমতা থাকলে রাজ্যপাল তাঁর চেম্বারের ছবি দেখান। সেখানে উনি মেয়ের বয়সি মেয়ের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলেন? তাহলেই তো সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

আজ টিভিতে

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে বিকেল ৪টায় **হ্যাপি পিল জলসা মুভিজে।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ ভক্তির সাগর, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণ, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ অন্ধ বিচার, দুপুর ১.১৫ মজনু, বিকেল ৪.০০ হ্যাপি পিল, সন্ধ্যা ৬.৪০ কেলোর কীর্তি, রাত ৯.৫০ গার্লফ্রেন্ড

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.০০ কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, দুপুর ১২.০৫ সাগরদ্বীপে যকের ধন, দুপুর ২.১০ মিস্টার ভাদুড়ি, বিকেল ৪.০০ হ্যাপি পিল, সন্ধ্যা ৬.৪০ জ্যেষ্ঠপুত্র, রাত ৯.০০ বরুণবাবুর বন্ধু

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.০০ প্রতিশোধ, দুপুর ১.৩০ আশীর্বাদ, বিকেল ৪.০৫ পূজা, সন্ধ্যা ৭.০৫ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১০.০০ অজানা পথ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ শিবাজী, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় **তুলকালাম।**

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণুই নারায়ণ

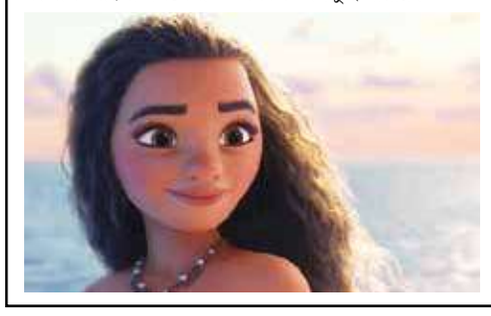

মোয়ানা স্টার মুভিজে সকাল ১১.৪৫ মিনিটে।

পরীক্ষা দক্ষিণবঙ্গেই, কবুল কমিশনের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ মে : দক্ষিণবঙ্গে ঢুকতেই স্পর্শকাতর ও উত্তেজনাপ্রবণ বুথের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভিতরে ভিতরে টেনশনও বাড়ছে নির্বাচন কমিশনের। দক্ষিণবঙ্গের ভোট পরিচালনাটা সহজ হবে না, ভোটের শুরু থেকেই এমন আশঙ্কা ছিল কমিশনে। বিভিন্ন ভোটের অভিজ্ঞতা তেমন ভালো নয় বলেই কমিশনের কাছে খবর। এখন এসব মাথায় রেখেই উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের জেলায় নিরাপত্তা পরিকল্পনার ছক কিছুটা অন্যভাবেই নেওয়ার ভাবনা শুরু হয়েছে কমিশনে। গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলিতে যেখানে বিভিন্ন দলের ওজনদার প্রার্থীরা ভোটের লড়াইয়ে আছেন, ভোটের দিন তাঁদের বিশেষ নজরদারির মধ্যে রাখার জন্য রাজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট পরিচালক ও পর্যবেক্ষকদের জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ১৩ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত রাজ্যে বাকি যে চার দফার ভোট রয়েছে, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বারবার পর্যালোচনা করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের। পুলিশ পর্যবেক্ষক রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত এই সংক্রান্ত পর্যালোচনা সারবেন।

কমিশনের খবর, ১৩ মে চতুর্থ দফার ভোটে আট লোকসভা আসনে ২৫ শতাংশের বেশি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। পঞ্চম দফার ভোটে স্পর্শকাতর ও উত্তেজনাপ্রবণ বুথের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। অশান্তিহীন ভোট করানোই এখন কমিশনের কাছে আসল পরীক্ষার শুরু বলে মনে করা হচ্ছে।

খেলার আনন্দে। কলকাতার চাপাতলা ঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

তৃণমূলের পোস্টার নিয়ে অভিযোগ পদ্মের

কলকাতা, ১০ মে : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে মিথ্যা প্রচারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। অভিযোগ, মহিলাদের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে আতঙ্ক তৈরি করতেই কৌশলে এই পোস্টার ছড়িয়েছে তৃণমূল।

শুক্রবার এরকমই একটি পোস্টারকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে একদিকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ ও অন্যদিকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের সতর্ক করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বর্ধমান পূর্ব লোকসভার অধীন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভায় তৃণমূলের একটি পোস্টারকে ঘিরে বিতর্কের শুরু। পোস্টারে একটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'সাবধান। বিজেপি ৩৫টি আসনে জয়ী হলেই আগামী তিনমাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করা হবে। ভেবেচিন্তে ভোট দিন।' জনৈক বিজেপি নেত্রীকে উদ্ধৃত করে এই পোস্টার বিলি করা হয়েছে বর্ধমানের পূর্বস্থলীর উত্তর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায়। এদিন এই প্রচারের সমালোচনা করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ঠগবাজ আইপ্যাকের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রচারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল মা-বোনেদের মনে ভয়ের সঞ্চার করা। আমি পশ্চিমবঙ্গের সকল মা-বোনকে আশ্বস্ত করতে চাই, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বন্ধ নয়, ৩ হাজার টাকা করে পাবেন।'

সৌমিত্র-সুজাতার লাগামছাড়া বাক্যবাণ

দীপেন ঢাং

বড়জোড়া, ১০ মে : বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ ও তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল প্রচারে বেরিয়ে একে অপরকে বিদ্ধ করেই চলেছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের গৃহযুদ্ধের ফয়সালা আদালতে হয়েছে। কিন্তু এবার তাঁদের নির্বাচনি লড়াই সারা রাজ্যের মানুষের নজর কেড়েছে শুধু দুজনের বাক্যবাণের জন্য। বৃহস্পতিবার সৌমিত্র খাঁ বড়জোড়ার দূষণ নিয়ে তৃণমূলকে দায়ী করে বলেছিলেন, এখানকার শিল্পাঞ্চল থেকে তোলা তুলে পিসি-ভাইপোকে পাঠাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। এর প্রতিবাদে বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায় সৌমিত্রকে পাগল বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'সুজাতার সমর্থনে পাত্রসায়রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় লোকসমাগম দেখে বিজেপির মাথা ঘুরে গিয়েছে।' পাশাপাশি উনি (সৌমিত্র) খ্যাপা কুকুরের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন বলে প্রতিক্রিয়া দেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি কালীদাস মুখোপাধ্যায়ও।

সৌমিত্রর প্রাক্তন স্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা তো গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলেন, শুনলাম উনি (সৌমিত্র) নাকি বলেছেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল নেতাদের চামড়া গুটিয়ে দেবেন। হিম্মত থাকলে কারও গায়ে হাত দিয়ে দেখুন, তৃণমূলের মহিলারাই আপনার হুমকির মোকাবিলা করতে যথেষ্ট।'

পালটা হুঁশিয়ারির সুরে সৌমিত্র বলেন, 'বিষ্ণুপুরের তৃণমূল নেতারা যদি বিজেপির উপর দাদাগিরি করতে আসে তাহলে তাদের চামড়া গুটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'অলক মুখোপাধ্যায়দের সাবধান থাকতে হবে, না হলে ওনারা যাঁকে বিষ্ণুপুরের প্রার্থী করেছেন, তিনিই অলকবাবুদের বুকে পা রেখে নৃত্য না করবেন।'

বাড়ি ফেরার নির্দেশ

কলকাতা, ১০ মে : ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে একদিনের জন্য বাড়ি ফেরার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেপ্তারি এড়াতে বাড়িছাড়া হয়েছিলেন বাগনানের একই পরিবারের ১১ জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে আটজনের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হয়। শুক্রবার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

বিচারপতির নির্দেশ, একদিনের জন্য তাঁরা ভোট দিতে বাড়ি ফিরতে পারবেন। স্থানীয় থানায় মুচলেকা জমা দিয়ে জানাতে হবে যে তাঁরা কোনও অশান্তি করবে না। তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারবে না পুলিশ।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর অর্থ হাতে মিলতে পারে। কোনও প্রলোভন সামনে এলে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। বৃষ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সন্তানের জন্যে গর্ববোধ। প্রেমের সমস্যা কাটবে। মিথুন : আর্থিক সমস্যা কাটাতে আজ ঋণগ্রহণের সিদ্ধান্ত। বন্ধুর সঙ্গে অহেতুক মতানৈক্য হতে পারে। কর্কট: নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার মানসিকতা আজ। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। সিংহ: আপনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনও কাজে অংশগ্রহণে সমস্যা। পিঠের ব্যথায় দুর্ভোগ। কন্যা : সারাদিন দুশ্চিন্তায় কাটবে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সংকট মুক্তি। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তুলা : উদার ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে আপনারই কেউ ক্ষতি করতে পারে। দাঁতের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। বৃশ্চিক : আজ শান্ত থাকুন। উত্তেজনা শরীরকে খারাপ করতে পারে। নতুন সম্পদ প্রাপ্তি। সন্তানকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। ধনু : সাহিত্যিক ও শিল্পীদের শুভ। বাবার সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। মকর : পাওনা আদায় হবে। কর্মক্ষেত্রে মেজাজ হারাতে পারেন। কুম্ভ : ব্যবসায় নতুন শাখা খোলার সিদ্ধান্ত। মায়ের রোগমুক্তি। শিল্পীদের শুভ। মীন : পুরোনো দিনের কোনও ঘটনার জন্যে আজ অনুশোচনা। চর্মরোগ নিয়ে ভোগান্তি বাড়ার আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১, ভাঃ ২১ বৈশাখ ১১ মে, ২০২৪, ২৮ বহাগ, সংবৎ ৪ বৈশাখ সুদি, ২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।৫। শনিবার, চতুর্থীশেষরাত্রি ৪।২৪।মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১২।৩১ সুকর্মাযোগ দিবা ১২।২৬। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩৭ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।২৪ গতে ববকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।৩১ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-নৈঋর্তে, শেষরাত্রি ৪।২৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৪০ মধ্যে ও ৫।১২ গতে। যাত্রা-নাই, দিবা ৬।৪০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১২।৩১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (১১ মে)। অমৃতযোগ- দিবা ৯।১৮ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৩ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১। ৪৯ মধ্যে ও ২।০ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

একযোগে হুংকার রাহুল-অখিলেশের ● পাওয়ার, উদ্ধবকে কাছে টানতে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী

‘মোদির গদিচ্যুতি নিশ্চিত’

কনৌজ, ১০ মে : তিন দফার ভোট শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনে রয়েছে আরও চার দফার ভোট। সোমবার চতুর্থ দফার নির্বাচন। তার আগে শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের কনৌজে ইন্ডিয়া জোটের সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির পরাজয়ের বার্তা দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সাফ কথা, ‘২০২৪-এর ৪ জুন নরেন্দ্র মোদি আর ভারতের

> ২০২৪-এর ৪ জুন নরেন্দ্র মোদি আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। আপনারা গ্যারান্টি লিখে নিন। এটা আমার গ্যারান্টি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

শুক্রবার কনৌজে একমঞ্চে রাহুল-অখিলেশ।

প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। আপনারা আপনাদের লিখিতভাবে জানাতে চাই, উত্তরপ্রদেশে ইন্ডিয়ার তুফান আসছে। দেশে সবথেকে বড় হার উত্তরপ্রদেশে হতে চলেছে। ভারতে পরিবর্তন হতে চলেছে। ১০ বছর নরেন্দ্র মোদি আদানি-আম্বানির নামোচ্চারণ করেননি। কিন্তু এখন ভয় পেয়েছেন বলে তাঁদের নাম মুখে আনছেন। কারণ, উনি হারছেন সেটা টের পাচ্ছেন।’ কনৌজে অখিলেশ যাদবের জয় সুনিশ্চিত বলেও জানান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

এদিন ভিড় উপচানো সভায় দাঁড়িয়ে অখিলেশ বলেন, ‘বিজেপির পরাজয়ের আর মাত্র ৪টি ধাপ বাকি রয়েছে। আগামী ৪ দফায় বিজেপি পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত হবে। আমাদের কৃষক, তরুণ এবং দেশের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। বিজেপির নেতারা সারা দেশে গত ১০ বছর ধরে এবং উত্তরপ্রদেশে ৭ বছর ধরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুধু বিভ্রান্ত করেছেন। ইন্ডিয়া জোট এবার ওদের শিক্ষা দেবে।’ উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ‘যারা নিজেদের ডবল ইঞ্জিনের সরকার বলত, তাদের একটি ইঞ্জিন গায়েব হয়ে গিয়েছে। আর যে ইঞ্জিনের জন্য ভোট চাইছে সেটি বিকল হয়ে গিয়েছে।’ রাহুল এবং অখিলেশ দুজনেই জানান, তাঁরা সবাই মিলে গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে রক্ষা করবেন। দুনিয়ার কোনও শক্তি ভারতের সংবিধানকে খতম করতে পারবে না। অপরদিকে সঞ্জয় সিংয়ের তোপ, ‘বিজেপি যদি এবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে সংবিধান বদলে দেবে। তাই এবার মানুষ যেন নিজেদের ভোটাধিকার বাঁচানোর জন্য ভোট দেন। যাঁরা সংবিধান খতম করবেন আমরা তাঁদের রাজনীতি শেষ করে দেব।’ তবে সংবিধান বদলানোর যে অভিযোগ বারবার কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোট তুলছে তার জবাবে এবার মোদির পাশাপাশি সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করিও। তিনি বলেন, ‘বিরোধীরা এসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারাই ৮০ বার সংবিধান সংশোধন করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, সংবিধান কখনও পরিবর্তন করা যায় না। শুধু সংশোধন করা যায়।’

জোট ভাঙার প্রয়াস

নান্দুরবার (মহারাষ্ট্র), ১০ মে : হাওয়া কি একটু হলেও উলটোদিকে বইতে শুরু করেছে? অন্তত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন তাতে পরিষ্কার, কোথাও না কোথাও অজানা আশঙ্কার মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করেছে বিজেপির অন্দরে। তাই কংগ্রেসকে একের পর এক ইস্যুতে আক্রমণের পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের কাছে টানার চেষ্টা

> বারামতির ভোটের পর একজন বড় নেতা যিনি ৪০-৫০ বছর ধরে সক্রিয় রয়েছেন তিনি চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ৪ জুনের পর ছোট দলগুলি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মহারাষ্ট্রের নন্দুরবারে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় নরেন্দ্র মোদির।

শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের দুই শরিক শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারকে অবিলম্বে একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপিতে মিশে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বেশিরভাগ আঞ্চলিক দল আগামীদিনে কংগ্রেসে যোগ দেবে বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন শারদ পাওয়ার। তাঁর সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে শুক্রবার নান্দুরবারে একটি নির্বাচনি জনসভায় মোদি বলেন, ‘বারামতির ভোটের পর একজন বড় নেতা যিনি ৪০-৫০ বছর ধরে সক্রিয় রয়েছেন তিনি চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ৪ জুনের পর ছোট দলগুলি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাবে।’ উদ্ধব ও শারদ পাওয়ারের দলকে নকল বলে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নকল এনসিপি এবং নকল শিবসেনা কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছে। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে সহমরণে না গিয়ে ওদের উচিত, অজিত পাওয়ার এবং একনাথ শিন্ডের সঙ্গে হাত মেলানো।’ মহারাষ্ট্রে বর্তমানে বিজেপি, শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপি-র মহাযুতি সরকার চলছে। উদ্ধব ও শারদ পাওয়ারের দল রয়েছে ইন্ডিয়া তথা মহা বিকাশ আঘাড়িতে।

মোদির মন্তব্যের জবাবে শারদ পাওয়ার বলেন, ‘আমরা নেহরু-গান্ধির বিচারধারা মেনে চলি। আমরা এই মতাদর্শ ছাড়তে পারব না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বক্তৃতায় মুসলিমদের নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। আমাদের যদি এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সমস্ত সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে তা করতে হবে । প্রধানমন্ত্রী বারবার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। যাঁরা এই অবস্থান নেন তাঁদের সঙ্গে আমরা হাত মেলাব না।’ মোদি জমানায় দেশের সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন বলে অভিযোগ করেন পাওয়ার। এদিনের সভায় কংগ্রেস ও মহা বিকাশ আঘাড়ির বিরুদ্ধে সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার অভিযোগও করেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কংগ্রেস জানে তারা আমার সঙ্গে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। তাই তারা মিথ্যার কারখানা চালাচ্ছে। আমার কাছে আদিবাসীদের সেবা করা নিজের পরিবারের সেবা করার সমতুল। কংগ্রেস সংরক্ষণ এবং সংবিধান নিয়ে মিথ্যাচার করছে। তারা হিন্দুদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। কংগ্রেস কখনও আদিবাসীদের উন্নয়নের চেষ্টা করেনি।’ মোদির তোপ, ‘কংগ্রেস একদিকে আমার জন্য কবর খোঁড়ার কথা বলে। অন্যদিকে নকল শিবসেনা আমাকে জ্যান্ত কবর দিতে চায়। যারা সরকারিভাবে ইফতার পালন করে তারা রাম মন্দিরকে দেশবিরোধী বলেছে।’

অনুব্রত আরও আড়াই মাস তিহারবাসী

নয়াদিল্লি, ১০ মে : অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন তিহারে বন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে একই জেলের বাসিন্দা তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ততটা ভাগ্যবান নন। শুক্রবার কেজরিওয়ালের জেলের বাইরে আসা নিশ্চিত হওয়ার দিনেই কার্যত ঠিক হয়ে গেল আরও অন্তত আড়াইমাস অনুব্রতর ঠিকানা হতে চলেছে তিহার। এদিন তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানি ১০ সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ, মামলার পরবর্তী শুনানি হতে জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে অনুব্রতকে। এর আগে তৃণমূল নেতার জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। দিল্লি হাইকোর্টেও জামিনের আবেদন জানিয়েছেন অনুব্রতর আইনজীবীরা। তবে সেই আবেদনের শুনানিও শেষ হয়নি। এবার সুপ্রিম কোর্টে জামিন মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় অনুব্রতর ওপর চাপ বাড়ল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

জামিন পেলেন না মানিক

নয়াদিল্লি, ১০ মে : জামিন পেলেন না শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। জামিনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন মানিক ভট্টাচার্যর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে বেশ কিছু নথিপত্র জমা করেছিলেন যেগুলি এর আগে হাইকোর্টের নজরে আনা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের তরফে ওই আইনজীবীকে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে জামিনের আবেদন জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। একই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য এবং পুত্র সৌভিক ভট্টাচার্য।

রাজ্যকে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ মে : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে’র বিরুদ্ধে দায়ের মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এভাবে মামলা দায়ের করা যাবে না বলেও শীর্ষ আদালতের তরফে রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর বেঞ্চের বার্তা, এফআইআর দায়ের নিয়ে রাজনীতি করবেন না। চার্জশিট

বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

দাখিল হয়েছে। আইনকে আইনের পথে চলতে দেওয়া উচিত। এর আগে ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রতাপচন্দ্র দে’র বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছিল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। মামলাকারী একজন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা। তাঁর দাবি, পৈতৃক সম্পত্তি হাতে আসার পর দাদার পরিবার তাঁকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেই মামলায় বৃদ্ধার দাদার পরিবারের আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করেছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী।

বৃদ্ধার অভিযোগ, স্ত্রী’র পদমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন প্রতাপচন্দ্র। বিচারপতির দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তদন্তকারী আধিকারিককে। তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আইনজীবী প্রতাপচন্দ্র দে-কে হেনস্তা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

এদিন দু’পক্ষের সওয়াল-জবাবের সময় বিচারপতি সঞ্জীব খান্না প্রশ্ন তোলেন, একটি ব্যক্তিগত মামলায় কেন এফআইআর দায়ের করে এটিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে? বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত রাজ্যের আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে এবং কখন মামলাটি সিআইডি’র কাছে গিয়েছে? রাজ্যের আইনজীবীর জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেয় দুই বিচারপতির বেঞ্চ। সেইসময় রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, মামলায় ইতিমধ্যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। তখন শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়, ভাই-বোনের সম্পত্তি মামলাটি যেমন চলছে চলবে। তবে এফআইআর সংক্রান্ত যে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে সেটি খারিজ করে দেওয়া হল।

আমেথিতেও প্রচারের প্রধান মুখ প্রিয়াংকা

আমেথি, ১০ মে : রায়বেরেলির পর এবার পরিবারের আরও একটি দুর্গ আমেথিতেও প্রচারে নামলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। দলীয় প্রার্থী কিশোরীলাল শর্মার হয়ে শুক্রবার প্রচারে নেমে একাধিক জনসভা করেন তিনি। সবক’টিতেই ভিড় হয়েছিল ভালো। প্রিয়াংকা বলেন, ‘আমেথির সঙ্গে আমাদের একটি পুরোনো এবং নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যা বহিরাগতরা বুঝতে পারবেন না। এই সম্পর্ক আরও মজবুত হচ্ছে।’ ২০১৯ সালে বিজেপির স্মৃতি ইরানির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার তাঁর সেখানে প্রার্থী হওয়ার জল্পনা থাকলেও তা হয়নি। আমেথির বদলে রায়বেরেলিতে প্রার্থী হন রাহুল। আমেথিতে প্রার্থী হন গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিশোরীলাল শর্মা। রাহুল আমেথি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন বলে খোঁচা দিয়েছে বিজেপি।

জবাবে এদিন প্রিয়াংকা বলেন, ‘রাজীব গান্ধি আমেথির সাংসদ ছিলেন। তখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল। এখানে এত উন্নয়ন হয়েছিল আমেথির নাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেথি-রায়বেরেলি দেশের রাজনীতিকে সবসময় দিশা দেখিয়েছে। এখন কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপির সরকার রয়েছে। অথচ গত পাঁচবছরে আমেথিতে কোনও উন্নয়ন হয়নি।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারাদিন মিথ্যা কথা বলেন বলেও অভিযোগ করেন প্রিয়াংকা।

ঘৃণা ভাষণের নালিশ ‘ইন্ডিয়া’র

পালটা খাড়গেকেই তোপ কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ মে : লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘৃণাসূচক ভাষণ দিচ্ছেন এবং বিভাজনের রাজনীতি করছেন। আর এভাবেই তিনি আদর্শ নির্বাচনিবিধি ভঙ্গ করছেন বলে অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাল ইন্ডিয়া জোট। লোকসভা ভোটের প্রথম দুটি দফার মোট ভোটদানের হারে গরমিল রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস সোমবারই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকে চিঠি পাঠিয়েছে। দু’দফার নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট শতাংশ বাড়ল কীভাবে, সেই প্রশ্নেরও উত্তর চাওয়া হয়েছে চিঠিতে। পরবর্তীতে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং এই বিষয়ে ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্ভুক্ত সবকটি দলের দলনেতাদের কাছে চিঠি পাঠান। শুক্রবার বিকাল ৫টায় ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে।

প্রতিনিধি দলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী ধর্মের নামে ভোট চাইছেন, যা ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ৬ এপ্রিল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল মোদির বক্তব্য নিয়ে। ২১ এপ্রিল বলা হয়েছিল যে, মোদি বলেছেন, কংগ্রেস মঙ্গলসূত্র চুরি করতে চাইছে মহিলাদের কাছ থেকে। ২৩ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল, ২ মে, ৭ মে, ৮ মে মোদি একের পর এক আপত্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। কমিশনের কাছে কংগ্রেসের তরফে মোদির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তারপরেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি বলে দাবি বিরোধীদের।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বাইরে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা।

লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটদানের চূড়ান্ত হার প্রকাশে নির্বাচন কমিশনের ‘অস্বাভাবিক দেরি’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি। এ ব্যাপারে কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার পালটা চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধেই নির্বাচনি প্রক্রিয়া ব্যাহত করার অভিযোগ এনেছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি ভোটের হার সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে দেরি করার অভিযোগও পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে তারা।

কমিশনের বক্তব্য, ভোটদান নিয়ে কংগ্রেস সভাপতির বয়ান চলতি নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। এর ফলে ভোটারদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার বক্তব্য, ‘ভোট চলছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় বিভ্রান্তি তৈরি ও বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভোটদানের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে। এই ধরনের বয়ান ভোটারদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। গোটা দেশে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এর ফলে হতাশ হয়ে পড়বেন।’

কমিশন আরও বলেছে, ‘আমরা মতপ্রকাশের অধিকারকে সম্মান করি। একে অপরের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা রাজনৈতিক দল ও নেতাদের অধিকার। কিন্তু যেসব কাজ নির্বাচনি কাজকর্মের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, ফলপ্রকাশের আগে সেগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা কমিশনের দায়িত্ব।’ এদিনের চিঠি খাড়গেকে কমিশনের হুঁশিয়ারি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিরোধী শিবির অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অনড়। কংগ্রেসের একটি সূত্র দাবি করেছে, কমিশন চিঠি দিলেও তাতে ভোটগ্রহণের ১১ দিন বাদে ভোটের চূড়ান্ত হার প্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের পর প্রাথমিকভাবে প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটের কথা কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল কমিশন জানায়, চূড়ান্ত হিসাবে ভোট পড়েছে ৬৬.১৪ শতাংশ। ভোটের হার একলাফে ৬ শতাংশ বেড়ে যাওয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা।

১০ লক্ষ দিলেই নিট উত্তীর্ণ, দুর্নীতি ফাঁস গুজরাটে

আহমেদাবাদ, ১০ মে : ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য গুজরাটে প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুর্নীতি হাট হয়ে গেল। অভিযোগ, ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই রাজ্যের একটি জেলায় ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এর ফাঁকা উত্তরপত্র পূরণ করে দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক শিক্ষক। আটক হয়েছেন আরও দুই ব্যক্তি।

ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভয়ংকর দুর্নীতির অভিযোগের ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্চমহল জেলার গোধরার একটি স্কুলে। বৃহস্পতিবার পুলিশে জানিয়েছে, এখানেই তুষার ভাট নামে পদার্থবিজ্ঞানের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফাঁকা উত্তরপত্র ভরে দেওয়ার বিনিময়ে ১০ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর জারি করা হয়। ধৃত তুষার ভাট নিট পরীক্ষায় এই কেন্দ্রে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা করেন জয় জলরাম স্কুলে। আটক হয়েছেন তাঁর দুই শাগরেদ পরশুরাম রায় ও আরিফ ভোরা। তুষারের গাড়ি থেকে সাত লক্ষ টাকা নগদ পাওয়া গিয়েছে। ওই অর্থ অ্যাডভান্স হিসেবে তুষারকে দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি মার্কিন পুলিশের

ওয়াশিংটন, ১০ মে : মার্কিন পুলিশের বুটের আঘাতে মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপোলিসের কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু বিশ্বে শোরগোল ফেলেছিল। তারপরেও কৃষ্ণাঙ্গ নিধন হয়েছে। এবার ঘটল ফ্লোরিডায়। মার্কিন বিমানবাহিনীর কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তা রজার ফোর্টসনকে ফ্লোরিডার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে গুলি করে মারল পুলিশ। বুধবারের ঘটনা। নিহত রজার হার্লবার্ট ফিল্ডের বিশেষ অপারেশন শাখায় ছিলেন।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, রজারের এলাকার গোলমালের খবর পেয়েছিল পুলিশ। তারা ভুল করে রজারের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায় বার বার আঘাত করে ভেঙে ঢুকে পড়ে। কোনওকিছু না ভেবে গুলি চালাতে শুরু করে। গুরুতর আহত হন রজার। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সেখানেই মারা যান। পুলিশ আসার আগের মুহূর্তেও রজার ঘরে ভিডিওকলে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর বান্ধবী পুরো ঘটনার সাক্ষী। তিনি জানিয়েছেন, দরজা খোলার শব্দ পেয়েই রজার এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিষয়টা বোঝার আগেই একাধিক গুলি লাগে তাঁর শরীরে। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ কেন ভুল ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটাবে? রজারের আইনজীবী ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

দুরুদুরু বুকে ‘স্বাধীনভাবে’ ভোট দেবে বিকাশ দুবের গ্রাম

বিকরু (কানপুর), ১০ মে : চার বছর আগে গ্যাংস্টার বিকাশ দুবেকে তার গ্রামে ধরতে গিয়ে গুলিবৃষ্টির মুখে পড়েছিলেন পুলিশকর্মী-অফিসাররা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আটজনের। কানপুরের বিকরু গ্রামের সেই শুটআউটের ঘটনা হার মানিয়ে দিয়েছিল বলিউডি সিনেমাকেও। এর সপ্তাহখানেক পর মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর একটি মন্দির থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। এরপরই চেনা ছকে এনকাউন্টার। উজ্জয়িনী থেকে কানপুরে আনার পথে নাকি গাড়ি উলটে গিয়েছিল পুলিশের। সেই সুযোগে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে গেলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় বিকাশের।

চার বছর বাদে ফের ভোটের আমেজ ফিরেছে বিকাশের গ্রাম বিকরুতে। আগামী ১৩ মে লোকসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু কিছু কি বদলেছে? প্রবীণ গ্রামবাসী জিতেন্দ্র পান্ডে (নাম পরিবর্তিত) বললেন, খুব আর কী বদলাবে! আগে বিকাশের বাড়ির ছাদে যে দলের পতাকা উড়ত, তাকেই ভোট

দিতেন গ্রামবাসীরা। এবার সেই বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁরা ইচ্ছামতো ভোট দিতে পারবেন পছন্দের প্রার্থী

বা দলকে। তাঁর কথায়, ‘আজাদ হ্যায় মাগর বেওকুফ নহি। স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছি বটে। কিন্তু ভয়টা তো রয়েই গিয়েছে।’

কীসের ভয়? প্রশ্ন করতেই বললেন, গ্রামের মধ্যে বিকাশের দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের পর থেকেই শুরু হয়েছে আতঙ্কের দিন। তারপর থেকে কতবার যে পুলিশ এসেছে, তল্লাশি-ধরপাকড়-মারধর চলেছে, তার কোনও হিসাব নেই। গ্রামে এমন একটি বাড়ি নেই যার কেউ না কেউ ধৃত, নিহত অথবা পলাতক। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে মহিলা ও শিশুরাও। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে বিকাশের অবশিষ্ট দলবল। গ্রামের ওপর এখনও হাজার জোড়া চোখ।

একটি শিশু খেলা করছিল। তাকে ডেকে বিকাশ দুবের কথা বলতেই সে ইশারায় গ্যাংস্টারের পরিত্যক্ত প্রাসাদোপম বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই ধাঁ। গ্রামে দীর্ঘ সময় কাটিয়েও কোনও মহিলার দেখা মিলল না। এক প্রবীণ বললেন, শিশুরাও আতঙ্কে থাকে। কারণ, অনেকেই পুলিশি অত্যাচার দেখেছে। গ্রামে নতুন কোনও লোক এলে তারা লুকিয়ে পড়ে অথবা ছুটে গিয়ে বাড়িতে খবর দেয়।

বিকাশের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় গ্রাম ছেড়ে লখনউয়ে রয়েছেন অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু পুলিশ আজও তাঁর পিছু ছাড়েনি। বিকাশের বাড়িতে পুলিশি অভিযানের সময়েই বিয়ে হয়েছিল খুশি দেবীর। বিকাশের সহযোগী সন্দেহে বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী অমর দুবের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। খুশির কাতর আবেদন, ‘আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন না। আমি কিছু জানি না।’

গ্যাংস্টারের গ্রামে ভোটের আগে পরিস্থিতি এমনই।

জেলমুক্তির পর ‘তানাশাহি’কে কেজরির চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ৫০ দিন পর জেল মুক্তি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। শুক্রবার তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিহার জেল থেকে বেরিয়ে এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক। জেল থেকে বেরিয়েই মোদি সরকারের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন আপ সুপ্রিমো। প্রিয় নেতাকে বরণ করতে জেলের সামনেই হাজির হয়েছিল অগুণতি আপ সমর্থক। হাজির হয়েছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা।

সাময়িক হলেও মুক্তি তো বটে। কেজরিওয়ালের মুক্তির সঙ্গেই শুক্রবার আম আদমি শিবিরের ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। এদিন সন্ধ্যায় জেল থেকে বেরিয়েই নাম না করে তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন নরেন্দ্র মোদিকে। বললেন, ‘বলেছিলাম না, জেলে বেশিদিন ওরা আটকে রাখতে পারবে না। খুব তাড়াতাড়িই ফিরব! আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এখন আমাদের ১৪০ কোটি নাগরিককেও সেটা করতে হবে। তানাশাহি নেহি চলেগি।’ সমর্থকদের জয়োল্লাসে চাপা পড়ে যায় কেজরিওয়ালের স্বর। তার মধ্যেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আগামীকাল (শনিবার) বেলা ১১টায় আমরা সবাই কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে যাব। তারপর দুপুর ১টায় পার্টি অফিসে সংবাদ সম্মেলন হবে। আমি আপনাদের সকলকে হনুমান মন্দিরে আসার জন্য অনুরোধ করছি।’ শনিবার দক্ষিণ দিল্লিতে একটি রোড শো করবেন কেজরি। তারপরই সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা রয়েছে তাঁর। এদিন কেজরি বাড়ি ফিরতেই ছেলের গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন তাঁর মা।

লোকসভা ভোটের শেষ দফা হবে ১ জুন। ওই দিন পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁর। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের জামিনের শর্ত আবগারি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের জামিনের মতোই। সঞ্জয়ের মতোই রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবেন কেজরিওয়াল। জামিন দিলেও কেজরির ওপর বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারা বলেছে, লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নির্দেশ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ও সচিবালয়ে যেতে, কোনও সরকারি কাজকর্ম করতে কিংবা সরকারি ফাইলে সই করতে পারবেন না কেজরিওয়াল। কিছু বলতে পারবেন না দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলা কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়েও। মামলায় জড়িত কোনও সাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করার অধিকার থাকবে না তাঁর। জামিন পেতে ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড দিতে হবে কেজরিওয়ালকে।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ২১ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ২ জুন তাঁকে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেজরিওয়ালের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ৪ জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করলেও তা গ্রাহ্য করেনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের খবরে স্বস্তি প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন দেখে আমি খুব খুশি। চলতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এটা খুব সহায়ক হবে।’

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে আপের তরফে সঞ্জয় সিং বলেন, ‘সত্যকে কষ্ট দেওয়া যায় কিন্তু পরাজিত করা যায় না। স্বৈরাচারের অবসান হবে এবং দেশ কেজরিওয়ালের জাদু দেখতে পাবে... সত্যমেব জয়তে।’ এদিন দিল্লির রাস্তায় ‘জেল কে তালে টুট গায়ে, কেজরিওয়ালজি ছুট গায়ে’ স্লোগান দিয়ে আপ সমর্থকদের উল্লাস করতে দেখা যায়।

কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, ‘রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ন্যায়বিচার পাবেন।’ জমি দুর্নীতি মামলায় হেমন্ত এখন বন্দি রয়েছেন জেলে।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে বলেন, ‘স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।’ সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবও কেজরির মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিকে দিল্লি বিজেপি কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করে বলেছে, ‘স্ক্যাম মাস্টারকে আবার জেলেই ফিরতে হবে। কোনওভাবেই দুর্নীতির দাগ গা থেকে ঝেরে ফেলতে পারবেন না আম আদমি পার্টির নেতা।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, ‘কেজরিওয়ালের জামিন সাময়িক। ওঁকে আবার জেলে ফিরতে হবে। দিল্লির মানুষ আবগারি দুর্নীতির কথা ভুলে যাবেন না।’

চলতি লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রচার করতে দেওয়ার জন্য জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার হলফনামায় তার বিরোধিতা করে ইডি। তাদের বক্তব্য, আইন সকলের জন্য সমান। নির্বাচনে প্রচার করতে পারা মৌলিক, সাংবিধানিক এমনকি আইনি কোনও অধিকারের মধ্যে পড়ে না। কারাবন্দি কেউ ভোটে দাঁড়ালেও তাঁকে প্রচারের জন্য জামিন দেওয়ার রীতি নেই।

ইডির জামিনের বিরোধিতার জবাবে বিচারপতিরা বলেন, ‘দু’টি বিষয়কে সমান্তরালভাবে দেখছি না। কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ইডি মামলা দায়ের করেছে ২ বছর আগে। অথচ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত মার্চে। এটা আগে বা পরে করাই যেত। এমনকি গ্রেপ্তারিটা ২১ দিন পরে হলেও কিছু যেত আসত না। ২ জুন কেজরিওয়াল আত্মসমর্পণ করবেন।’

ইডির হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি জানান, জেল থেকে বেরিয়েও এই মামলায় মুখ খোলা উচিত নয় কেজরিওয়ালের। নির্দিষ্ট দিনেই তাঁকে জেলে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

বলেছিলাম বেশিদিন জেলে ওরা আটকে রাখতে পারবে না। খুব তাড়াতাড়িই ফিরব! আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এখন আমাদের ১৪০ কোটি নাগরিককেও সেটা করতে হবে। তানাশাহি নেহি চলেগি।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

আদালতে স্বস্তি

অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন দেখে আমি খুব খুশি। চলতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এটা খুব সহায়ক হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ন্যায়বিচার পাবেন।

পবন খেরা

- ১ জুন পর্যন্ত কেজরিওয়ালের জামিন
- ২ জুন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে
- লোকসভা ভোটে প্রচার সহ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবেন কেজরিওয়াল
- লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নির্দেশ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ও সচিবালয়ে যেতে, কোনও সরকারি কাজকর্ম করতে কিংবা সরকারি ফাইলে সই করতে পারবেন না কেজরিওয়াল
- দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলা কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে কেজরিওয়াল কোনও আলোচনা করতে পারবেন না
- মামলায় জড়িত কোনও সাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না

তিহার জেল থেকে বেরিয়েই উল্লসিত আপ সমর্থকদের মাঝে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : বিজেপির বাহুবলী সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে চার্জ গঠন করা হয়েছে।

আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (এসিএমএম) প্রিয়াঙ্কা রাজপুত শুক্রবার বলেন, প্রধান অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের যথোপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ আদালত পেয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ নম্বর নিযাতিতাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা অর্থাৎ মহিলাদের সম্ভ্রমহানি এবং ৩৫৪এ অর্থাৎ যৌন হেনস্তার পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষ্য মিলেছে।

আদালত ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ১ ও ৫ নম্বর নিযাতিতার সঙ্গে দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার প্রথমাংশ মোতাবেক অপরাধমূলক কাজকর্মের পর্যাপ্ত প্রমাণ পেয়েছে। যদিও বিচারক রাজপুত ব্রিজভূষণকে ৬ নম্বর অভিযোগকারিণীর অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়েছেন।

এই মামলায় দ্বিতীয় অভিযুক্ত

বিনোদ তোমরের বিরুদ্ধে আদালত ৫০৬-এর ১ ধারায় চার্জ গঠন করে। প্রথম অভিযোগকারিণীর বয়ানের পক্ষে প্রমাণ মিলেছে বলে আদালত জানিয়েছে। বাকি অপরাধের ক্ষেত্রে তোমরকে রেহাই দিয়েছে আদালত।

গত মাসে ব্রিজভূষণ আদালতের কাছে নতুন করে তদন্তের আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, যেদিনের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন তিনি কুস্তি ফেডারেশনের অফিসে তো নয়ই, এমনকি দেশেও ছিলেন না। সেই আর্জি অবশ্য আদালত খারিজ করে দিয়েছিল।

ব্রিজভূষণ এবং তোমর বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন। তোমর কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সহকারী সচিব। দিল্লি পুলিশ গত মাসে তাঁদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ধারায় চার্জশিট পেশ করেছিল। এদিন সেগুলির ওপর ভিত্তি করেই চার্জ গঠন করে আদালত।

এক নাবালিকা কুস্তিগিরকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগও ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে উঠেছিল। তবে মাঝপথেই সংশ্লিষ্ট নাবালিকার পরিবারের ইচ্ছায় সেই পকসো মামলাটি বাতিল হয়।

অরবিন্দের জামিনে স্বস্তিতে ‘ইন্ডিয়া’

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ‘তানাশাহি নেহি চলেগি।’ জামিনে মুক্তি পেয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই একটি কথাই যেন আপ তথা ইন্ডিয়া জোটকে ভোকাল টনিক দিয়ে দিল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারির ঘটনাকে সামনে রেখে এতদিন বিজেপির দমনমূলক চেহারার বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছিলেন ইন্ডিয়ার নেতারা। এবার কেজরিওয়াল জেলের বাইরে আসতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা আরও তীব্র হওয়ার আশায় বুক বাঁধছে ইন্ডিয়া জোট।

এতদিন কেজরি ও হেমন্তের জন্য দুটি চেয়ার ফাঁকা রেখে ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশের আয়োজন করা হত। এবার একজন জামিনে মুক্তি পাওয়ায় আপ তো বটেই, ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আশা, বাকি চার দফার ভোট প্রচারে শক্তি বেশ খানিকটা বাড়ল বিরোধী শিবিরের। দিল্লির সাতটির মধ্যে চারটিতে লড়ছে আপ। বাকি তিনটিতে লড়ছে কংগ্রেস। হরিয়ানার একটি আসনে লড়ছে আপ। একমাত্র পঞ্জাবে একক শক্তিতে লড়ছে

কেজরির দল। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি ও হরিয়ানায় ইন্ডিয়া জোটের যৌথ প্রচারে কেজরিওয়াল শামিল হলে খেলা ঘুরবে বলে ধারণা আপ নেতাদের। দলের এক নেতা বলেন, ‘আমরা এতদিন ধরে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রচার চালাচ্ছিলাম। তবে কেজরিওয়াল যে আমাদের মধ্যে সবথেকে ভালো বক্তা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শীঘ্রই উনি প্রচারে নামবেন।’

দিল্লি ও হরিয়ানায় ২৫ মে ভোট। পঞ্জাবে ভোট হবে ১ জুন। আপের এক নেতা বলেন, ‘দিল্লিতে দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনেও প্রচারে নামবেন কেজরিওয়াল।’ জানা গিয়েছে, দিল্লির সাতটির মধ্যে বেশিরভাগ আসনেই আপ ও কংগ্রেসের প্রচারে সমন্বয় থাকছে না। কেজরিওয়াল চলে আসায় সেই ফাঁক পূরণ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন আপ নেতারা। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদবদের মতো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপির বিরুদ্ধে অগ্রণী মুখ। বিজেপি ও মোদি সরকারের স্বৈরাচারী চরিত্র নিয়ে বাকিদের মতো কেজরিওয়ালও এবার তেড়েফুঁড়ে নামবেন বলে আশাবাদী আপ তথা ইন্ডিয়া নেতৃত্ব।

প্রচারের ফাঁকে খুদের সঙ্গে খুনশুটি রাহুলের। শুক্রবার

দাভোলকরের দুই খুনির যাবজ্জীবন

পুনে, ১০ মে : মহারাষ্ট্রে যুক্তিবাদী আন্দোলনের শীর্ষনেতা নরেন্দ্র দাভোলকর খুনের ঘটনায় শুক্রবার দুই আততায়ী শরদ কালাসকর এবং শচীন আন্দুরেকে ‘দোষী’ সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল পুনের বিশেষ সিবিআই আদালত। তবে তথ্যপ্রমাণের অভাবে বীরেন্দ্র সিং তাওড়ে, আইনজীবী সঞ্জীব পুনালেকর এবং বিক্রম ভাবেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে তাওড়ে, আন্দুরে এবং কালাসকর কারান্তরালে থাকলেও পুনালেকর এবং ভাবে জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

পেশায় চিকিৎসক তথা কুসংস্কারবিরোধী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ দাভোলকরকে ২০১৩ সালের ২০ অগাস্ট গুলি করে খুন করা হয়। এই খুনের পিছনে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই চার্জশিটে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সনাতন সংস্থার নেতা বীরেন্দ্রকে ওই খুনের মামলার ‘প্রধান চক্রান্তকারী’ বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আদালত জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।

মামলার মূল সাক্ষী কিরণ কাম্বলে বলে পুনে পুরসভার এক সাফাইকর্মী আদালতে ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি জানান, দাভোলকর খুনের দিন অর্থাৎ ২০ অগাস্ট নিজের কাজ সেরে রাস্তার ধারে একটি ডিভাইডারের

বেকসুর খালাস মূল অভিযুক্ত সহ তিন

ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি পটকা ফাটার মতো শব্দ শুনতে পান। সেদিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন, এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে দু’জন গুলি চালাচ্ছে। তারপরেই ওই দুই ব্যক্তি কিরণ যে দিকে বসেছিলেন, সেদিকে পুলিশ চৌকি পর্যন্ত ছুটে আসে এবং রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা মোটরবাইক স্টার্ট করে পালিয়ে যায়। পরে দাভোলকরের দুই ঘাতক শরদ এবং শচীনকে শনাক্তও করেছিলেন কিরণ।

হুমকির ই-মেলে পাক যোগ

নয়াদিল্লি, ১০ মে : গুজরাটে ৭ মে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগের দিন আহমেদাবাদের অন্তত ১৪টি স্কুলে বিস্ফোরণ ঘটানোর যে হুমকি মেলে এসেছিল তার সঙ্গে পাক যোগ রয়েছে। এই তথ্য দিয়েছে আহমেদাবাদ পুলিশ। মেল আসার তারিখটি ছিল ৬ মে। শুক্রবার আহমেদাবাদ পুলিশের অপরাধ দমন শাখার যুগ্ম কমিশনার শারদ সিঙ্ঘল জানিয়েছেন, প্রথমে মনে হয়েছিল মেলগুলি রাশিয়া থেকে পাঠানো হয়েছে। পরে তদন্তে জানা গিয়েছে ই-মেলের প্রেরক তোহিক লিয়াকত। সে পাক সেনাছাউনিতে আহমেদ জাভেদ নামে কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে সে যুক্ত।

ছত্তিশগড়ে সংঘর্ষে হত ১২ মাওবাদী

বস্তার, ১০ মে : কয়েকসপ্তাহের ব্যবধানে ছত্তিশগড়ে ফের বড়সড়ো সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার বস্তারে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ১২টি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন গাঙ্গালুর থানা এলাকায় পিদিয়া গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ, জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), সিআরপিএফ ও কোবরার যৌথবাহিনী। নিরাপত্তাকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনী। কয়েক ঘণ্টা সংঘর্ষের পর ১২ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে।

দক্ষিণ বস্তার পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কমলোচন কাশ্যপ বলেন, ‘বিজাপুর জেলাসদর থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরের জঙ্গলে এক মাওবাদী নেতার লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। সংঘর্ষের জায়গা থেকে ১২টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও মাওবাদী লুকিয়ে থাকতে পারে সন্দেহে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।’ এর আগে ১৬ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের কাঁকের জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ২৯ জন মাওবাদী প্রাণ হারিয়েছিল।

নিজের গড়েই লড়াই কঠিন হচ্ছে পঙ্কজার

মুম্বই, ১০ মে : ২০০৯-এ কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ’র অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন, ’১৪-য় বিজেপির অনুকূলে পালাবদল। শেষে ২০১৯-এর মোদি ঝড়। জাতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যেদিকেই মোড় নিক না কেন গত ৩টি লোকসভা ভোটে বিজেপির অনুকূলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে মহারাষ্ট্রের বিড। প্রতিবারই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে আসনটি ধরে রেখেছে বিজেপি। এই কেন্দ্রে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শারদ পাওয়ারের এনসিপি’র প্রাপ্ত ভোট কখনই ৪০ শতাংশের গণ্ডি ছাড়ায়নি। এবার সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার আশা-আশঙ্কায় দুলছে বিরোধী-শাসক দু’পক্ষই।

গত দু’বার এখানে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী প্রয়াত গোপীনাথ মুন্ডের স্ত্রী প্রীতম মুন্ডে। এবার তাঁর বড় মেয়ে পঙ্কজা মুন্ডেকে প্রার্থী করেছে দল। লক্ষ্য মুন্ডে পরিবারের খাসতালুকে মুন্ডেদের ক্ষুণ্ণ না করে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া সামাল দেওয়া। তবে সেই উদ্দেশ্য কতটা পূরণ হবে তা নিয়ে উদ্বেগে প্রদেশ বিজেপির অনেক নেতাই। প্রকাশ্যে অবশ্য সবাই পঙ্কজার সহজ জয়ের দাবি করছেন। তবে মারাঠওয়াড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে মারাঠা-অমারাঠা মেরুকরণের গল্প। যে

মেরুকরণে বদলে গিয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতির চেনা সমীকরণ।

ওবিসি স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে মারাঠা সমাজ। নিজভূমে শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের দাবি আদায়ের স্বার্থে গোষ্ঠীগত ‘ওজন’ বোঝাতে মরিয়া মারাঠারা। এতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ওবিসি স্বীকৃতি পাওয়া গোষ্ঠীগুলি। ভোটবাক্সে যে মেরুকরণ গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এনডিএ বা ইন্ডিয়া কোনও

জোটকেই সরাসরি সমর্থনের কথা ঘোষণা করেননি মারাঠা সংরক্ষণ আন্দোলনের নেতা মনোজ জারাঙ্গে পাটিল। যদিও কেন্দ্রওয়াড়ি মারাঠা ভোট যে ‘স্বজাতি’র দিকে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে তা এককথায় স্বীকার করছে সব পক্ষই। একটি স্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল গোবর্ধন রাঠোর বলেন, ‘আমি গত ৬০ বছরে মারাঠা ও ওবিসিদের মধ্যে এই ধরনের মেরুকরণ দেখিনি। দুই গোষ্ঠীর মানুষরা সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে একে অন্যকে এড়িয়ে চলছেন।

বিড়ে ওবিসি ভোটারের সংখ্যা সাড়ে ৩ লক্ষ। মারাঠাদের সংখ্যা ৬ লক্ষের বেশি। এছাড়া এখানে মুসলিম ভোটার প্রায় ৩ লক্ষ। কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে দাবি আদায়ে এতদিন বিজেপি-একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনার দিকে তাকিয়ে ছিল মারাঠারা। সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় লোকসভা নির্বাচনে মারাঠা ভোট বিরোধী শিবিরে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেই সম্ভাবনা আঁচ করেই এবার এই কেন্দ্রে মারাঠা প্রার্থী দিয়েছে শারদ পাওয়ারের নতুন দল।

অজিত পাওয়ারের এনসিপি অবশ্য এবার বিজেপি প্রার্থী পঙ্কজার হয়ে ময়দানে নেমেছে। অজিত ঘনিষ্ঠ স্থানীয় এনসিপি বিধায়ক ধনঞ্জয় মুন্ডেও পঙ্কজার পক্ষে প্রচার করছেন। তাতেও উদ্বেগ কাটছে না পঙ্কজার অনুগামীদের। মারাঠা আর সংখ্যালঘু ভোট একজোট হয়ে কংগ্রেস-শিবসেনা (ইউবিটি) সমর্থিত শারদ গোষ্ঠীর প্রার্থীর ঝুলিতে গেলে অনেক হিসাব বদলে যেতে পারে। প্রচারে ঝড় তুলে এখন সেই ছক ভেস্তে দিতে ব্যস্ত গেরুয়া ব্রিগেড।

রংদার রোদ্দুর

প্রচ্ছদ কাহিনী রিকশা

আর কতদিন তাকে পথে দেখা যাবে, কোনও ঠিক নেই। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সর্বত্র হারিয়ে চলেছে রিকশা। একসময় যা মানুষের অনিবার্য সঙ্গী ছিল। এখন টোটো এবং অটোর দাপটে গ্রাম থেকে মফসসল, শহর থেকে মহানগরে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এবারের প্রচ্ছদে বিষয় সেই পরিচিত যান রিকশা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : দীপায়ন বসু, সন্দীপন নন্দী ও সাহানুর হক
গল্প : শুভময় সরকার ও নির্মাল্য আচার্য
কবিতা : দেবার্ঘ্য সাহা, রবীন বসু, হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুমার দত্ত, অরুণ চক্রবর্তী, গণেশচন্দ্র রায়, সৈকত পাল মজুমদার ও শংকর নাইয়া

ধারাবাহিক অলীক পাখি, পর্ব ২

স্লিভে স্বস্তি

ভ্যাপসা গরমে জেরবার? হাল আমলের ফ্যাশনের সঙ্গে মানানসই স্লিভলেস গরমে বাড়তি স্বস্তি দেয়। ফ্যাশনটাও জরুরি।

দিন গিয়েছে ভাবনার

স্লিভলেস পোশাক নিয়ে বাঁকা-চোখে দেখা ও মন্তব্য করার দিন প্রায় শেষ। আসলে, সময় বদলেছে। গরমে স্বস্তি চাইলে স্লিভলেস পোশাক বেছে নিতেই পারেন। তবে স্লিভলেস পোশাকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও শারীরিক কাঠামোর দিকটাও মাথায় রাখবেন।

সুতির স্লিভলেস

এবছরও গরমের ফ্যাশনে সুতির কাপড়ের দাপট রয়েছে। তার ওপর ব্লকপ্রিন্ট, এমব্রয়ডারি, স্ক্রিন প্রিন্ট ও হালকা সুতোর কাজ করা স্লিভলেস পোশাক, বর্তমানে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। দেশি তো বটেই, ওয়েস্টার্ন ড্রেসের অনেক স্লিভলেস পোশাক আছে। স্লিভলেস ওয়েস্টার্ন আউটফিটে মানানসই তো বটেই। সঙ্গে দেশীয় আউটফিটেও মন্দ লাগে না। এবারের ভ্যাপসা গরমের ফ্যাশন ট্রেন্ড।

ফ্যাশন ট্রেন্ডে স্লিভলেস

ইউনি ক্যাম্পাস, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা অথবা কোনও ইভেন্টে স্লিভলেস, যে কোনও পোশাকই মানিয়ে যায়। স্লিভলেস সালোয়ার-কামিজ, জিনসের সঙ্গে স্লিভলেস কুর্তি বা টপস অহরহ ফ্যাশন সচেতন নারীরা পরে থাকেন। আবার অনেকে শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন হালকা রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ।

যেভাবে পরবেন

যে কোনও ক্ষেত্রে পার্টিতে পরার জন্য শাড়ির সঙ্গে অনেকেই স্লিভলেস ব্লাউজ বেছে নেন। তাই শাড়ির সঙ্গে মানায় এমন অন্য রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ দেখতে দারুণ লাগে। যদি শাড়ি এড়িয়ে চলতে চান তাহলে পরতে পারেন স্লিভলেস কামিজ। আরও আছে কুর্তি বা টপস। কামিজের বা ফতুয়ার কাটিং যেমন তেমন হোক, হাতা স্লিভলেস হওয়াই ভালো। কারণ তা গরমে আরামদায়ক হবে আবার ফ্যাশনেবলও হবে।

কী পরবেন সঙ্গে

প্রচণ্ড গরমে স্লিভলেস পোশাকের সঙ্গে পালোজ্জা বা লেগিংস মানাবে। পোশাক অনুযায়ী বেছে নিন। মনে রাখতে হবে, স্লিভলেস পোশাক পরলে হাতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি। নয়তো সূর্যের কড়া আঁচ আপনার হাতকে রেহাই দেবে না। প্রতিদিন বাড়িতে ফিরে যে কোনও স্ক্রাব দিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের ওপর সারাদিন ধরে নানা ময়লা জমে। স্ক্রাব করলে সেই ময়লা দূর হয়ে যাবে। কারণ সারাদিন হাত খোলা থাকার ফলে অনেক ধুলো জমে। এই ধুলোও পরিষ্কার করতে হবে।

নকশা

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আর্মহোলের কাট। আর্মহোলের মাপ অনুযায়ী হতে হবে। আর্মহোলের কাট ঠিক না হলে বাজে লাগবে। অনেক ফ্যাশন হাউসে স্লিভলেস ফতুয়া, কামিজসহ হালকা ও রকমারি রঙের পোশাক দেখা যাচ্ছে। এখন প্রায় সব বড় ব্র্যান্ডই স্লিভলেস পোশাক নিয়ে হাজির। ওয়েস্টার্ন আউটফিটের হাউসের মধ্যে ক্যাটস আই, এক্সটাসি, ইয়েলো, লা রিভে হরেক ধরনের কাটিংয়ের স্লিভলেস পোশাক নিয়ে এসেছে। দেশীয় ফ্যাশন হাউসেও পাবেন পছন্দের স্লিভলেস পোশাক। গজ কাপড় কিনে বানিয়ে নিতে পারেন মনের মতো স্লিভলেস পোশাক।

স্মার্ট হতে চান? এসব কথা কখনোই নয়

স্মার্টনেস। শুধু বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেও আসাটা জরুরি। কিন্তু স্মার্টনেসের বিষয়টা কীভাবে বুঝবেন? সুন্দর আর সবার সঙ্গে আচার-ব্যবহার মার্জিত বলে! একইসঙ্গে দারুণ দেখতে। না, স্মার্ট হতে চাইলে ভালো দেখতে হলেই হবে না। নিজেকে দক্ষ বানানোর আত্মবিশ্বাসও রাখতে হবে। পরিপাটিভাবে নিজেক তুলে ধরার গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে আর কত যাচাই করবেন। নিজের কথাবার্তা, আচার-আচরণে 'স্মার্ট' হতে পারা একটা বড় বিষয়। কিন্তু স্মার্ট হতে গেলে কিছু জিনিস আমরা খেয়াল রাখি না। সত্যি বলতে, কথাগুলো আসলে বলা উচিত নয়। সেগুলোই একটু দেখে নেওয়া যাক।

'আমাকে দিয়ে হচ্ছে না' কিংবা 'পারব না'

কারও পক্ষে সবজান্তা হওয়া সম্ভব নয়। সব কাজে তার দক্ষতাও সম্ভব নয়। কিন্তু জীবনের কোনও সময়ে কিছু কাজ আপনাকে করতেই হবে। এসব কাজ পারব না আগেই বলা খারাপ। কারণ আপনি নিজেও জানেন না এই কাজের দক্ষতা আপনার আছে কিনা! দুম করে আমি পারব না বললে খারাপ দেখায়। বরং বিবেচনা করার জায়গা রাখুন। সময় থাকলে বলুন যে, আপনি চেষ্টা করবেন। অথবা আপনি সাজেশন দিন কীভাবে কাজের সমাধান করা যায়।

'এগুলো কোনও ব্যাপার!'

কেউ স্মার্ট। তাই বলে নিজের ঢোল নিজে পেটানোর মানে হয় না। নিজেকে জাহির করলে বরং অন্য মানুষ খারাপ মনে করবেন। ভাববেন, আপনি অহংকার দেখাচ্ছেন। আপনি কাজ করলে এমনিতেই স্বীকৃতি পাবেন। আলাদাভাবে আর গুণগান করার দরকার নেই।

'আমার কী দোষ'

ভুল করলে তা স্বীকার করা দরকার। মানুষের তো ভুল হবেই। ভুল হলে সেটা স্বীকার করে নিলে বরং আপনার স্মার্টনেস বোঝা যাবে। অন্যের ভুল নিয়ে খোঁচানোর দরকার নেই। ভুল যদি আপনার হয় সমাধান বের করুন। অন্যকে দোষ দিতে যাবেন না। যদি কারো ভুল হয় তাহলে ওই লোকের ব্যক্তিত্ব অনুসারে বোঝানোর চেষ্টা করুন। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে উঠলে ওই মানুষটিকে এড়িয়ে চলুন।

'ব্যাকডেটেড লোক'

সবার সঙ্গে কিন্তু সবার রুচি মেলে না। আপনি হয়তো আধুনিক ভাবনার মানুষ বা লাইফস্টাইল মানেন। তা বলে অন্য কাউকে সেকেলে বলতে পারেন না। সমাজের প্রথা অনুসরণ করাও খারাপ কিছু নয়। এভাবে আপনি অন্য মানুষদের স্বস্তি নষ্ট করতে পারেন। আপনাকে অনেকে ভুল বুঝতে পারে।

'বয়স বুড়িয়ে যাচ্ছে, এখনই বিয়ে করো', 'বেবি নিচ্ছ না কেন', 'চাকরির এই অফার বলদরাই ছাড়ে' বা 'খেপে যাওয়ার কী হল!'

'স্মার্ট' ব্যক্তি আরেকজনকে বিয়ে, সন্তান, পরিবার-পরিকল্পনা, ওজন, কেরিয়ার—এসব নিয়ে গায়ে পড়ে পরামর্শ দেন না। অবান্তর সব প্রশ্নও করেন না। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানো মানে নিজেকে স্মার্ট প্রমাণ করা নয়।

'বোকামি কেউ করে?'

কেউ একজন ভুল বা বোকামো করেছে। তার মনের ঝড় বোঝা তখন কঠিন। অনেকের অভ্যাস থাকে, আগ বাড়িয়ে কথা বলা। এই বোকামোর বিষয়টা যদি আপনার কোনও ক্ষতি না করে তাহলে আপনার এখানে কিছু বলার নেই। যদি সে নিজে থেকে এসে পরামর্শ না চায়, এগোবেন না। বরং শোধরানোর মতো সমাধান দিন, যদি সে চায়। অথবা সহানুভূতি দেখাতে চুপ থাকুন।

ঘামে নাজেহাল, সাজ বেহাল?

গরমে নন্দিনীদের পছন্দ হালকা সাজগোজ। গরমে ঘামে সব ধুয়ে মুছে যায়। তাই এ সময়ের সাজগোজে হতে হবে একটু অন্য রকম!

সাজগোজের আগে ভালো করে ত্বক পরিষ্কার করে নিন। ত্বকের রোমকূপে যেন ময়লা জমে না থাকে। মুখ পরিষ্কার করে বরফ ঘষে নিন। বরফের জল শুকিয়ে গেলে তারপর শুরু করুন সাজ। এরপর বেছে নিন শুষে নেয় এমন প্রাইমার। এই ধরনের প্রাইমার ব্যবহার করলে সাজ সহজে ধুয়ে যাবে না।

চোখের সাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন ওয়াটার প্রুফ আইলাইনার। গরমে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি গলে যায় চোখের সাজ। তাই চোখের সৌন্দর্য ধরে রাখতে ভালো একটি আইলাইনার ব্যবহার করুন। আর যদি কাজল দিতে চান সেক্ষেত্রে কাজলের উপর আইশ্যাডোর প্রলেপ দিন।

বাড়িতে বিরিয়ানি

পাঁচতারা হোটেলের বিরিয়ানি এবার আপনার রান্নাঘরে

খাসির মাংসের দম বিরিয়ানি

যা যা লাগবে : হাড়সহ খাসির মাংস ১৫০০ গ্রাম, টক দই ৩০০ গ্রাম, সরষের তেল ২৫০ গ্রাম, লংকাগুঁড়ো ১০ গ্রাম, আদা রসুন বাটা ২০০ গ্রাম, লবণ পরিমাণমতো, গরমমশলা ৫ গ্রাম, ঘি ১৫০ গ্রাম, ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ২০ গ্রাম, জয়ত্রী ৩ গ্রাম, জায়ফল ৫ গ্রাম, জাফরান ১ গ্রাম গরম জলে ভেজানো, কাঁচালংকা ২০ গ্রাম, আলুবোখারা ১০ গ্রাম, পেস্তা বাদাম ২০ গ্রাম, কিশমিশ ১০ গ্রাম, গুঁড়ো দুধ ১০০ গ্রাম, বাসমতি চাল ১ কেজি, হাঁড়ি সিল করার জন্য আটা ১/২ কেজি।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে মাংসটা ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এরপর মাটন টক দই, সরষের তেল, লংকাগুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, লবণ পরিমাণমতো, গরমমশলা, ঘি, জয়ত্রী, জায়ফল, ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মেরিনেট করে নিন। এরপর মাটনটা ২ ঘণ্টার জন্য রেখে দিন। একটি বড় হাঁড়িতে ৫ লিটার জল নিন। এতে একটুকরো কাপড় বা পরিষ্কার রুমালে দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা বেঁধে ছেড়ে দিন। জল গরম হলে তাতে কিছুটা লবণ, চাল দিয়ে ৫০ শতাংশ সেদ্ধ করে একটি ছাঁকনিতে জল ঝরিয়ে নিন। বড় পাত্রে হালকা ঘি লাগিয়ে নিন।

এরপর মেরিনেট করা সম্পূর্ণ মাটন দিয়ে সমান করে বসিয়ে তার ওপর কিছুটা গুঁড়ো দুধ ছিটিয়ে দিন। তার ওপর আধসেদ্ধ চাল দিয়ে তার মধ্যে আলুবোখারা, এরপর ধনেপাতা কুচি, পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, পেস্তা বাদাম কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। বাকি গুঁড়ো দুধ ও জাফরান জল ছিটিয়ে দিয়ে আটার ডো বানিয়ে সেটা দিয়ে পাত্রের ঢাকনা সিল করে দিন। একটি তাওয়ার ওপর হালকা আঁচে ঘণ্টাখানেক রাখুন। এই সময় ঢাকনার ওপর জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে দিন। কয়লা না দেওয়া সম্ভব হলে আরেকটি তাওয়া গরম করে ঢাকনার ওপর দিয়ে রাখুন। এভাবে ওটা ৫-৬ বার গরম করে রাখুন। ঘণ্টাখানেক পর ওভেন বন্ধ করে সিল করা অবস্থায় অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। ব্যাস, তৈরি মজাদার খাসির মাংসের দম বিরিয়ানি।

রুটি কেন গোল হয়?

প্রচলিত কথা : বহুযুগ আগের কথা। সৈন্যরা যখন যুদ্ধে যেতেন তখন এই রুটি তাঁদের খাবার হিসাবে সঙ্গে দেওয়া হত। তখন এর আকার ছিল একটি বাটির মতো, যার মধ্যে সবজি বা ওই জাতীয় কিছু ভর্তি করে দিয়ে দেওয়া হত। তখন থেকেই রুটি বানানো শুরু হয় গোল আকারে। এরপর থেকে যুগের পর যুগ সেইভাবেই বানিয়ে আসা হচ্ছে।

রুটি ভালোভাবে ফুলতে সাহায্য করে : অনেকের রুটি ভালোভাবে ফুলে ওঠে, অনেকের ক্ষেত্রে আবার ঘটে উলটোটা। যখনই রুটি ফোলে না, তখন আমরা প্রায়ই আটা বা ময়দার দোষ দিই। কিন্তু, ফুলকো রুটি বানাতে গেলে ভালো করে রুটি বেলতে হয়। অর্থাৎ, সঠিকভাবে রুটি ফোলার জন্য সমানভাবে গোল করে বেলতে হয়।

তাপ সমানভাবে ছড়াতে সাহায্য করে : রুটি যদি গোল করে না হয়ে মানচিত্রের আকার হয়, তাহলে চারদিকে সমানভাবে তাপ ছড়াতে পারে না। যে কারণে একদিক ফুলে গেলেও আরেক দিক চুপসে থাকে। এই কারণেও রুটি গোল করে তৈরি করা হয়। রুটির আকৃতি গোল হওয়ার কারণে কেন্দ্র থেকে গোলাকার অংশের দূরত্ব সব দিকে সমান হয়। এতে রুটি ভাজার পর তা কাঁচা থাকে না। কারণ, সব জায়গায় তাপ সমানভাবে লাগে।

ত্বক বুঝে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন

চাঁদিফাটা রোদ। এই সময় ত্বকে কিছু দিন বা না দিন সবসময় সানস্ক্রিন দিতেই হবে। তবে, ত্বকের সঙ্গে মানানসই সানস্ক্রিন মাখতে হবে।

চাঁদিফাটা রোদ। এই সময় ত্বকে কিছু দিন বা না দিন সবসময় সানস্ক্রিন দিতেই হবে। তবে, ত্বকের সঙ্গে মানানসই সানস্ক্রিন মাখতে হবে। সানস্ক্রিনের গায়ে এসপিএফ ৩০ বা ৫০ এমন লেখা থাকে। এই এসপিএফ ত্বককে ইউভি-বি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয়। ইউভি-এ রশ্মির সুরক্ষা নিশ্চিত করে পিএ+, পিএ++, বা পিএ+++ অথবা ব্রড স্পেকট্রাম। এই বিষয়টি বোঝা জরুরি।

সানস্ক্রিন দু-রকমের। কেমিক্যাল ব্লকিং ও ফিজিক্যাল বা মিনারেল ব্লকিং। কেমিক্যাল সানস্ক্রিনগুলো কীভাবে কাজ করে? ইউভি রশ্মিকে ত্বকে শোষণ করে নেয় ও পরে ছেড়ে দেয়। এই ধরনের পণ্যের প্রধান অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট হল অ্যাভোবেনজন, অক্সিবেনজন, অক্টিসালেট, অক্টোক্রাইলিন, হোমোসালেট ও অক্টিনোক্সেট। ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন ত্বকের ওপর বসে থাকে আর ইউভি রশ্মিকে প্রতিফলিত করে। এর প্রধান উপাদান জিংক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড। এছাড়া আছে মিক্সড সানস্ক্রিন। এতে কেমিক্যাল ও মিনারেল সানস্ক্রিনের উপাদানগুলো একসঙ্গে মেশানো থাকে। বর্তমানে এই ধরনের সানস্ক্রিনের জনপ্রিয়তা অনেক।

শুষ্ক ত্বক : শুষ্ক ত্বকে কেমিকেল সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে সেরামাইড, হায়ারুলাইড অ্যাসিড আছে কিনা দেখে নিন।

তৈলাক্ত ত্বক : তৈলাক্ত ত্বকে ঘাম হয় প্রচুর। তাই এ ধরনের ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। এ ধরনের ত্বকে জেল ও ম্যাটিফায়িং সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে।

সংবেদনশীল : ব্রণপ্রবণ ত্বকে অয়েল-ফ্রি ফর্মুলার, নন-কমেডোজেনিক মিনারেল সানস্ক্রিন ভালো। অর্থাৎ জিংক অক্সাইড বা টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ, সুগন্ধমুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত।

ব্রণপ্রবণ ত্বকে অয়েল-ফ্রি ফর্মুলার, নন-কমেডোজেনিক মিনারেল সানস্ক্রিন ভালো। সুগন্ধমুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত।

রুক্ষ চুল, এড়ান ভুল

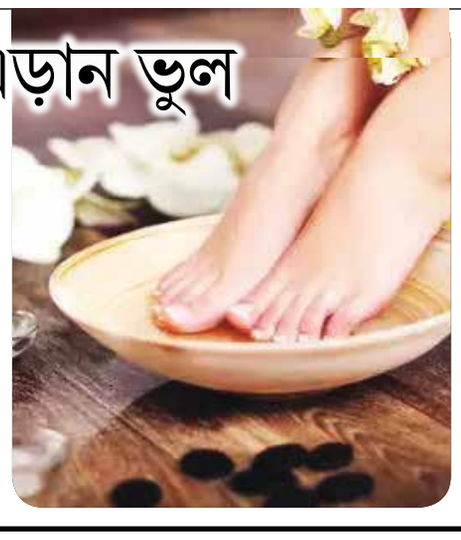

ঝলমলে স্বাস্থ্যকর চুল পেতে কে না চায়! কিন্তু এই প্রচণ্ড গরমে সারাক্ষণ ঘামছে মাথার ত্বক। পরিষ্কার করতে তাই বারবার আমরা হয়তো শ্যাম্পু করছি। এতে চুল পরিষ্কার হলেও হয়ে উঠছে রুক্ষ। শখের চুল চট করে ছোট করে ফেলাও তো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাহলে উপায়? চুলের রুক্ষতা দূর করার রয়েছে সহজ উপায়। বাড়িতে থাকা সহজ তিনটি উপাদানেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কলা, মধু ও অলিভ অয়েল কমবেশি আমাদের সবার বাড়িতেই থাকে। এই তিন উপাদান মিলিয়ে তৈরি প্যাক সপ্তাহে দুই-তিন দিন মাখলে পাবেন আপনার সমস্যার সমাধান। চলুন জেনে নিই কী করে তৈরি করবেন এই প্যাক।

ব্লেন্ডারে একটি পাকা কলা দিন। তার সঙ্গে মেশান ১ টেবিল চামচ মধু ও ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল। ভালো করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি আপনার হেয়ার প্যাক।

এই প্যাক মাখার আগে চুল ভালো করে আঁচড়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, চুলে যেন কোনও জট না থাকে। এবার পুরো চুলে এই মিশ্রণ মেখে রাখুন আধঘণ্টা। তবে যাদের মাথার ত্বক খুব তৈলাক্ত, তারা শুধু চুলের নীচের দিকে এই মিশ্রণটি মাখুন। নিয়মিত এই প্যাক ব্যবহারে পাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত সুন্দর ঝলমলে চুল।

সমবেত।। *শিলিগুড়ির প্রথম আলো উৎসব কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি সংগঠনের ষষ্ঠ বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান।*

জন্মদিনে বই প্রকাশ

মেয়ের জন্মদিনে মেয়েকে নিয়েই লেখা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ মায়ের। আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রকাশের পর মেয়ে সঞ্চিতা ঘোষকে উপহার দিলেন মা জয়ন্তী মণ্ডল। সম্প্রতি রোববার সাংস্কৃতিক আবহে আয়োজিত ওই আসরে একক সংগীতে ছিলেন উদিশা ঘোষ, সৌরভ হাজরা, স্বপ্না উপাধ্যায়। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন ভবেশ দাস, পম্পা দাস, দ্বিজেন পোদ্দার, নিশিকান্ত সিনহা, প্রসূন শিকদার। ছড়া পাঠে ছিলেন ভবেশ দাস, সুশান্ত নন্দী। ইসলামপুরের সাহিত্যের ইতিহাসে মহিলা সাহিত্যিকদের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেন ডঃ বাসুদেব রায়। আঞ্চলিক কবিতা পাঠ করেন সঞ্চিতা ঘোষ। একক নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন তৌষার্তিক নন্দী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিশিকান্ত সিনহা। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমি নন্দী। *–সুরমা রানি*

নতুনকে স্বাগত

নববর্ষকে স্বাগত জানাতে কিছুদিন আগে আন্তজাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার আয়োজনে 'এসো হে বৈশাখ' শীর্ষকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায়। নবমিতা রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গেয়ে শোনান। কবিতা পাঠে শামিল হন মহুয়া রুদ্র, ধনঞ্জয় পাল, অর্চনা মিত্র, কণিকা দাস, নবমিতা রায় প্রমুখ। বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় যোগ দেন আশিস ঘোষ, অনিল সাহা, প্রেমানন্দ রায়, নিলয় মজুমদার প্রমুখ। বাংলা ভাষাকে দ্রুত ধ্রুপদি ভাষার সম্মান দিতে হবে বলে সজলকুমার গুহ এদিনের অনুষ্ঠানে জোরালো দাবি জানান। *–সম্পা পাল*

বিষয় ইতিহাস

জলপাইগুড়ির বাসিন্দা শিক্ষক সৌরিশ রায়ের ইংরেজিতে লেখা একটি বই প্রকাশিত হল। 'দি আনস্ক্রিপটেড চার্ট' নামে এই বইটিতে ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতের শাসকদের পাশাপাশি সমকালীন বাংলার অন্য অংশের অনেক কাহিনী রয়েছে। এর আগে সৌরিশের লেখা 'টেলস ফ্রম বেঙ্গল' নামে বইটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। *– জ্যোতি সরকার*

চেতনার রঙে

সম্প্রতি গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ঘরে লেখক ও কবি প্রদীপকুমার বর্মনের লেখা 'আমারই চেতনা রঙে' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ সংঘের সভাপতি প্রদ্যুৎ সাহা। প্রদীপ বললেন, 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ওপর লেখা এই বইটিতে পাঁচটি গল্প, ২০টি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ রয়েছে।' *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

দীপায়নের তৃতীয়

ল্যাপটপের কিবোর্ডে বাঁ হাতের একটি আঙুল দিয়ে ২০১৮ সালে লিখেছিলেন 'দ্য উম্ব'। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে এই গল্প দিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন জলপাইগুড়ি আনন্দপাড়ার লেখক দীপায়ন চক্রবর্তী। সম্প্রতি স্থানীয় স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সভাঘরে শহরের বিশিষ্ট লেখকদের পাশে নিয়ে প্রকাশ করলেন তাঁর তৃতীয় বই 'টিনটেড'। ১৪টি ছোটগল্পের সমাহার। বইয়ের প্রকাশনার দায়িত্বে দিল্লির এক প্রকাশক। বয়ঃসন্ধি, অ্যাডভেঞ্চার, ফ্যান্টাসি, সাইকোলজিকাল থ্রিলার সমস্ত ধরনের স্বাদই থাকছে দীপায়নের এই বইটিতে। ২০০৯ সালে সেরিব্রাল অ্যাটাকে দীপায়নের শরীরের ডান দিকটি প্রায় অসাড় হয়ে যায়। জোর পান না সেই দিকে। বাঁদিকের অন্যান্য অঙ্গও সঙ্গ দেয় না তাঁকে। সেই হাতের একটি আঙুল দিয়েই লিখেছেন এই 'টিনটেড'। এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষে কবি গৌতম গুহ রায় বললেন, 'দীপায়ন শুধু একজন লেখকই নন, জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ করে জয়ের আলো ছিনিয়ে আনার জ্বলন্ত উদাহরণ।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সৌভিক কুন্ডা, অসীমা সরকার, দিগন্ত চক্রবর্তী, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। *-জ্যোতি সরকার ও অনীক চৌধুরী*

হারমোনিকা বা বলা ভালো মাউথ অর্গান মানেই অনাবিল এক আনন্দ। যাঁরা এর সুরে একবার ভালোমতো মজেছেন আর বেরোতে পারেননি। একটা সময় খুব জনপ্রিয় হলেও আজ এই বাদ্যযন্ত্র অনেকটাই ব্যাকফুটে। তবু আজও কেউ কেউ একে আঁকড়ে। লিখলেন **অনীক চৌধুরী ও অনসূয়া চৌধুরী**

হৃদয়ে হারমোনিকা

অবসর সময়ে মাউথ অর্গানে মজে দেবরাজ বর্মন।

হিন্দি চলচ্চিত্রে হারমোনিকা বা মাউথ অর্গানের আগমন সম্ভবত অশোককুমারের হাত ধরে ১৯৬৬ সালে 'আফসানা' ছবিতে। ১৯৭৫ সালে 'শোলে' সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের বাজানো সেই মাউথ অর্গান তো আজ রীতিমতো এক নস্টালজিয়া। এরপর বেশ কিছু বছর বলিউড সিনেমায় হারমোনিকার দাপট চললেও পরবর্তীতে গিটারের কাছে তার জায়গা ছেড়ে দেওয়া। শেষের সেই শুরু। মাউথ অর্গান বাজান এমন কাউকে আজকাল খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিনই। জলপাইগুড়ি শহরে এই খোঁজ চালাতে গিয়ে তো রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা। গোটা শহর খুঁজে মাত্র তিনজনকে কোনওমতে পাওয়া গেল।

ত্রয়ীর অন্যতম এবারে লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেই দেবরাজ বর্মনকে প্রশ্ন, মাউথ অর্গানের দিকে ঝোঁকটা কীভাবে? উত্তর এল, 'একদিন বন্ধুর বাদ্যযন্ত্রের দোকানে আলাপ হয় পান্না মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মাউথ অর্গান আর্টিস্ট হিসেবে ওঁর বেশ পরিচিতি। আমিও এই বাদ্যযন্ত্র বাজানো শিখব বলে ওঁকে আবদার করি। উনি আমাকে মানা করতে চাইলেও আমি নাছোড়বান্দা। তারপর থেকে যাত্রা শুরু। কিন্তু বছর দেড়েকের মাথায় লকডাউনে সব ওলটপালট। শেখা বন্ধ। কী করব বুঝে না পেয়ে অনলাইন ক্লাসে ঢুকে পড়ি দুর্গাপুরের স্বরূপ মিত্রের কাছে। স্বরলিপি সহ বেশ কিছু সরগম শেখা।'

শহরের হারমোনিকা প্লেয়ার অভিজিৎ নাগ অর্থাৎ বকুলদার গল্পটা একটু আলাদা। ১৯৮৫-তে হাতেখড়ি কাকা রঞ্জিত নাগের কাছে। কিছুটা শিখে কলেজে অর্কেস্ট্রা দল তৈরি করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছেন অনেকদিন। পরে অন্যদের এই বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখা শুরু করেন। কী কারণে মাউথ অর্গানের ব্যাকফুটে চলে যাওয়া? অভিজিতের ব্যাখ্যা, 'আমার মনে হয় মাউথ অর্গানে সেভাবে আওয়াজ হয় না বলে এটি সেখানে মঞ্চে কোনওদিন জায়গা করে উঠতে পারেনি। গিটার, ড্রামের আওয়াজের কাছে তাকে অনেকটাই পিছু হটে যেতে হয়।' তবে ইদানীং বেশ কয়েকজন মাউথ অর্গান নিয়ে আগ্রহ দেখানোয় অভিজিৎ এই বাদ্যযন্ত্রের ভবিষ্যতে কিছুটা হলেও আশা দেখতে পারছেন।

এই তিনজনের একজন চিত্র পরিচালক। তাঁর তৈরি তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তাঁকে এনে দিয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সেই অভ্রদীপ ঘটক বললেন, 'গান গাইতে পারতাম না বলে ছোটবেলায় খুব দুঃখ ছিল। তা দেখে বাবা মাউথ অর্গান এনে দিয়েছিলেন। দুঃখ ভুলে একেই বাজিয়ে গিয়েছি ৩০ বছর ধরে। এতে যে কোনও গান বা সিম্ফনি বাজাই স্বচ্ছন্দে। সেই কলেজে ইম্প্রেস করার জন্য থেকে শুরু করে মধ্যরাতে বৃষ্টি ভিজে কলকাতার রাস্তায় ছোট বন্ধুবৃত্তে বাজিয়ে শুনিয়েছি। নানা স্মৃতি। নানা মডেলের দেশি-বিদেশি নানা মাউথ অর্গান আছে এখনও। আমার একাকিত্বের সঙ্গী।'

অভিজিৎ নাগ ও অভ্রদীপ ঘটক (বাঁদিক থেকে)। মাউথ অর্গানে মজে।

ফিরবে কি মাউথ অর্গানের সুদিন? অভিজিৎ, অভ্রদীপরা স্বপ্ন দেখছেন। অন্যদিকে, এই বাদ্যযন্ত্র বাজানো শরীরের পক্ষে ভালো বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন। চিকিৎসক শিলাদিত্য ভাদুড়ি বললেন, 'মাউথ অর্গান বাজালে হৃদযন্ত্রের পাশাপাশি ফুসফুস ভালো থাকে।'

ফিরে এলেন চার্লি চ্যাপলিন

উজ্জ্বল।। *শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে 'ম্যানিকুইন' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

একজন শিল্পী যখন তাঁর মৌন অভিব্যক্তি দিয়ে অন্তরের আবেগ ও উৎকণ্ঠা, তাঁর সুখ, দুঃখ, উল্লাস ও আতঙ্ককে জীবন্ত করে তোলেন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিঃশব্দ সঞ্চালনে গতিশীল জীবনের রূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন নাটকের ভাষায় তাকেই বলে প্যান্টোমাইম। গত ১০ বছর ধরে এই শিল্পকলাকে মঞ্চে 'ম্যানিকুইন' নাটকে শান দিতে দিতে একটি অত্যন্ত ধারালো হাতিয়ার করে তুলেছে শিলিগুড়ির সৃজনসেনা। সৃজনসেনা এই নাটক প্রথম প্রযোজনা করে ২০১৪ সালে।

বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে এই নাটকের দশম বর্ষপূর্তি প্রযোজনা হল। আর সেখানেই দেখা গেল চার্লি চ্যাপলিন চরিত্রে শিল্পী রমেন রায়ের বহুদিন মনে রাখার মতো নিঃশব্দ অভিনয়। সৃজনসেনা সব সময় দলগত অভিনয়ের ওপর জোর দেয়। তাই অভিনয়ে একজন শিল্পীর বিশেষ দক্ষতার কথা উল্লেখ করা হলেও এই নাটকের মূল সম্পদ পরিমিতিবোধ বজায় রেখে টিম ওয়ার্ক। এছাড়া এই নাটকে নতুন করে নজর কাড়ল আধুনিক শপিং মলের অনুকরণে মঞ্চ স্থাপত্য। মঞ্চ স্থাপত্যের এই ভাবনা নাটকের রচয়িতা, প্রয়োগ প্রধান এবং অভিনেতা পার্থপ্রতিম মিত্রের। চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রের মিউজিককে আবহে ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্রের স্বপ্নের গোলকধাঁধার আবেশ ছড়াতে মায়াবী আলোর ব্যবহারে নজর কেড়েছেন পার্থ সিনহা ও শংকর চক্রবর্তী।

চ্যাপলিন এই নাটকে একটি মলের জীবন্ত ম্যানিকুইন। তাঁর স্ত্রী স্বপ্না সেই মলের একজন কর্মী। তাঁদের ঘিরে কাহিনীর সূত্র ধরে এই নাটক দেখিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্কৃতির রথের চাকায় কীভাবে মানুষ তার ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, কীভাবে মাটির মানুষ শেকড় সুদ্ধ উপড়ে গিয়ে ছিন্নমূল হয়ে শোষণযন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, কীভাবে মানুষ ও তার মেধার সঙ্গে পণ্যের ফারাক মুছে যাচ্ছে। এসব নিয়ে নিবিড় চর্চায় গত ১০ বছর ধরে প্রতিবেশী বাংলাদেশ সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এই নাটকের প্রযোজনায় চরিত্রের মুখগুলি পালটে পালটে গিয়েছে। কিন্তু সৃজনসেনা মনে রেখেছে নাটকের প্রথম প্রযোজনার সেই মুখগুলিকে। এ দিনের মঞ্চে সেই শিল্পীদের সংবর্ধিতও করা হয়।

পরিচালক ছাড়াও নাটকে কুশীলবদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন তপন চন্দ, অনিশা চক্রবর্তী ঘোষ, দেবরাজ সিংহ, প্রমাশ্রী মিত্র, অদ্যয় চক্রবর্তী, ঈশিতা চন্দ, অনঘ পোদ্দার, নবমিতা লাহা, ঋষভ পাল, অদ্রিজা বাগচি, দেবাদৃতা পাল, জয়িতা মজুমদার, আয়ুশি কর, সৌভিক পাল, সোনালি গাঙ্গুলি চক্রবর্তী, বিশাল দাস, বিনীতা চক্রবর্তী। *–ছন্দা দে মাহাতো*

মহোৎসব

সম্প্রতি শিলিগুড়ি ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক উৎসব হয়ে গেল। এ বছর ছিল শিলিগুড়ি ভারত সেবাশ্রম সংঘের ৫০তম বার্ষিক মহোৎসব। তিনদিনব্যাপী হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন, প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহাভিষেক, পূজারতি, অন্নকূট ভোগ, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ, ভক্তিমূলক সংগীত, দীক্ষাদান ও কৃতী প্রতিযোগীদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি আয়োজিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রম থেকে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা সন্তরা। উৎসব উপলক্ষ্যে বহু ভক্ত ও শিষ্য এই তিনদিন আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। *–রীনা কর্মকার*

বই দিবস

কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক বই দিবসে শিলিগুড়ির চণ্ডাল বুকস-এ ছিমছাম এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সাহিত্যিক শ্যামলী সেনগুপ্ত প্রথম হিন্দি কবিতার বই থেকে পাঠের পর একটি ওড়িয়া গল্পের অনুবাদ পাঠ করেন। তিতির পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় সাহাকে বই বিক্রির টাকা তুলে দেন চণ্ডাল বুকসের কর্ণধার কিশোর সাহা। কবি শাশ্বতী চন্দের লেখা 'স্বাধীনতার শত সেনানী যেন ভুলে না যাই' বইটির জন্য তাঁর হাতেও সেটি বিক্রির টাকা তুলে দেওয়া হয়। কবি অসীমকুমার দাসের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছিল। *–গৌরী সরকার*

তিনদিনে ৭ নাটক

জমজমাট।। *চালসায় মঞ্চস্থ 'এক মুঠো রোদ্দুর' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

কিছুদিন আগে চালসা নাট্যোৎসব কমিটির উদ্যোগ ও চালসা শালবনি সংঘ ও চালসা কালচারাল ফোরামের সহযোগিতায় চালসা শালবনি সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল তিনদিনব্যাপী নাট্যোৎসব। উপস্থিত ছিলেন চালসা শালবনি সংঘের বর্ষীয়ান সদস্য দেবব্রত মুখার্জি, জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকি, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, নাট্য উৎসব কমিটির সম্পাদক অর্ণব ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি জীবন ভৌমিক, সহ সভাপতি সুব্রত সাহা প্রমুখ। স্বর্গীয় ভবেশচন্দ্র চৌধুরীর স্মরণে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় চালসা শালবনি সংঘের বর্ষীয়ান সদস্য দেবব্রতকে। পরিবেশিত হয় তুফানগঞ্জ ক্যানভাস পরিচালিত 'সন্ধ্যাতারা', মালবাজার অ্যাক্টোওয়ালার 'বাঁচো একদিন', জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর 'পঞ্জরা', প্রগতি যুব হলদিবাড়ির 'সেতুয়া', কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের 'সলিউশন', শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমির 'নীল নেশা' ও চালসা কালচারাল ফোরামের 'এক মুঠো রোদ্দুর'। উদ্যোক্তা কমিটির তরফে সনৎকুমার বসু বললেন, 'উৎসবকে কেন্দ্র করে সবাই যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে আমরা অভিভূত।' *–রহিদুল ইসলাম*

বইটই

বক্সার জঙ্গলে

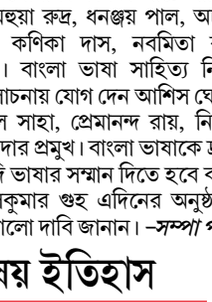

বক্সার জঙ্গল মানেই দুরন্ত এক অনুভূতি। অনাবিল আনন্দের পাশাপাশি পদে পদে বিপদের হাতছানিও। বন দপ্তরে চাকরির সুবাদে আশিসকুমার সামন্ত এই জঙ্গলকে খুব নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই **বনপথে বক্সা**-য় তুলে ধরেছেন। জানুয়ারিতে কলকাতা বইমেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত। পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বইটি কখনও কঠোর বাস্তব, কখনও বা হতাশার গ্লানিতে ভরা। গল্পের ছলে অনিমেষ বইটির পাতায় পাতায় নানা ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। অতিরিক্ত পাওনা বলতে দুর্লভ নানা ছবি। অনন্য এক সংকলন। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং।

সহায় কালী

বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গ অনন্য। আরও একবার প্রমাণিত ডঃ সুজিত ঘোষের লেখা **ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেবীতীর্থ উত্তরবঙ্গ** বইটির সূত্রে। সুজিত শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর নানা লেখা বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রশংসিতও। উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেবদেবীকে নিয়ে সুজিতের এই বইটিও সমান প্রশংসার দাবিদার। নানা দেবদেবীর মধ্যে মূলত দেবী কালীই এই বইয়ের মূলে। বিষয়বস্তু ছুঁয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গে কাঁচাকালীর আরাধনা থেকে বন্দরগছের কালী, মালদার খাসকোলের পাগলী কালী থেকে শুরু করে কালীতীর্থ উত্তরবঙ্গকে। প্রকাশক রোহিণী নন্দন।

স্মৃতিতে রমেশ

কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন ছিলেন অসাধারণ। তাঁর লেখা শতাব্দী, কুরপালা বা কাজলের মতো উপন্যাস একবার যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা হয়তো আজও তা ভুলতে পারেননি। কিন্তু খোদ লেখকই আজ অনেকটাই বিস্মৃতির অতলে। পাঠক মননে স্বমহিমায় তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে কলম ধরেছেন ডঃ দীপক সাহা। লিখেছেন **উপন্যাসশিল্পী রমেশচন্দ্র সেন**। দীপক শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত। বহুদিন ধরেই লেখালেখিতে জড়িয়ে। এই বইটিতে তিনি যেভাবে রমেশের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে উপন্যাসের বিশ্লেষণ ও শিল্পরীতিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন তা প্রশংসার দাবিদার।

প্রাক্তনীর প্রেম

এই প্রেমে সবাই পড়ে। জ্যোতি সরকারও পড়েছেন। অতিরিক্ত বলতে, স্কুলের প্রতি সেই প্রেমে **বীরপাড়া হাইস্কুল স্বপ্ন ও বাস্তবতা** শীর্ষকে আস্ত একটি বই লিখে ফেলেছেন। জ্যোতি উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক। সাংবাদিকতার পেশাগত কাঠিন্য বজায় রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত অনুভূতি যে কতটা সযত্নে পালন করা যায় তারই সাক্ষী এই বই। স্কুলের নানা খুঁটিনাটির পাশাপাশি প্রশান্তকুমার পাকড়াশি, ধ্রুবপদ সেন, গোকুলচন্দ্র মানি, বিনয় বিশ্বাসের মতো শিক্ষক, কেষ্ট সোম, মানিক দাসের মতো শিক্ষাকর্মী, স্মৃতি ঘেঁটে জ্যোতি সবাইকেই হাজির করেছেন বইটির পাতায় পাতায়। বাদ পড়েননি সতীর্থরাও।

সময়ের স্মৃতি

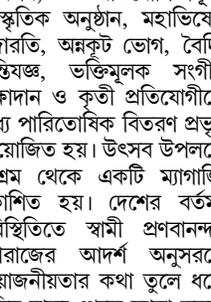

প্রচণ্ড গরমে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সেই সময়টা মনে পড়ে? সিনেমা হলে ঢুকে ঘামে ভরা গায়ের জামা খুলে দুরন্ত সেই নাচ? ডিজিটাল গ্রাসে আজ সে সমস্তই অতীত। হারিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত স্মৃতিকেই শুভজিৎ বোস ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর **সময় কথা বলে** বইয়ে। বিষয়বস্তু হিসেবে কখনও উঠে এসেছে হাতে লেখা চিঠি, কখনও বা ব্যঙ্গচিত্রশিল্প, নাট্যশিল্প, প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে সহযোগিতার হাতের মতো অনেক কিছুই। হারিয়ে যেতে বসা পিঠেপুলিও। পেশায় শিক্ষক শুভজিৎ নিয়মিতভাবে লেখালেখি করেন। এভাবেই লেখালেখি করে অনেক কিছুকেই বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর তিনি।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

বহু যুদ্ধের ঘোড়া অধীরই ওস্তাদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বহরমপুর, ১০ মে : হল্লার সঙ্গে শুন্ডি রাজার যুদ্ধ। সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত, এমন সময় ভেসে এল গুপীর সুর, 'আয় রে বোঝাই হাঁড়ি হাঁড়ি/ মণ্ডা মিঠাই কাঁড়ি কাঁড়ি।' তারপর মিষ্টির বৃষ্টি। সেই কালজয়ী দৃশ্য বাঙালির ভোলা সম্ভব নয়। মিষ্টি থেকে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করার দুঃসাহস সত্যজিৎ রায়ও দেখাননি।

কেন্দ্র সমীক্ষা

বহরমপুর

নবাবের রাজ্য বহরমপুরে নানা স্বাদের বিরিয়ানিতে চাপা পড়েছে এক বিখ্যাত মিষ্টির কথা। মাঝেমধ্যে আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সেই বাগধারার প্রচলন বহরমপুরের মনভোলানো মিষ্টি 'ছানাবড়া' থেকে। একটা মিষ্টির নাম থেকে কীভাবে বহুলপ্রচলিত বাগধারার সৃষ্টি হল, তা নিয়ে বাংলায় আর একটু চর্চা হতে পারত।

প্রায় দুশো বছর আগে কাশিমবাজারের রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ভাবনাতেই নাকি সৃষ্টি হয়েছিল ছানাবড়ার। তখন এক মন-দেড় মন ওজনের ছানাবড়া ব্রিটিশ সাহেবদের খাওয়ানো হত। ১৯৩৮ সালে নেতাজিও একমনি ছানাবড়া উপহার পেয়েছিলেন। রাজীব গান্ধিকে ২৫ কিলোর ছানাবড়া উপহার দিয়েছিলেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা শঙ্করদাস পাল। অধীর চৌধুরী, ইউসুফ পাঠান নাকি নির্মল সাহা, বহরমপুরের পেল্লাই ছানাবড়া নিয়ে কে দিল্লি রওনা হবেন, সেটাই এখন লালদিঘির পাড়ের আলোচনার মূল বিষয়।

বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রানিনগর, বেলডাঙা, নওদা এবং বহরমপুর- এই সাত বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বহরমপুর লোকসভা আসন। দিন পনেরো আগেও এই কেন্দ্রে লড়াইকে ত্রিমুখী বলা যেত। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বহরমপুরে তৃণমূল ও কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটিতে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা শোনা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে ছবিটা বদলেছে। ভোটের তিনদিন আগে সংখ্যালঘু এলাকায় বিজেপি ভীতির ভালো প্রভাব দেখা গেল। কাটাকাটির বদলে ভোট একমুখী করার কৌশলী প্রচার শুরু হয়েছে। তাতে পিছিয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবির। ফলে বহরমপুরে মূল লড়াই তৃণমূল ও কংগ্রেসের।

নতুন প্রজন্মের ভোটারদের বড় অংশ এখানে বিজেপিমুখী। তাঁরা যুক্তির ধার ধারছেন না। মোদি তাঁদের কাছে আইকন। বহরমপুরে সেই হুজুগে ভোটারের সংখ্যা কম নয়। সেই ভোট নিশ্চিতভাবে নির্মলকে বল জোগাচ্ছে। বহরমপুর নিয়ে 'ওভার কনফিডেন্স' তৃণমূলকে বিপাকে ফেলতে পারে বলে আঁচ মিলল নওদা বিধানসভার দমদমা শ্যামনগরে গিয়ে। কিছুদিন আগে এখানে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন অধীর। সেটা যে ঠিক হয়নি গাছতলার জটলায় রাখঢাক না রেখেই সে কথা বললেন শামসুল শেখ। ভিড়ে চর্চা চলল, যখন তৃণমূল ছিল না, তখন কি এত বিজেপি দেখা যেত?

পড়ন্তবেলায় কান্দিতে তৃণমূলের মাইকে বাজছিল 'ঝুমে জো পাঠান মেরি জান।' ইউসুফকে প্রার্থী করে তৃণমূল যেমন চমক দিয়েছে, তেমনই বিড়ম্বনাও কম নয়। যে বহিরাগত অস্ত্রে এতদিন শান দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেটাই বহরমপুরে বুমেরাং হয়েছে তৃণমূলের। ভোটে জিতলে গুজরাটি পাঠানকে রানিনগর, নওদা, কান্দির গ্রামে পাওয়া যাবে তো- এই প্রশ্নই মুখে মুখে।

পাঠানকে প্রার্থী করে দলে গোষ্ঠীকোন্দল চাপা দিতে চেয়েছিল জোড়াফুল শিবির। আপাতদৃষ্টিতে হুমায়ুন কবীর শান্ত। অন্যরা ডেভিডের কথামতো চলছেন। কিন্তু এই তৃণমূলের অন্দরে ধিকিধিকি তুষের আগুন। পাঠান জিতলে আম, ছালা- দুটোই যাবে বুঝে তৃণমূলের অনেক নেতা নাকি 'সিগন্যাল' অ্যাপে যোগাযোগ রাখছেন চৌধুরীবাড়িতে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের চাবি অধীরের হাতে রাখতে বদ্ধপরিকর তাঁরা।

১০ এপ্রিল দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে রেজিনগরের আব্দুলবেড়িয়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়েছিল। সেই আব্দুলবেড়িয়ায় শুক্রবার কোনও উত্তাপ দেখা গেল না। ভোটের প্রসঙ্গ তুলতে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বললেন চায়ের দোকানদার আজিজুল, 'এবার পাঠান ছক্কা মারবেন না বোল্ড আউট হবেন, সেটা হিন্দুদের উপর নির্ভর করছে অনেকটা। হিন্দু ভোটের একাংশ ভাগাভাগি হবে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। সেটা হলে ভাবলে হ্যাটট্রিক হয়ে যাবে বহরমপুরের রবিনহুডের।'

সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে পরিকল্পনা ছকার পাশাপাশি গোপনে হিন্দু ভোটের অঙ্ক কষছে অধীর বাহিনী। হিসেব মিলিয়ে দিতে পারলে সেই অঙ্কেই বাজিমাতের সম্ভাবনা, যা ঘাসফুলের বাগানে বসে টের পাওয়া কঠিন। সেই সূত্রেই বিজেপির হিন্দু ভোটের একাংশ হাত প্রতীকে পড়তে পারে। তবে পাঠানকে সহজভাবে নিচ্ছেন না অধীর। রাজনীতিতে আনকোরা হলেও প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট তারকা যে তাঁকে কাদায় ফেলে দিতে পারেন, তা পাঠানের প্রচারে ভিড় দেখে আন্দাজ করতে পারছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পাঠানকে দেখতে গ্রামগঞ্জে ঝেঁটিয়ে লোক আসছে। যদিও ভিড়ের সব ভোট ঘাসফুলে পড়বে, তার গ্যারান্টি অতিবড় তৃণমূল সমর্থকও দিচ্ছেন না।

বহরমপুরের বেশিরভাগ ভোটারই গ্রামের। তাঁদের অধিকাংশ অবশ্য পাঠানকে চেনেনই না। কখনও টিভিতে ক্রিকেট দেখেছেন হয়তো, তবে খেলাটা তাঁরা যেমন বোঝেন না, তেমনই প্লেয়ারদের চেনেন না। তাঁদের কাছে সেলেব্রিটি মানে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বা শতাব্দী রায়। পাঠান কিন্তু ভোটারদের কাছে সেলেব্রিটি নন। দৌলতাবাদ থানার মোড়ে মিষ্টির দোকানে হাসানুর আলি বললেন, 'পাঠান কোন সিনেমার নায়ক, জানি না। ওঁকে কোনও সিনেমায় দেখিনি। কী জানি কেন ছেলেগুলো ওঁকে দেখে এত লাফাচ্ছে।'

সিনেমার নায়ক যেভাবে ভোট টানেন, ইউসুফও তাই করবেন, তৃণমূলের সেই অঙ্কটা ডাহা ভুল। আশা হল, বহরমপুরের বাঘ ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছেন। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বহরমপুর 'হাত' শূন্য। সাতটি কেন্দ্রের একটিতেও কংগ্রেস বিধায়ক নেই। ভোটও কমেছে। পঞ্চায়েত ভোটে অসহায় দেখিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে। একসময়ের যে বিশ্বস্ত সঙ্গীদের রাজনীতির সব কৌশল শিখিয়েছিলেন, তাঁরা একে একে জোড়াফুলের পতাকা কাঁধে নিয়েছেন। ফলে পুরোনো কৌশল ছেড়ে নতুন চাল দিতে হবে অধীরকে।

যদিও বিধানসভা, পঞ্চায়েত বা পুরসভা ভোটের পরিসংখ্যান দিয়ে বহরমপুরে লোকসভা নির্বাচনের হিসেব মেলানো যাবে না। এই কেন্দ্রের শিক্ষিত ও সচেতন ভোটারদের বড় অংশ অধীরেই ভরসা রাখছেন। তবে এটাও ঠিক যে, দীর্ঘদিন সাংসদ থাকার কারণে প্রতিষ্ঠান বিরোধী সুর আছে। সেটা ফলাফলে বদল আনার মতো নয় অবশ্য।

বহরমপুরের ছেলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা- এই সেন্টিমেন্টটাও আছে। অধীরের লড়াকু এবং মাথা না নোয়ানো মনোভাবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন অনেকে। সেটা তাঁর বাড়তি পাওনা। তাছাড়া শেষ কথা অধীর ম্যাজিক। ত্রিদিব চৌধুরীর উত্তরসূরি হিসাবে বহরমপুরের ব্যাটন বয়ে নিয়ে যাওয়া অধীর যে রাজনীতিতে ম্যাজিক করতে পারেন, যে কোনও ব্যাটসম্যানকে বোল্ড আউট করতে পারেন, সেকথা বিশ্বাস করেন না, এমন মানুষ বহরমপুরে পাওয়া মুশকিল।

সোনাপট্টির মিস্ত্রির কারিগর পটল ওস্তাদের হাত ধরে ছানাবড়া মুর্শিদাবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবারের ভোটে অধীরই যে ওস্তাদ, তা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। এবার মিরাকল ছাড়া সংখ্যালঘু ভোট একমুখী করে অধীরের বাজিমাত হওয়া রোখা অত্যন্ত কঠিন।

ইউসুফ পাঠান

প্লাস পয়েন্ট
- বিধানসভায় ভোট বৃদ্ধি
- আইপ্যাকের প্রচার কৌশল
- ভোট মেকানিজম

গলার কাঁটা
- বহিরাগত প্রার্থী
- দলে গোষ্ঠীকোন্দল
- ভোটারদের অধীর ভরসা

অধীর চৌধুরী

প্লাস পয়েন্ট
- অধীরের ক্যারিশমা
- সংখ্যালঘুদের বিজেপি বিরোধিতা
- সচেতনদের সমর্থন

গলার কাঁটা
- দুর্বল সংগঠন
- অধীর বিরোধী হাওয়া
- সঙ্গীদের তৃণমূলে যোগ

প্রসবের পর সদ্যোজাতের সঙ্গে ১৪ বছরের মা জলহস্তী। তিরুবনন্তপুরম চিড়িয়াখানায়। শুক্রবার।

অভিযোগকারিনীর বয়ানের সঙ্গে মিল

ফুটেজ পেয়ে সচিব সহ ৩ কর্মীকে পুলিশি তলব

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১০ মে : রাজভবন না দিলেও সিসিটিভি ফুটেজ পেয়ে গিয়েছে লালবাজার। পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে রাজভবনের অন্দরের ওই ফুটেজ পাওয়া মাত্র রাজ্যপালের এক সচিব ও এক চিকিৎসক সহ ৩ জনকে পুলিশ তলব করল। যদিও তলবের কেউই সাড়া দেননি। কিন্তু পুলিশ বুঝিয়ে দিল, অনুসন্ধান লাগাম পরেনি রাজ্যপাল মুখ্যসচিবকে চিঠি লেখা সত্ত্বেও।

পূর্ত দপ্তরের থেকে পাওয়া ফুটেজে যাঁদের দেখা গিয়েছে, তাঁদের মুখের ছবির স্ক্রিনশট তুলে রাজভবনে পাঠিয়ে পরিচয় জানতে চেয়েছিল পুলিশ। ইতিমধ্যে এক সচিব সহ রাজভবনের তিন কর্মচারীকে শনাক্ত করে তলব করেছিল লালবাজার। ফুটেজ দেখে অভিযোগকারিণীর বয়ানের সঙ্গে খানিকটা মিল পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশের দাবি। ওই মহিলা যে সময়ের কথা বলেছিলেন, ফুটেজে তার প্রমাণ মিলেছে, যেখানে 'নিগৃহীতা'কে কাঁদতে কাঁদতে রাজভবন থেকে নেমে আসতে দেখা গিয়েছে। তারপর তাঁকে রাজভবনের বিশেষ সচিবের ঘরে যেতে দেখা যায়।

খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজভবনের এক মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে কয়েকদিন ধরে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যের এই সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রক্ষাকবচের সুবাদে বোস বারবার পুলিশি অনুসন্ধানকে বেআইনি বলেছেন। মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে অনুসন্ধান বন্ধ করতে বলেছেন। কিন্তু পুলিশের বক্তব্য, ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, অভিযোগটি অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এজন্য ঘটনার দিন অর্থাৎ ২ মে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছিল রাজভবনের কাছে। কিন্তু রাজ্যপালের নির্দেশে পুলিশকে তা দেওয়া হয়নি। তবে রাজভবন একটি ফুটেজ দেখিয়েছে বাছাই করা কয়েকজনকে। যেটা ছিল রাজভবনের বাইরের দিকের ক্যামেরায় তোলা ছবি। যদিও পূর্ত দপ্তরের নিজস্ব সিসিটিভির ফুটেজ শুক্রবার পাওয়ার পর পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়েছে।

রাজভবনের ৪০টি সিসিটিভি থাকলেও সেগুলি সব নীচের তলায়। ওপরে রাজ্যপাল যেখানে থাকেন, সেখানে কোনও সিসিটিভি নেই। রাজভবনের কনফারেন্স রুমের ফুটেজ তাই মেলেনি। ওই কনফারেন্স রুমে মহিলা কর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে।

অন্দরের কথা
- পুলিশ চাইলেও ফুটেজ দেয়নি রাজভবন
- পূর্ত দপ্তর কিছু ফুটেজ তুলে দেয় পুলিশকে
- তার ভিত্তিতে অনুসন্ধান শুরু লালবাজারের
- নবান্নকে আইনি সাহায্য নিতে পরামর্শ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গুজবে জল নিতে হুড়োহুড়ি

প্রথম পাতার পর

তাতেই জল ভরে নিয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ প্রয়োজনের বেশি। হায়দরপাড়া গার্লস জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সামনের স্ট্যান্ডপোস্টে সকাল থেকেই ছিল লম্বা লাইন। গতি কম থাকায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে জল সংগ্রহ করতে হয়েছে।'

বিধান রোডের গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে একটি জারবন্দি জলের কাউন্টারেও এদিন ছিল তৎপরতা। কর্মীরা একের পর এক জার ভরে এবং ডেলিভারির জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। কথা বলার জো ছিল না তাঁদের। এক কর্মী সৌরভের বক্তব্য, 'রাত থেকে অনেক অর্ডার এসেছে। আগামী ১৫ দিন তারা জল নেবে বলেছে। কেউ পাঁচ জার চেয়েছে, তো কেউ ১০ জার। এমন কথা বলার সময় নেই। সব পৌঁছাতে হবে।' ভ্যানে করে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন অনিল দাস। সূর্যনগরের কাছে তাই ভ্যানে শুয়েই জিরিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'সকাল থেকে প্রচুর জার ডেলিভারি দিয়েছি। এখন একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বের হব।'

শহরের বেশ কিছু জায়গায় যেখানে জল অপচয় হচ্ছিল, সেগুলি কিছু কিছু মেরামত করা হয়েছে। তবে মেয়রের পাড়ার রাস্তা এবং রাসবিহারী সরণিতে এদিনও অবাধে ভাঙা পাইপ থেকে জল পড়তে দেখা গিয়েছে। শহরের জলসংকট মেটাতে সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম দামে পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে নর্থবেঙ্গল ওয়াটার ডিলার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। শিলিগুড়ি পুরনিগম চাইলে তাঁরা সহযোগিতা করতে রাজি বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক মহানন্দ মণ্ডল।

বিদেশি মদ উদ্ধার, ধৃত ১

কিশনগঞ্জ, ১০ মে : কিশনগঞ্জের আবগারি দপ্তর বৃহস্পতিবার সকালে একটি ট্রাককে ধাওয়া করে সেখান থেকে ৬০৯ লিটার বেআইনি বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। ট্রাকের চালককে প্রথমে আটক করে। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সমস্তিপুরের বাসিন্দা ধৃতের নাম পঙ্কজ কুমার। ওই মদ ডালখোলার থেকে বিহারের সমস্তিপুরে পাচার হচ্ছিল বলে আবগারি দপ্তর জানিয়েছে। এদিন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রামপুর আবগারি চেকপোস্টে প্রথমে ট্রাকটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু সেটি না দাঁড়িয়ে সোজা পালাতে থাকে। তখনই পিছু ধাওয়া করে লহরাচকে গাড়িটিকে দাঁড় করায়। তল্লাশি চালিয়ে ভিতর থেকে ৬৭টি কার্টনে ছোট-বড় নানা আকারের শিশিতে সব মিলিয়ে ৬০৯ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার হয়।

দার্জিলিং মোড়

প্রথম পাতার পর

এক ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। তাই এখানেই নেমে পড়লাম।'

শিলিগুড়ির যানজট সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ যে কতটা বিরক্ত তা অপর যাত্রী সাবিত্রী সিনহার কথায় প্রকাশ পেল। শহরের বাসিন্দা সাবিত্রী বিয়ের পর এখন ডালখোলার বাসিন্দা। তিনি বললেন, 'শহরের যানজট সমস্যা মেটানোর কোনও চিন্তাভাবনাই নেই। ১০-১২ বছর আগে যা দেখেছি, এখনও একই অবস্থা। প্রতিদিন গাড়ি বাড়ছে, কিন্তু নতুন রাস্তা নেই, ফ্লাইওভারের পরিকল্পনা নেই। টোটো, অটো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহলে যানজট কমবে কীভাবে?'

ট্রাফিক পুলিশের দাবি, মূলত স্কুলবাসগুলির কথা মাথায় রেখেই শহরে শুধুমাত্র দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা পণ্যবাহী গাড়ি প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। দিনের বাকি সময় পণ্যবাহী গাড়ি শহরে ঢুকতে পারে না। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ! দার্জিলিং মোড়ের একটা অংশে টোটো, অটো, চার চাকার গাড়ি যেভাবে রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে দাগাপুর থেকে শহরে ঢোকার মুখে আটকাতে হয় সকলকেই। একই ছবি থাকে রেল ওভারব্রিজের মুখেও। কিছু পুলিশ সব দেখেও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বালাসন সেতু, মাটিগাড়ার শপিং মলের কাছেও রোজ সকাল, সন্ধ্যায় যানজট হলেও দেখা মেলে না ট্রাফিক পুলিশের। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। মাঝেমধ্যে বচসাতেও জড়িয়ে পড়েন গাড়ি, বাইকচালকরা।

স্কুল ছুটির পর ছেলে ফিরবে বলে আশ্রমপাড়া মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুরত বক্সী। তিনি বললেন, 'ছেলে টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলে পড়ে। আগে ৪টায় স্কুল ছুটি হলে ৪.৩৫-এর মধ্যে বাড়ি ফিরে যেত। যত দিন যাচ্ছে, তত দেরি হচ্ছে। এখন তো ৫টাতেও বাস বাড়ির সামনে পৌঁছাতে পারছে না। দার্জিলিং মোড় থেকেই শহরে এত যানজট, ছেলেও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।'

ষষ্ঠ তপশিল নিয়ে কংগ্রেসের কাছে অজয়

শিলিগুড়ি, ১০ মে : বিজেপি আর ক্ষমতায় ফিরছে না। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স) জোট ক্ষমতায় আসছে। এই বিশ্বাস থেকেই ষষ্ঠ তফশিলের দাবি নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল হামরো পার্টি। দিল্লিতে গিয়ে দলের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড, দার্জিলিংয়ের কংগ্রেস প্রার্থী মুনীশ তামাংকে নিয়ে হাত নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। জোটের অন্য রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বের সঙ্গেও তিনি দফায় দফায় আলোচনার প্রস্তুতি নিয়েছেন। দিল্লি থেকে অজয় বলেন, 'ষষ্ঠ তফশিলই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ভোটের আগেই আলোচনা শুরু করেছিলাম। ভোট মিটতেই থমকে থাকা সেই আলোচনা ফের শুরু হয়েছে।'

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর ইন্ডিয়া জোটে নাম লিখিয়েছিলেন হামরো পার্টির সভাপতি। কংগ্রেস বরাবর ষষ্ঠ তফশিলের পক্ষে। পাহাড় সমস্যা মেটাতে কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীনই ২০০৫ সালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে দার্জিলিংকে ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত করার প্রস্তাব লিখিতভাবে গৃহীত হয়েছিল। ওই বছরের ৬ ডিসেম্বর কেন্দ্র, রাজ্য এবং দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল প্রধান সুবাস ঘিসিংয়ের মধ্যে ষষ্ঠ তফশিলের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল।

কিন্তু পরে বিমল গুরুংরা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে নতুন দল তৈরি করে পাহাড়-সমতলে আন্দোলনে নামায় ষষ্ঠ তফশিলের ফাইল ধামাচাপা পড়ে যায়। সেই জায়গা থেকেই ফের ষষ্ঠ তফশিলের আলোচনা শুরু করেছে কংগ্রেস। দল দেশে ক্ষমতায় এলে পাহাড়কে ষষ্ঠ তফশিলের আওতাভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল গান্ধিরা। আর সেই আশ্বাসেই ইন্ডিয়া জোটে শামিল হয়েছে হামরো পার্টি। যদিও অজয়ের ইন্ডিয়া জোটে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একে একে দলের বেশ কিছু নেতা-নেত্রী এবং জনপ্রতিনিধি শিবির বদল করেছেন। তথাপি অজয় দমবার পাত্র নন। বুধবার তিনি দিল্লিতে পৌঁছেছেন।

বৃহস্পতিবার তিনি কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিপি সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উদ্দেশে একটি চিঠিও বিপি সিংয়ের হাতে তুলে দেন। সেখানে তিনি এবার কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার তৈরি হবে ও তারপরই পাহাড় সমস্যা মেটাতে ষষ্ঠ তফশিলের আলোচনা শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

শুক্রবার অজয় দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের আর এক শরিক আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাজেশ শর্মার সঙ্গে পাহাড় সমস্যা তুলে ধরে ষষ্ঠ তফশিলে ইস্যুতে দাবিপত্র তুলে দেন। সেখান থেকে এদিন দুপুরের বিমানে তিনি বাগডোগরা পৌঁছান। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করেন।

জেলার খেলা

জয়ী অগ্রগামী, জিটিএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের প্রাইম শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে শুক্রবার অগ্রগামী সুপার জায়েন্টস ৪৪ রানে হারিয়েছে ডিএফইউসি চার্জার্সকে। অন্য খেলায় জিটিএসসি রয়্যালস ৫৩ রানে জিতেছে সিকিম ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম ম্যাচে অগ্রগামী ৬ উইকেটে ২১২ রান করে। জবাবে ডিএফইউসি ১৬.১ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়। টসে হেরে জিটিএসসি ৭ উইকেটে ২২২ রান করে। ক্রান্তি কুমার ৪৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। সিকিম ১৯.৫ ওভারে ১৬৯ রানে অল আউট হয়। অরুণ চৌরাশিয়া ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ফাইনালে রতন-অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠেছেন রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার ও এম সুব্রত-বাদল রায়। রবিবার ফাইনাল। শুক্রবার সেমিফাইনালে রতন-অভিজিৎ ৯৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন সন্তোষ দাস-সুভাষ পালকে। এম সুব্রত-বাদল ৩৯২ পয়েন্টে অমল বসাক-সুবোধ অধিকারীর বিরুদ্ধে জিতেছেন।

ন্যাকের বিচারে সেরা এবিএন শীল কলেজ

কোচবিহার, ১০ মে : ন্যাকের বিচারে রাজ্যে সমস্ত সরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম হল কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজ। শুক্রবার ন্যাকের ওয়েবসাইটে এই ফল প্রকাশ করা হয়। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ন্যাকের বিচারে তারা এ প্লাস পেয়েছে। সর্বোচ্চ ৪-এর মধ্যে তারা পেয়েছে ৩.৪। ৩.২৬ পেয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে বেথুন কলেজ। এই সাফল্যে এদিন কলেজ চত্বরে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়ারা অধ্যক্ষ নিলয় রায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

জানেন কি

উটপাখির চোখ তাদের শরীরের তুলনায় আকারে অনেক বড়। যেখানে চোখের ব্যাস প্রায় ৫ ইঞ্চি, সেখানে তাদের মস্তিষ্কের আকার প্রায় ২.৫ ইঞ্চি। অর্থাৎ মস্তিষ্কের চেয়ে এদের চোখ বড়।

শিক্ষকের নজির

মাদারিহাট, ১০ মে : শিলিগুড়ির নরসিংহ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক আশিসকুমার রায় এবার টোটোপাড়ার ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ালেন। তিনি ওই পড়ুয়াদের অনলাইনে পড়াতেন। কিন্তু জানতে পারেন, কয়েকজন অর্থাভাবে একাদশে ভর্তি হতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে টোটোপাড়ার ৭ ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন আশিস। শুক্রবার তিনি মাদারিহাটে গিয়ে তাদের টাকা দিয়ে ভর্তি করান।

চন্দ্রচূড়, অভীকদের কথা

প্রথম পাতার পর

আমাদের মতো সাংবাদিকের গালে চপেটাঘাত।

নবীন প্রজন্ম নিয়ে কত না হতাশার কথা শুনি। এই প্রজন্ম কেরিয়ার সর্বস্ব, সমাজের ভাবনাহীন, বই পড়ে না, মোবাইলে আসক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি...। সব অভিযোগ একেবারে অসত্য নয় বটে। তবে এটাও তো ঘটনা যে, মাধ্যমিকে রাজ্যসেরা আরেক প্রান্তিক জেলা কোচবিহারের চন্দ্রচূড় সেনের নিজের ঘরের দেওয়ালে লিখে রাখা 'তোমার কাছে বই আছে, তাহলে মোবাইল প্রয়োজন কেন' যেন একধাক্কায় গোটা তরুণ প্রজন্মকে বার্তা দিয়ে যায়।

যদিও মোবাইলের মতো আধুনিক প্রযুক্তিকে একেবারে ব্রাত্য করে রাখারও পক্ষপাতী নয় এই প্রজন্ম। আমাদের উত্তরবঙ্গের আরেক তারা উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম মালদার ইংরেজবাজারের কন্যা সুপ্রোথিতা সরকারের মুখে সেই কথারই প্রতিফলন, 'পড়াশোনার ক্ষতি করে নয়, অবসরে ইউটিউবে ভ্লগ, গান নিয়ে থাকতে ভালো লাগে।' চন্দ্রচূড় নিজের লক্ষ্য বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে দেওয়ালে লিখে রাখে, 'তুমি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, মাইন্ড ইট।'

আমরাও কিন্তু দেশের, রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের বলতে পারি, মাইন্ড ইট, তোমরা রাজনীতিবিদ। নিজেদের মধ্যে কলতলার ঝগড়া করার জন্য, কানে আঙুল দেওয়ার মতো কথা বলার জন্য, হিংসার আস্ফালন করার জন্য, নিজের আখের বা দলের তহবিল স্ফীত করার জন্য মানুষ তোমাদের নির্বাচিত করেনি। মানুষ কষ্টে আছে। সরকারি রিপোর্টেই বেকারত্ব চরমে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের ভবিষ্যতের জন্য কোন কাজটা তোমরা করে রেখে যাচ্ছ?

বগল বাজিয়ে কি এই রাজনীতিবিদরা বলতে পারেন, শিক্ষার আকাশে যে তারারা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে শুরু করল, তাদের পড়াশোনা, জীবিকা নিয়ে আর কোনও চিন্তা নেই। নরেন্দ্র মোদি তৃতীয় অর্থনীতির দেশ গড়ার স্বপ্ন ফেরি করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে বেড়াচ্ছেন, ১০ লক্ষ চাকরি রেডি। মোদিজি, সেই তৃতীয় অর্থনীতিতে এই তারাদের ঔজ্জ্বল্য নিশ্চিত তো? আপনার বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি মনে রাখলেই তো চলবে না, বাস্তবায়ন চাই।

মমতাদিদি চাকরি প্রস্তুত বলে অশ্বত্থামা ইতি গজের মতো বলছেন, আদালত সব আটকে রেখেছে। আদালত যাতে না আটকায়, অভীকদের কথামতো সেই ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ থাকবে তো? আর কোনও চাকরিতে শুনতে হবে না তো যে, টাকা নিয়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে? কোনও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জেলে- এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে! এ লজ্জা আপনারও মমতাদিদি।

অনেক দেরি হয়ে গেলেও এখনও সময় আছে। অভীক, চন্দ্রচূড়, অভিষেকদের চেতনায় প্রজ্বলিত আলো আরও বেশি ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই আলোয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আরও অনেককে আলোকিত করা সম্ভব। মোদিজি বলে থাকেন, নেহি খাউঙ্গা, কিসি কো খানে নেহি দুঙ্গা। আপনার কাছে দেশ ভিন্ন লক্ষ্য চায়। আপনি নিশ্চিত করুন, 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না..।'

আপনার হিন্দুত্বের জয়গানে যেমন মানুষের খিদে মেটে না, তেমনই মমতার আকাশ-বাতাস কাঁপানো 'জয় বাংলা' ধ্বনি বাংলার বেকারদের জীবিকা নিশ্চিত করতে পারে না। শুধু ক্ষমতা আর সংকীর্ণ দলের স্বার্থের কথা না ভেবে দেশ, সমাজ গঠনের যে বার্তা অভীক, চন্দ্রচূড়রা দিচ্ছেন, তা ভেবে দেখবেন প্লিজ!

উত্তরাধিকারই ব্রহ্মাস্ত্র প্রিয়াংকার

প্রথম পাতার পর

রায়বরেলি থেকে যে পথ আমেথি হয়ে সুলতানপুরের উদ্দেশে গেল, সেখানে চার কিলোমিটার গেলে কংগ্রেসের একটা গেস্টহাউস আছে। রাজীব গান্ধির নামে একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গেস্টহাউসটি চালায়। গান্ধিরা রায়বরেলি এলে ওখানেই ওঠেন। প্রিয়াংকাও ওখানে থেকে দুটো কেন্দ্রের দেখভাল করছেন।

তিলক ভবনে জনা দুই নেতা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা হল। বললেন, 'এখানে তো কিছুই নেই। যা দেখার সব চলছে ওইখানে।' লখনউ থেকে কত দূর আর? ঘণ্টা দেড়েক। তার মধ্যে যে পরিস্থিতি এত বদল হতে পারে, কল্পনাতেও ছিল না। রাজধানীতে কংগ্রেসের নামগন্ধও শুনিনি। এখানে উদিত কংগ্রেস। তাদের অফিসের পাশে অমিত শা'র আসার কথা ভাষণ দিতে। স্থানীয় লোকেরা বলছেন, শা'র লক্ষ্য আসলে আমেথি। রায়বরেলি ভাষণের ঊর্ধ্বে।

রাগার ইলেকশন ম্যানেজার প্রিয়াংকা খুঁজে খুঁজে বের করেছেন, এই শহরের সঙ্গে নেহরু-গান্ধি পরিবারের একশো বছরের সম্পর্কের কথা। এখানে পাড়ার মোড়ে ভাষণগুলোকে বলে নুক্কড়। প্রিয়াংকা এমন নুক্কড় করার দিকে জোর দিয়েছেন বেশি। বিশাল সভা নয়। সেখানে তিনি প্রায় প্রত্যেক জায়গায় বলছেন, তাঁদের পরিবার কীভাবে ১৯২১ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে রায়বরেলিতে আসছে। একেবারে সহজসরল কথা গ্রামীণ মানুষকে টানছে।

টানছে ইতিহাসও। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এখানকার মুন্সিগঞ্জে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন অন্তত ১৩ জন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রেপ্তার হন জওহরলাল। প্রিয়াংকা সমর্থকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন ওই জমানায়, 'মতিলালজি নে দেখা, জওহরলালজি নে দেখা... চার পুরুষো সে বাদ ইসি মে আপ সে জুড়ে হ্যায়।' মুন্সিগঞ্জেই একটি শহিদ স্মারক রয়েছে কৃষকদের। ওখানেও গিয়েছিলেন প্রিয়াংকা।

রেললাইনের দু'পারে শহরটা বেড়ে উঠছে ক্রমশ। তবে এখনও উত্তরপ্রদেশেরই প্রথম ২৫ শহরের মধ্যে আসবে না রায়বরেলি। হঠাৎ এই জায়গাটা গান্ধি পরিবারের খুব কাছের হয়ে উঠল কী করে? কোর্টের কাছে, কংগ্রেসের পুরোনো অফিসে গল্পটা শোনাচ্ছিলেন এক বয়স্ক নেতা। কথার মধ্যে এমন একজনের নাম উঠে এল, যিনি কলকাতার অতিপরিচিত। রফি আহমেদ কিদোয়াই। ইন্দিরা গান্ধির স্বামী ফিরোজ তখন একটা আসন খুঁজছেন লোকসভায় জেতার জন্য। প্রথম পছন্দ ছিল এলাহাবাদ। কিন্তু ওখানে তো দাঁড়াবেন জওহরলাল। বিকল্প জায়গা তাহলে কী? রফি আহমেদকে গুরু মানতেন ফিরোজ। তিনিই প্রথম রায়বরেলির সন্ধান দেন ফিরোজকে।

কথা বলে ফেরার সময় নজরে এল, স্টেশনের রাস্তার ধারে রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের নামে পার্ক। জেলা পঞ্চায়েত থেকে করে দেওয়া। তবে ভালো করে যে দেখা হয় না, তা স্পষ্ট। জঙ্গলে ভরে গিয়েছে অনেকটা। এই কেন্দ্রের অধিকাংশ রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ফিরোজ। এখন না হয় কিছু শিল্পের মুখ দেখছে শহর, পুরোনো আমল ছিল আরও খারাপ। ফিরোজ সবুজ বিপ্লবের সময় বিমানে কয়েকটি দুধেল গাই এনেছিলেন রায়বরেলিতে। প্রিয়াংকা যে দিকে নিয়ে যাচ্ছেন প্রচার, এই কথাগুলো উঠে এলে অবাক হব না।

নিশ্চিত দুর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান্ধিদের দুই ভাইবোনের চিন্তার কারণ কী থাকতে পারে? পরিসংখ্যান বলছে, টানা পাঁচবার রায়বরেলি সোনিয়াকে সোনায় ভরিয়ে দিলেও তাঁর ভোট কিন্তু কমছে। ২০০৪ সালে ছিল ৫৮.৭৫ শতাংশ, ২০০৬-এর উপনির্বাচনে ছিল ৮০.৪৯ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৭২.২৩ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৬৩.৮০ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৫৫.৮০ শতাংশ। আরও একটা চিন্তার ছিল, রায়বরেলিতে পাঁচজন বিধায়কের একজনও কংগ্রেসের নয়। তবে স্বস্তির কথা, পাঁচজনের চারজনই অখিলেশের।

উত্তরপ্রদেশ ঘুরে আরও একটা জিনিস বোঝা যায়। এখনও পর্যন্ত এখানে অখিলেশ-রাহুলের বাঁধন অত্যন্ত জোরালো। বাংলায় যেমন 'ইন্ডিয়া' জোটের নামগন্ধ নেই, ব্যাপারটা অধিকাংশের কাছে হাসির খোরাক, উত্তরপ্রদেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু 'ইন্ডি' জোটের কথা বলছে নিয়মিত। কেজরিওয়ালের জামিনের খবরটা আসামাত্র নতুন তরঙ্গ চোখে পড়ল রায়বরেলির কংগ্রেস সমর্থকদের মনে। মোদির সাম্প্রতিকতম ভাষণে নমোসুলভ মসৃণতা হারিয়ে টেনশনের ছাপ কি এই সমীকরণের কথা ভেবে?

আমেথিতে এক নুক্কড়ে প্রিয়াংকা শুক্রবার বলছিলেন, 'বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় এত পথসভা করেছি, কিন্তু কোথাও ভগবান, ধর্ম, জাতির কথা বলিনি। এটা আমার কর্মভূমি ছিল। আমার ও রাহুলের জন্য পবিত্রভূমি। আমাদের পরিবারে একজনকে মারলে দ্বিতীয়জন আসবেন। দ্বিতীয়জনকে মারলে তৃতীয়জন। তাঁকে মারলে চার নম্বর। আমাদের রক্তে বলিদান রয়েছে।' অনেক দূরে রায়বরেলির রাস্তায় দেখলাম, অনেক সমর্থক ভাষণ শুনছিলেন মোবাইলে। মুখ অন্যরকম হয়ে উঠেছিল।

বিজেপি তাদের প্রার্থী দীনেশপ্রতাপ সিংয়ের জন্য প্রচারের ক্যাচলাইন দিয়েছে, 'ম্যায় চিরাগ হু তুমহারা।' তিনিও কিন্তু কংগ্রেস ফেরত আরেক দলবদলিয়া। গতবার মায়ের হাতে চিরাগ নিভে গিয়েছিল, মুছে গিয়েছিল প্রতাপ। এবার হয়তো ছেলের হাতেই মুছবে প্রতাপ। উত্তরাধিকার কখনো-কখনো অনেক বেশি আলো ছড়ায়।

মজুমদারের হাত দেহব্যবসাতেও

শিলিগুড়িতে বার-পাবে অনিয়ম এখন খুল্লম খুল্লা। কোথাও নির্দিষ্ট সময়ের পরও খোলা থাকছে পানশালা, কোথাও আবার চলছে লাইসেন্স ছাড়াও। ঝামেলাও হচ্ছে প্রায়শই। আর সবকিছুই টাকার বিনিময়ে মিটমাট করছেন এক ব্যক্তি। সেই মজুমদারের কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ শেষ পর্ব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : উল্কার গতিতে তাঁর উত্থান। সাধারণ একটা বার-পাবের ম্যানেজার থেকে খোদ ‘মসিহা’ বনে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু সেটাই করে দেখিয়েছেন মজুমদারবাবু। শুধু তাই নয়, হাত পাকিয়েছেন দেহব্যবসাতেও। তাঁর ইশারাতেই নাকি চলছে সেক্স র‍্যাকেট। আর সেই চক্রে শামিল হচ্ছেন রাজনৈতিক দলের কেষ্টবিষ্টুরাও। তাই মজুমদারকে ঘাঁটানোর সাহস পাচ্ছে না পুলিশও।

অভিজাত পরিবারের বধূ থেকে শুরু করে ‘মডেল’, এমনকি বাইরের মেয়েদেরও দেহব্যবসায় কাজে লাগান মজুমদার। এই ব্যবসায় তাঁকে সঙ্গ দেন সেবক রোডের একটি পাবের মালকিন। মূলত তাঁদের হাত ধরেই আসেন হাই প্রোফাইল খদ্দেররা। তাঁদের মধ্যে কেউ বড় ব্যবসায়ী, কেউ আবার নেতা।

পাব এবং বারে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার সুবাদে সেখানে আসা তরুণী এবং এসকর্টদের সঙ্গেও পরিচিতি রয়েছে মজুমদারের। সেই সূত্রে ধরেই দেহব্যবসায় হাত পাকিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, মজুমদারের অভয়েই দিনের পর দিন ঝামেলা হলেও অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সেবক রোডের উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনের উলটো দিকে থাকা একটি মলের পাব মালিকরা। বাউন্সারদের দাদাগিরি থেকে শুরু করে গ্রাহকদের

লম্বা হাত

- বার-পাবে ঝামেলা সামলান প্রধাননগরের মজুমদার
- শহরজুড়ে দেহব্যবসাও চালান তিনি
- তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সেবক রোডের এক বারের মালকিন
- মজুমদারদের খদ্দের মূলত বড় ব্যবসায়ী ও নেতারা
- নেতাদের হাত মাথায় থাকায় পুলিশও ঘাঁটায় না মজুমদারকে

মারধর, সব ধরনের ঝামেলা সামাল দিতে সিদ্ধহস্ত মজুমদার। মলটিতে কমবেশি ১০টি পাব রয়েছে। মাঝেমাঝেই ওই পাবগুলিতে ঝামেলা হয়। কখনও বাউন্সারদের হাতে প্রহৃত হন গ্রাহকরা, আবার কখনও গ্রাহকদের দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বাধে। সব ক্ষেত্রেই ঝামেলায় পুলিশ কিংবা আবগারি পর্যন্ত যাওয়ার আগেই মিটমাট করিয়ে দেন মজুমদার। বিনিময়ে নেন মোটা অঙ্কের টাকা। কিছুদিন আগে সেবক রোডের দুই মাইলে থাকা একটি মলের বিল্ডিংয়ে চলা পাবে ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলাও দায়িত্ব নিয়ে মিটিয়েছিলেন মজুমদারই।

শিলিগুড়িতে বারে কাজ শুরু করার পর মাটিগাড়ার একটি পাবে কাজের সুযোগ পান তিনি। সেই পাবে কাজ করার সুবাদে সেখানকার মালিকের সঙ্গে সখ্য জমে তাঁর। ওই পাবের মালিক কলকাতার নামী ব্যবসায়ী। এই রাজ্যের বাইরেও তাঁর প্রচুর বার এবং পাব রয়েছে। তাই তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও বিশাল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই শিলিগুড়ি শহরের বার এবং পাব মালিকদের ওপর একচেটিয়া প্রভাব খাটাচ্ছেন মজুমদার। যে পাবের মালিকের সান্নিধ্যে থেকে এসব করছেন তিনি সেই পাবের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের কাছে। সমস্ত মামলা আদালতে বিচারাধীন।

শহরের নীচুতলার পুলিশকর্মী কিংবা আবগারি কর্মীদের পাত্তাই দেন না মজুমদার। পদস্থ পুলিশ এবং আবগারি কর্তাদের সঙ্গেই তাঁর ওঠাবসা। তাই এই মজুমদারের বিরুদ্ধে কেউ কোনও পদক্ষেপ করতে গেলেই বড়কর্তারা ধমক দিয়ে ঠান্ডা করে দেন বলে অভিযোগ। তাই তাঁকে নিয়ে পুলিশ ও আবগারির নীচুতলায় ক্ষোভ চরমে। তাঁর কীর্তিকলাপ বন্ধ হোক, সেটাই চাইছেন তাঁরা।

নববর্ষের দুঃখ ঘোচাল অক্ষয় তৃতীয়া

সানি সরকার ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ মে : নববর্ষের সন্ধ্যা পণ্ড করেছিল অঝোর ধারার বৃষ্টি। জলকাদা পেরিয়ে কেউ আর বাজারের পথে পা বাড়াননি। বেজায় মুখে সন্ধে থেকে রাত কেটেছিল ব্যবসায়ীদের। ক্ষতির হিসেব কষেছেন অনেকেই। কিন্তু বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও অক্ষয় তৃতীয়াতে সহায় হলেন বরুণদেব। হাসি ফিরল ব্যবসায়ীদের মুখে।

শুক্রবার শহর ঘুরে মনে হচ্ছিল, এ যেন নববর্ষের দিন হালখাতার সন্ধে-রাত। কোনও দোকানের সামনে ফুলের গেট, কোথাও আবার অতিথিদের জন্য চেয়ারের সারি সাজানো। বছরকয়েক আগে অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ করে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, ক্রমেই তার বিস্তার ঘটেছে বাঙালিদের মধ্যে।

এর পিছনে নাকি বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ‘হাতযশ’ রয়েছে। অনেকের বক্তব্য, ‘বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য অক্ষয় তৃতীয়াকে উৎসবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কারও কারও কাছে বাংলার নববর্ষের পাশাপাশি অক্ষয় তৃতীয়া হয়ে উঠছে ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগরক্ষার একটি মাধ্যম।’ বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্য, ‘আগেও কিছু বাঙালি ব্যবসায়ী অক্ষয় তৃতীয়ায় পুজো করতেন। তবে তা একপ্রকার নিঃশব্দেই হত। এখন এই তিথি উৎসবের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।’

অক্ষয় তৃতীয়ার সাজ দোকানের। শিলিগুড়ির ক্ষুদিরামপল্লিতে শুক্রবার।

কথিত আছে, ‘অক্ষয় তৃতীয়ায় দান, গঙ্গাস্নান ছাড়াও পুণ্য কাজ করলে তার কোনওদিন ক্ষয় হয় না। অর্থাৎ সে পুণ্য কাজের বিনাশ হয় না।’ আর শুভ দিনকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে পুজো। শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েক বছরে একাধিক বহুজাতিক সংস্থা এসেছে। অক্ষয় তৃতীয়াকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো নানা ধরনের অফার, আকর্ষণীয় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর সে কারণেই ক্রেতাদের নিজেদের কাছে টেনে রাখতে ক্ষুদিরামপল্লির সোনার বাজারের দোকানগুলো এদিন নতুন সাজে সেজে উঠেছিল।

এসব নিয়ে আলোচনা চলছিল বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্প সমিতির ১ নম্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক হরিপদ দাসের সঙ্গে। তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘হাতেগোনা কিছু গয়না ব্যবসায়ী আগেও অক্ষয় তৃতীয়ায় হালখাতার আচার পালন করতেন। তাঁরা এখনও করছেন। তবে অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপনের পরিধি অনেকটা বেড়েছে। বহু ব্যবসায়ী এখন নববর্ষের দিন ওই আচার পালন করলেও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আবার ক্রেতাদের জন্য মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করছেন। এতে করে ক্রেতাদের সঙ্গেও সম্পর্কটা আরও গাঢ় হয়।’

নববর্ষে বৃষ্টির জলে ‘ভিজে ছিল’ হালখাতা, সেটাই এদিন উশুলের পরিকল্পনা করলেন অনেকে। হকার্স কর্নারের সুরজিৎ বিশ্বাস বললেন, ‘কিছুটা বাড়তি খরচ হচ্ছে বটে। কিন্তু উপায় তো নেই। বকেয়া টাকা না মিললে মহাজনের টাকা পরিশোধ সম্ভব নয়। তাছাড়া পুজোর অর্ডারও তো দিতে হবে।’

এদিন সকালে নিজের সোনার দোকানের সামনে চেয়ার টেবিল পাতার কাজে তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন অশোক বিশ্বাস। তাঁর কথা, ‘ধনতেরাস সম্পর্কে যেমন কুড়ি বছর আগে কেউ জানত না। অক্ষয় তৃতীয় নিয়েও তেমন উৎসাহ ছিল না। তবে ধীরে ধীরে এই দিনটাও আমাদের কাছে এখন ব্যবসায়িক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

এদিনই নতুন দোকান খুলেছেন সন্দীপ দাস। বললেন, ‘অক্ষয় তৃতীয়ায় বাঙালিদের পাশাপাশি অবাঙালি ক্রেতাদেরও পাওয়া যায়। তাই দোকানের উদ্বোধনের জন্য দিনটা বেছে নেওয়া।’

গভীর রাতে ডাম্পার দৌরাত্ম্যের অভিযোগ ব্যবসায়ীদের

নেতাজি মার্কেটে ক্ষতিগ্রস্ত ৯ দোকান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ মে : কোনও দোকানের শেড বিপজ্জনকভাবে ঝুলে, কোনওটির আবার উধাও। শুক্রবার সকালে থানা মোড়ে উড়ালপুল ওঠার পাশের রাস্তায় ডিআই ফান্ড নেতাজি মার্কেটে পরপর নয়টি দোকানের এমন অবস্থা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উড়ালপুলে ওঠার বদলে কোনও ডাম্পার পাশের এই নেতাজি মার্কেটের রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। সেই কারণেই একে একে নয়টি দোকানের শেড ভাঙা গিয়েছে বলে দাবি নেতাজি মার্কেট, ডিআই ফান্ড ব্যবসায়ী সমিতির।

শিলিগুড়ি থানার সামনে এধরনের ঘটনা ফের রাতের শহরে গাড়ি, ডাম্পারের দৌরাত্ম্যের ইস্যুকে উসকে দিল। তাছাড়া অভিযুক্ত চালক পালিয়ে গেল কীভাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের অবশ্য আশ্বাস, ‘রাতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা শুরু হয়েছে। তারপরও যদি কেউ ট্রাফিক নিয়ম ভাঙে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ নেতাজি মার্কেটের ঘটনায় ইতিমধ্যে ব্যবসায়ী সমিতি শিলিগুড়ি থানায় জেনারেল ডায়েরি করেছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

শহর শিলিগুড়িতে রাত গভীর হতেই গাড়ি ও ডাম্পারের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয়। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র এই চার মাসের হিসেব ধরলে একাধিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এরমধ্যে মুকেশ মিত্তালের মৃত্যুতে বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর। সেবক রোডের ওই ঘটনার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশকর্মী মোতায়েন করে রাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হয়। ট্রাফিক কর্তাদের তরফে সেই কাজ শুরুর আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তনই হয়নি। উলটে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই গিয়েছে।

স্টেশন ফিডার রোডে অতিরিক্ত গতিতে চলা গাড়ির ধাক্কায় মাসখানেক আগে এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি গাড়ি।

দোকানঘরের ভাঙা শেড। নেতাজি মার্কেটে শুক্রবার।

নিরাপত্তাহীনতা

- শিলিগুড়ি থানার সামনের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রাতে শহরের নিরাপত্তা
- থানায় জেনারেল ডায়েরি করেছেন ব্যবসায়ীরা, তদন্ত চলছে
- এর আগে কড়া হাতে রাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দেয় পুলিশ
- অভিযোগ, সেটা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি
- গত কয়েকমাসে বেপরোয়া যানের গতিবিধির জেরে একাধিক দুর্ঘটনা

বৃহস্পতিবারের ঘটনায় আরও বড়সড়ো ক্ষতি হতে পারত বলে মনে করছেন নেতাজি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ মিশ্র বলছিলেন, ‘যেভাবে শেডগুলো ভেঙেছে, কোনও মানুষ যদি সেসময় সেখানে থাকত, তাহলে বড় বিপদ হয়ে যেত। মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটে যেতে পারত।’ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাধাগোবিন্দ দেবনাথের প্রতিক্রিয়া, ‘উড়ালপুলের ওঠার এই বাঁকে ট্রাফিকের তরফে কিছু বোর্ড লাগানো হয়েছে। চালকরা সেটা বুঝতে না পেরে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। থানার সামনেই যদি এধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে রাতের শহরের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায় সহজে।’

পথচারীর সাহায্যে বাড়ি ফিরলেন বৃদ্ধ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : বিট্টু পাল, আশুতোষ কর্মকার কেউই একে অপরকে চিনতেন না। কিন্তু নার্সিংহোমের উদাসীনতায় যাঁকে শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাঁকে বাড়ি পৌঁছানোর দায়িত্ব নিলেন অপরিচিত একজন পথচলতি। শিলিগুড়ির লেকটাউনের বাসিন্দা আশুতোষের বয়স ষাটেরও ওপরে। বৃহস্পতিবার বাজার করতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন। শহরজুড়ে পরিবার তাঁর খোঁজ করলেও সন্ধান মেলেনি। শেষে শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ির চেকপোস্ট এলাকায় বৃদ্ধকে দেখতে পান বিট্টু। তাঁর সহযোগিতায় এদিন আশুতোষকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন পরিজনরা।

বৃদ্ধের সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। বাড়ির লোক তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। আশুতোষের মেয়ে ছন্দিতা কর্মকারের বক্তব্য, ‘একটি নার্সিংহোমের দায়সারা মনোভাবের জন্য বাবাকে হারিয়ে ফেলছিলাম। বিট্টুবাবুর সহযোগিতায় বাবাকে ফিরে পেয়েছি। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে না, ফুলবাড়ির ওই নার্সিংহোমে কোনও চিকিৎসা করেছে।’

নার্সিংহোমের উদাসীনতার অভিযোগ

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার সকালে। ফুলেশ্বরী বাজারে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন আশুতোষ। তিনি অ্যালজাইমার্স রোগে আক্রান্ত। মাঝে মাঝেই পুরোনো কথা, বাড়ির ঠিকানা ভুলে যান। বৃহস্পতিবারও মাংস কিনে বাড়ি ফেরার পথে সব ভুলে সাইকেল নিয়ে জটিয়াকালীর দিকে চলে যান। সেখানে দুর্ঘটনায় জখম হন তিনি। রাস্তার ওপর তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে এক টোটোচালক উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। অভিযোগ, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সব শুনে পুলিশকে ডাকেনি বা বৃদ্ধের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেনি। তার বদলে ওই টোটোচালকের সঙ্গেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দিকে পাঠিয়ে দেয়। টোটোচালকের নাম, নম্বর, ঠিকানা কিছুই রাখেনি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। টোটোচালক বৃদ্ধকে মাঝপথে নামিয়ে দেন।

এদিকে, আশুতোষের বাড়ির লোকরা তাঁর খোঁজ না পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে খোঁজও করতে থাকেন। শুক্রবার বিকেলে ভক্তিনগর থানা থেকে ফোন আসে ছন্দিতার কাছে। জানানো হয়, তাঁর বাবার খোঁজ মিলেছে। খবর পেয়ে গিয়ে দেখতে পান, বৃদ্ধের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত।

ইসলামপুরে ফের দৌরাত্ম্য বুকিদের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ মে : ‘জো ভি করলো, হারেগা তো পান্টার হি।’ এই চোরা স্লোগানে ইসলামপুর শহরে বুকিদের দাপট স্পষ্ট। বুকিদের ভাষায় খদ্দেররা হল ‘পানটার’। কোটি কোটি টাকার এই কারবার আজকাল ইসলামপুরে শিকড় গেড়ে বসেছে। মোটা অঙ্কের নজরানা নির্দিষ্ট প্রভাবশালী মহলে পৌঁছে যাওয়ায় এই মহলের নাগাল পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। এই ক্রিকেট বুকিদের সঙ্গে ‘রাজস্থান কানেকশন’ উঠে এসেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রাজস্থানের এই চক্র তাদের নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য ‘মাস্টার আইডি’ বিক্রি করেছে। বর্তমানে ইসলামপুর শহরে ২৫-৩০ জন তরুণ এই মাস্টার আইডি নিয়ে গোটা কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে।

বুকিদের দাপট ইসলামপুরে নতুন নয়। এ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে বহু খবর হয়েছে। আগে নগদ টাকায় এই কারবার চলত। বর্তমানে পুরোপুরিভাবে মোবাইলের মাধ্যমে চলছে। ফলে পুলিশের সাইবার সেল অতি সক্রিয় না হলে চক্রের পান্ডাদের নাগাল পাওয়া কঠিন। চলতি আইপিএল মরশুমে ইসলামপুরেই কয়েক কোটি টাকার কারবার হয়ে গিয়েছে বলে খবর। ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সহ সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, ‘বুকিদের দাপট চরমে উঠেছে। এই খপ্পরে পড়ে অনেককে বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। আশা করি পুলিশ ও প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।’ পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বললেন, ‘জুয়া, জাল লটারি এবং বুকিদের কারণে যুব প্রজন্মকে নিয়ে সত্যিই উদ্বেগ হয়।’ সমস্যা মেটাতে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাসকে জানিয়েছেন।

পুলিশ সম্প্রতি ইসলামপুরে জাল লটারির কারবারের পর্দা ফাঁস করেছে। এই চক্রের শিকড় কতটা গভীরে তা নিয়ে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে। তার মাঝে বুকিদের দাপট গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে উঠেছে। মাস্টার আইডি এবং নরমাল আইডি নিয়ে এই খেলা চলে। যাদের কাছে মাস্টার আইডি আছে তাদের হোলসেলার বলা হয়। কারবারের সঙ্গে যুক্ত একজন বলল, ‘একজন দুই লক্ষ টাকার আইডি পয়েন্ট সহ নিয়ে আসে। সেই আইডি আবার ২০ হাজার টাকা করে ১০ জনকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তবে কিংপিনরা সহজে আইডি দেয় না। এজন্য কোনও এজেন্টকে ধরতে হয়।’ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসন্ন। বুকিরা এখন থেকেই চক্রের শিকড় আরও গভীরে ছড়িয়ে দেওয়ার ছক কষে ফেলেছে বলে শহরে চর্চা শুরু হয়েছে।

কৃতীদের কাছে মেয়র

শিলিগুড়ি, ১০ মে : মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে জেলায় কৃতীদের সঙ্গে দেখা করে সংবর্ধিত করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। শুক্রবার প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে হাতে পুষ্পস্তবক এবং চকোলেট তুলে দেন মেয়র। ভবিষ্যতে কোনও প্রয়োজনে সকলের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ১০ মে : বিশ্ব মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে আলোচনা সভার আয়োজন করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটি। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটায় দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে এই আলোচনা সভাটি হবে। সেখানে থাকবেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা থাকবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক দেবর্ষি ভট্টাচার্য।

কৃতজ্ঞতা

শিলিগুড়ি, ১০ মে : নেপালি কবি পারিজাতের মূর্তি পুনঃস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন শিলিগুড়ির পারিজাত জয়ন্তী সমারোহ সমিতির সদস্যরা। শুক্রবার মেয়রের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে অভিনন্দনপত্র তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা।

বিদায়বেলায় চোখ ভিজল পড়ুয়াদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ মে : কেউ সহপাঠীর ইউনিফর্মে লিখল নিজের নাম, কেউ জড়িয়ে ধরল প্রিয় বন্ধুকে। শুক্রবার দুপুরে স্কুলে স্কুলে চোখে পড়ল আবেগঘণ কিছু মুহূর্ত। মার্কশিট নিতে এসে অনেকেরই চোখ ভিজে এল বিচ্ছেদের ব্যথায়। কারণ, এদিনই ছিল তাদের স্কুলজীবনের শেষ দিন। মার্কশিট হাতে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা দে বলছিল, ‘জীবনে অনেক কিছুই তো ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু স্কুল ক্যাম্পাসে তৈরি হওয়া স্মৃতিগুলো কখনও ফিরে আসবে না।’

শুক্রবার স্কুলগুলোতে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট নিতে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দের সঙ্গে মেশানো ছিল মন খারাপ। অনলাইনে দু’দিন আগে রেজাল্ট জেনে যাওয়ায় পাশ-ফেল নিয়ে কারও আশঙ্কা ছিল না। তবে স্কুল, ক্লাসরুম, প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট ছিল ভরপুর।

এদিন মার্কশিট নেওয়ার পর অনেকক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, আড্ডায় সময় কাটিয়েছে

স্কুলে স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট বিলি

প্রিয় বন্ধুর ইউনিফর্মে স্বাক্ষর। শুক্রবার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে। ছবি : তপন দাস

শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের ছাত্র রানা পাল। ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে কমার্স বিভাগের এই ছাত্র এবার স্কুলে প্রথম হয়েছে। রানা বলল, ‘স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক ভালো সময় কাটিয়েছি। ইউনিফর্ম পরে শেষদিনে এসে আজকে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে।’

এদিন দুপুর থেকেই স্কুলে স্কুলে মার্কশিট বিলি শুরু হয়। কেউ কেউ সেলফিতে বন্দি করে রাখল স্কুলজীবনের শেষ দিনটিকে। কারও ইউনিফর্মে দেওয়া বন্ধুর স্বাক্ষর হয়ে থাকল স্মৃতিচিহ্ন। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র আয়ুশ দত্তর কথায়, ‘স্কুলে এতগুলো বছর বন্ধুদের সঙ্গে হেসেখেলে কত তাড়াতাড়ি কেটে গেল, বুঝতেই পারছি না। ভবিষ্যতে এদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।’

এদিন স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডায় শাসন ছিল না শিক্ষকদের। দূর থেকে তাঁরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেখছিলেন ওদের। এতে অবশ্য একরকম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন স্যরেরা। প্রতিবছর এভাবেই একদল পড়ুয়াকে, যাদের ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন চোখের সামনে, বিদায় দিতে হয় হাসিমুখে।

খেলায় আজ

১৯৮৪ : ফুটবল থেকে অবসর নিলেন নেদারল্যান্ডসের কিংবদন্তি জোহান ক্রুয়েফ। তিনবার তিনি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন।

সেরা অফবিট খবর

নারায়ণ কেন হাসেন না

সাফল্যের পরও উচ্ছাস দেখান না সুনীল নারায়ণ। কারণটা তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের পডকাস্ট শোয়ে ফাঁস করলেন। বলেছেন, 'হাসি না মানে খেলা উপভোগ করি না, এমনটা নয়। আমার উচ্ছাস না দেখানোর নেপথ্যে বাবার শিক্ষা। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যার বিরুদ্ধে সফল হওয়ার জন্য তুমি উৎসব করবে, পরে আবার তাঁর বিরুদ্ধেই খেলতে হবে। তাই প্রতিপক্ষকে সম্মান জানাতেই আমি উচ্ছাস দেখাই না।'

ভাইরাল

নস্টালজিক জাড্ডু

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গত বছর শেষ বলে বাউন্ডারি মেরে চেন্নাই সুপার কিংসকে চ্যাম্পিয়ন করেন রবীন্দ্র জাদেজা। বৃহস্পতিবার সিএসকে অনুশীলনে নেমে জাড্ডু সেই স্মৃতি উসকে দিলেন। ব্যাট হাতে তাঁর দৌড় নেটিজেনদের মনে উসকে দিল গত বছরের স্মৃতি।

ইনস্টা সেরা

চোটের জন্য আইপিএলে খেলতে পারছেন না শিখর ধাওয়ান। বাড়িতে পোষ্যের সঙ্গে খেলায় মেতে রয়েছেন তিনি।

সেরা উক্তি

আপনাকে যদি কথা বলতেই হত, তাহলে তা অন্যভাবেও করা যেতে পারত। একই কাজ ড্রেসিংরুমে বা টিম হোটেলে গিয়েও করা যেত। খোলা মাঠে সকলের সামনে করার কি খুব প্রয়োজন ছিল? খেলায় এমন হতেই পারে।
-মহম্মদ সামি
(লোকেশ রাহুলকে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের ভর্ৎসনা প্রসঙ্গে)

সংখ্যায় চমক

১৪৬

চলতি আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১৪৬টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছে। যা কোনও একটি টি২০ টুর্নামেন্টে কোনও দলের সবাধিক ছক্কা।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. লিওনেল মেসির ফুটবল কেরিয়ারে প্রথম ক্লাবের নাম কী?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মিতালি রাজ, ২. চারবার।

সঠিক উত্তরদাতারা

শতরূপা দত্ত, স্নেহাশিস রায়চৌধুরী, সুমাংশু রায় লাহিড়ি, সবুজ উপাধ্যায়, কৌশাভ দে, সুশান্ত নন্দী, গৌরব কুণ্ডু, সৌরভ চক্রবর্তী, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, অমিত রায়, সোমদেব ঘোষ, গোরা দত্ত, স্বপ্না সরকার।

প্রস্তুতির মাঝে কায়রন পোলার্ডের সঙ্গে রোহিত শর্মা (বাঁয়ে)। ওয়ার্ম আপে হার্দিক পান্ডিয়া। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ইডেন যুদ্ধের আগে প্র্যাকটিসে পরস্পরকে এড়িয়ে গেলেন

হার্দিক-রোহিত ফাটল পরিষ্কার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১০ মে : হাত বাড়ালেই বন্ধু।

যদিও বন্ধুত্বের বিন্দুমাত্র রসায়ন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। দুই তারকাকে ঘিরে সাজঘরে ফাটলের খবর নতুন নয়। রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ার মধ্যে যে দূরত্ব পরিষ্কার ইডেন গার্ডেন্স যুদ্ধের আগের দিনের অনুশীলনে।

ইডেনে পা রাখার পর থেকে চোখ মুম্বইয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান অধিনায়কের দিকে। পড়ন্ত বিকেলে দুই তারকার সমীকরণ খোঁজার অন্তহীন চেষ্টা। কয়েকদিন আগে হার্দিকের নেতৃত্ব পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোহিতরা। খবর প্রকাশ্যে আসার পর ফাটল আরও বড়। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে চেষ্টা চালালেও দূরত্ব বাড়ছে, বিকেলের ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে বারবার ধরা পড়ল।

রোহিত প্রথম থেকে মাঠে। যদিও ব্যাটিংয়ের পথে হাঁটেননি। অবশ্য এর থেকে কোনও কিছু খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ম্যাচের আগের দিন প্র্যাকটিস এড়িয়ে যাওয়ার পুরোনো অভ্যাস হিটম্যানের। এদিনও মাঠে থাকলেও ঘুরেফিরেই সময় কাটালেন।

দল প্র্যাকটিস সেরে যখন সাজঘরে, তখন হঠাৎ ফের মাঠে রোহিত। তিলক ভার্মাকে নিয়ে। কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ডেকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণের আড্ডা।

হার্দিক অপরদিকে প্র্যাকটিসের আগে কয়েক পাক্কা চক্কর কাটলেন। কিছুক্ষণ শ্যাডোর পর মাঝের নেটে ব্যাটিং অনুশীলন। হালকা বোলিং কসরতও। মার্ক বাউচারের সঙ্গে মাঠেই আলোচনাও চলল। তবে রোহিত-হার্দিককে একফ্রেমে বন্দি করার সুযোগ পাননি কেউ।

দুইজনে দুইদিকে, নিজের মতো করে সময় কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ইঙ্গিত রেখে গেলেন আরও বড় ঝড়ের। নীতা আম্বানিরা তা কীভাবে সামলান, সময়ই বলবে। আগামী লিগে ভিন্ন জার্সিতে রোহিতকে দেখার সম্ভাবনা প্রবল। যে দৌড়ে নাকি নাইট শিবিরও রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য দ্বিধাবিভক্ত সাজঘরের দাবি উড়িয়ে দিলেন জেরাল্ড কোয়েৎজে। প্লে-অফ দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া, টানা ব্যর্থতার পরও দাবি করলেন, সব ঠিকঠাকই রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচেই দলগতভাবে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা থাকে। বিভেদ খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

ব্যাটে-বলে অবশ্য হার্দিক ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। রোহিত সেখানে গত কয়েক ম্যাচে হঠাৎ ছন্দহীন। বিশ্বকাপের আগে যা ভালো ইঙ্গিত নয় ভারতীয় দলে জন্য। বিশ্বকাপের আগে পাওয়া অবশিষ্ট দুই আইপিএল ম্যাচকে কাজে লাগানোর তাগিদ থাকবে হিটম্যানের। হার্দিকের সামনে সেখানে ব্যাটিং, বোলিংয়ের পাশাপাশি অধিনায়ক হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ।

অধিনায়ক হার্দিককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন কোয়েৎজে। প্রোটিয়া পেসার বলেছেন, 'ও অত্যন্ত ভালো অধিনায়ক। প্রত্যেকের নেতৃত্ব দেওয়ার নিজস্ব স্টাইল থাকে। সবাই এক নয়। হার্দিক নিজের মতো করে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুর্দান্ত অধিনায়ক এবং সতীর্থদের দারুণভাবে অনুপ্রেরণা জোগায়।'

আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

স্থান : কলকাতা
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলনের মাঝেই নীতীশ রানার সঙ্গে গল্প করতে চলে এলেন পীযূষ চাওলা। -ডি মণ্ডল

কাঁটা হতে মরিয়া রোহিত

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১০ মে : এক শিবিরে বিসর্জনের বাজনা।

ভাঙা মন নিয়ে মুখরক্ষার ম্যাচ। আগামীর রসদ খুঁজে নেওয়া। প্রতিপক্ষ সেখানে প্রায় প্লে-অফে। যদি, কিন্তুটুকু সরিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করার অপেক্ষা।

সোজাসাপটা সমীকরণ। বাকি তিনে একটা জিতলেই হবে। অপেক্ষা যদিও দীর্ঘ করতে রাজি নয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। ছন্দহীন, কোণঠাসা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হার্ডল টপকে কালই প্লে-অফ টিকিটে সিলমোহর পাখির চোখ।

বিপরীত মেজাজে থাকা দুই শিবিরের অনুশীলনের মধ্যে ব্যবধান পরিষ্কার। জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া প্রাক-ম্যাচ প্র্যাকটিসে সদলবলে নন্দনকাননে পা রাখলেও মুম্বই ভাঙা হাট। সেই চেনা জোশ নেই পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে।

কেকেআর সেখানে টগবগিয়ে ছুটছে। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ ব্যাটে-বলে ভালোমতো শান দিলেন। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির কারণে দুই দলই প্র্যাকটিস করতে পারেনি। আজ তা পুরোদমে মিটিয়ে নিলেন রাসেলরা। বাড়তি ঘাম ঝরালেন মিচেল স্টার্ক। পাওয়ার প্লে-র শুরুতে রোহিতদের চ্যালেঞ্জ।

শুরুর ব্যর্থতা ঝেড়ে লিগের শেষ ধাপে ক্রমশ ধারালো স্টার্ক। হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা- দুই তরুণ সতীর্থকে নিয়ে খাতায়-কলমে শক্তিশালী মুম্বই ব্যাটিংকে সামলানোর গুরুভার অজি-তারকার কাঁধে। স্টার্কের কথা মাথায় রেখে মুম্বইয়ের নেটে একাধিক বাঁহাতি পেসার। শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকারও লম্বা সময় নেটে বল করলেন। নাইট বোলারদের চিন্তার জায়গা সূর্যকুমার যাদব। আগের ম্যাচে বিস্ফোরক শতরানে ৩৬০ ডিগ্রি শটের ফুলঝুরি। আগামীকাল রাতের ইডেন গার্ডেন্সে সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা।

সূর্যের জন্য গৌতম গম্ভীরদের স্ট্র্যাটেজি কী থাকে সেটা দেখার। নারায়ণ-বরুণ চক্রবর্তী স্পিন জুটির সঙ্গে সূর্যর টক্কর আকর্ষণ ছড়াবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বরুণের কথাতেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ। ছন্দ ধরা রাখা কথা।

প্রতিপক্ষ ছিটকে গেলেও মুম্বইকে নিয়ে অবশ্য সমীহের সুর। অত্যন্ত বিপজ্জনক দল। একঝাঁক তারকা, ম্যাচ উইনার। কাল যে বাধা অতিক্রমে সেরাটা দিতে হবে। বলার কথা, ইডেনে মুম্বইয়ের রেকর্ডও রীতিমতো আকর্ষণীয়। ১৩ ম্যাচে ১০ বার হারিয়েছে নীতা আম্বানিকে।

শনিবাসরীয় দ্বৈরথে নজরে জসপ্রীত বুমরাহও। চলতি ব্যাটিং-বিস্ফোরণের মাঝে বোলারদের পতাকা বইছেন। বিশ্বকাপের আগে বিশ্রামের কথা উঠলেও সেই সম্ভাবনা কম। মুম্বইয়ের বোলিংয়ের যা হাল, লিগের সেরা বোলার ছাড়া নামাও কঠিন। সঙ্গে নুয়ান থুসারা, জেরাল্ড কোয়েৎজের মধ্যে একজন।

মুম্বইয়ের স্পিন ব্রিগেড তুলনায় কমজোরি। ভরসা বলতে অভিজ্ঞ পীযূষ চাওলা। এদিকে আগামীকালের বাইশ গজে স্পিনারদের জন্য বাড়তি রসদের পূর্বাভাস। ম্যাচে যা ব্যবধান গড়ে দিলে কিছু বলার থাকবে না। মাঠের বাইরে দলের সেরা চিয়ারলিডার শাহরুখ খান কাল অবশ্য থাকছেন না। বদলে প্রথমবার ইডেনে জুহি চাওলা। লেডি-লাক কতটা কাজ করে সেটাই দেখার।

রাসেল শো, নারায়ণ-নারায়ণ, সল্টের নমক ছড়ানোর মাঝেও রোহিত স্পেশালের সম্ভাবনা উঁকি মারছে। ইডেন বরাবরই হিটম্যানের পয়মন্ত মাঠ। প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি থেকে ওডিআই ফরম্যাটে ২৬৪-র বিশ্বরেকর্ড, অধিনায়ক প্রথম আইপিএল জয়- কখনও খালি হাতে ফেরায়নি। আগামীকাল?

উত্তরের দিকে শুধু মুম্বই নয়, তাকিয়ে রাহুল দ্রাবিড়ও। প্রার্থনা বিশ্বকাপের আগে রানের খরা কাটুক ভারত-অধিনায়কের। ইডেনের চেয়ে রোহিতের জন্য আর ভালো মঞ্চ কীই-বা হতে পারে?

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্র্যাকটিসে নেট বোলারদের পরামর্শ লাসিথ মালিঙ্গার।

নজরে পরিসংখ্যান

■ ২০ ওভারের বেশি বল করা বোলারদের মধ্যে খারাপ ইকোনমি রেটে (ওভার পিছু রান) আনরিচ নর্তজের (১৩.৩৬) পরেই মিচেল স্টার্ক (১১.৩৭)।

■ আইপিএলে ১৩৯টি ডট বল করেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। ইকোনমি রেট ৬.২। কেকেআরের পক্ষে সবাধিক ডট বল সুনীল নারায়ণের (১০১)।

মুখোমুখি
ম্যাচ ৩৩
মুম্বই ২৩। কেকেআর ১০

শেষ পাঁচে
কেকেআর ৪। মুম্বই ১

রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে মন্তব্য সামির

'প্রকাশ্যে এই ধরনের আচরণ লজ্জাজনক'

নয়াদিল্লি, ১০ মে : লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক বনাম অধিনায়ক নিয়ে সরগরম ক্রিকেটমহল। বুধবার রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লখনউয়ের লজ্জাজনক হারের পর দেখা যায় মাঠেই অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে উত্তেজিতভাবে কিছু বলছেন লখনউয়ের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এমন বিতর্কিত মুহূর্তের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেও সময় লাগেনি। তারপর প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে সমর্থক সকলেই রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবার দাঁড়ালেন মহম্মদ সামি।

গোড়ালির চোটে আপাতত ক্রিকেট থেকে দূরে বাংলার এই পেসার। কিন্তু জাতীয় দলের সতীর্থকে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের 'ধমক' একেবারেই ভালোভাবে নেননি সামি। খেলোয়াড়দের সম্মানের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেটারদের সম্মান আছে। মালিক হিসাবে তিনিও একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। অনেকেই আপনাকে দেখে শিখবে। এই ধরনের ঘটনা যদি ক্যামেরার সামনে হয়, তাহলে তা লজ্জাজনক।'

হার-জিত খেলার অঙ্গ। অপ্রত্যাশিত ফল হওয়া খেলার মাঠে অস্বাভাবিক নয়। যদি আলোচনার কোনও বিষয় থেকে থাকে, তাহলে তা ঘরে, চার দেওয়ালের মধ্যে সেরে ফেলা উচিত। মাঠে সকলের সামনে কেন করা হবে? এমনই প্রশ্ন তুলে সামি বলেছেন, 'আপনাকে যদি কথা বলতেই হত, তাহলে তা অন্যভাবেও করা যেতে পারত। একই কাজ ড্রেসিংরুমে বা টিম হোটেলে গিয়েও করা যেত। খোলা মাঠে সকলের সামনে করার কি খুব প্রয়োজন ছিল? খেলায় এমন হতেই পারে। ভালোর পাশাপাশি খারাপ দিনও আসে। কিন্তু সব খেলোয়াড়েরই সম্মান রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলারও ধরন থাকে। এই ধরনের ঘটনা ভুল বার্তা দেয়।' ঘটনাটির পরে আগামী মরশুমে লখনউয়ে রাহুলের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। রিপোর্ট বলছে, সব ঠিক থাকলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এদিকে মালিক হয়ে দলকে উজ্জীবিত করার আদর্শ উদাহরণ হিসাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার শাহরুখ খানের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঘুরছে। যেখানে গোটা দলকে নিয়ে হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র দিচ্ছেন কিং খান। সেই ভিডিওটিকে সামনে রেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সমালোচনায় মুখর নেটিজেনরা।

ক্রিকেটারদের সম্মান আছে। মালিক হিসাবে তিনিও একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। অনেকেই আপনাকে দেখে শিখবে। এই ধরনের ঘটনা যদি ক্যামেরার সামনে হয়, তাহলে তা লজ্জাজনক।

মহম্মদ সামি

সেমিতে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : চণ্ডীগড়ের কাছে জেতা ম্যাচ ড্র করেও শেষ চারে বাংলা। ম্যাচ ড্র হলেও হেড টু হেডের নিয়মে রেলকে টপকে সেমিফাইনালে উঠে গেল তারা। দুই দলের পয়েন্ট সমান হলেও রেলকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল বাংলার মেয়েরা। এদিন গোটা ম্যাচ জুড়ে দাপট দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত চণ্ডীগড়ের গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ দীপঙ্কর বিশ্বাসের মেয়েরা। সারা ম্যাচে অন্তত গোটা দশেক গোল বাঁচিয়ে চণ্ডীগড়কে পয়েন্ট এনে দিলেন গোলরক্ষক নন্দিনী কুমার। ম্যাচের পর কোচ দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেছেন, 'এর আগে হেভিওয়েট ম্যাচ জিতে মেয়েরা চণ্ডীগড়কে কিছুটা হালকাভাবে নিয়েছিল। এজন্য সারা ম্যাচে দাপট দেখিয়েও গোল তুলতে পারিনি।' সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ মণিপুর। শনিবার থেকে সেই ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবে বাংলা।

পাকিস্তানের হার

ডাবলিন, ১০ মে : তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের কাছে ৫ উইকেটে হারল পাকিস্তান। প্রথমে পাকিস্তান ৬ উইকেটে ১৮২ রান করে। ওপেনার সাইম আয়ুব ৪৫ এবং অধিনায়ক বাবর আজম ৫৭ রানের ইনিংস খেলেন। আইরিশ মিডিয়াম পেসার ক্রেগ ইয়ং ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। রান তাড়ায় নেমে এক বল বাকি থাকতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আয়ারল্যান্ড। অ্যান্ড্রু বালবিরনি ৭৭ এবং হ্যারি টেকটর ৩৬ রান করেন।

বাজিগর 'অনুপ্রেরণায়' সুখী কেকেআর

প্রস্তুতি শুরুর আগে ভক্তকে অটোগ্রাফ আন্দ্রে রাসেলের। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মে : পূর্বাভাস ছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয়নি সারাদিন।

গত কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে কলকাতায় তাপপ্রবাহ এখন উধাও।

যদিও ক্রিকেটমহলে এখন তাপপ্রবাহ চলছে। যার নেপথ্যে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর মাঠের ধারে যেভাবে তাঁর অধিনায়ককে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তা এখন ক্রিকেট দুনিয়ার আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক তাঁর দলের অধিনায়কের সঙ্গে কি এরকম ব্যবহার করতে পারেন? শুধু অধিনায়ক কেন, কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গেই কি তাঁর দলের কর্ণধার এমন ব্যবহার করতে পারেন?

জবাবের খোঁজে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে চলছে তুমুল বিতর্ক। তার মধ্যেই আজ সন্ধ্যার দিকে ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন নাইটদের বোলিংয়ের বড় ভরসা রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। রাহুল বনাম গোয়েঙ্কা নিয়ে তিনি স্পষ্ট কোনও মন্তব্য না করলেও নাইটদের মালিক শাহরুখ খান যে অন্যরকম, স্পষ্ট করেছেন বরুণ। স্পিনার কথার রহস্যের মাধ্যমে বলেছেন, 'শাহরুখভাই একদম অন্যরকম। সবসময় উৎসাহ দেয় আমাদের। কথা বলে দলের সবার সঙ্গেই। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ২৬১ রান করার পরও হেরে গিয়েছিলাম আমরা। শাহরুখভাই সাজঘরে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সবার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছিলেন।' কঠিন সময়ে দলকে কীভাবে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দেন বাজিগর, সেই রহস্যও ফাঁস করেছেন বরুণ। নাইটদের রহস্য স্পিনারের কথায়, 'শাহরুখভাই আমাদের বলেছিল, চিন্তা কোরো না, একটা ম্যাচ হেরেছ। কিন্তু তোমরা লড়াই করে হেরেছ। প্রতিযোগিতার এখনও অনেক বাকি। আত্মবিশ্বাস রাখ। তোমরা ঠিক জয় পাবে।'

বাজিগরের স্টাইল, দলকে অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে লখনউয়ের মালিকের ভাবনার কোনও তুলনাই হয় না। বাজিগর বরাবরই বন্ধুর মতোই তাঁর দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে বরুণ বলছেন, 'কলকাতায় প্রায় সব ম্যাচেই গ্যালারি থেকে আমাদের উৎসাহ দেন শাহরুখভাই। পরে মাঠে হাজির হয়ে যেভাবে উনি সবাইকে জড়িয়ে ধরেন, বুকে টেনে নেন- সেটা যে কোনও ক্রিকেটারের কাছেই বিশাল ব্যাপার।' আর বাজিগরের অনুপ্রেরণাতেই নাইটরা এখন সুখের সংসার। সন্ধ্যার অনুশীলনে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, ফিল সল্ট, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের অনুশীলন যার বড় প্রমাণ। লখনউ জয় করে কলকাতা ফেরার পথে বিমান বিভ্রাটের ঝক্কি এখন উধাও। বদলে নাইটদের অন্দরে প্লে-অফ নিশ্চিত করার পাশে চেন্নাইয়ে ২৬ মে-র স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বরুণের কথায়, 'চিপক আমার ঘরের মাঠ। ওই মাঠটাকে হাতের তালুর মতো চিনি আমি। চেন্নাইয়ে ফাইনাল খেলতে পারলে মন্দ হয় না। তবে আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে ভাবছি আমরা।'

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে আগামীকাল জিততে পারলে নাইটদের প্লে-অফ নিশ্চিত। কিন্তু তারপরও এগিয়ে চলার যুদ্ধ থামবে না। বাজিগরের 'অনুপ্রেরণা' থাকলে নাইটদের ছন্দ রোধ করে কার সাধ্য।

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট	নেট রান রেট
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১১	৮	৩	১৬	১.৪৫৩
রাজস্থান রয়্যালস	১১	৮	৩	১৬	০.৪৭৬
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১২	৭	৫	১৪	০.৪০৬
চেন্নাই সুপার কিংস	১২	৬	৬	১২	০.৪৯১
দিল্লি ক্যাপিটালস	১২	৬	৬	১২	-০.৩১৬
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১২	৬	৬	১২	-০.৭৬৯
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১২	৫	৭	১০	০.২১৭
গুজরাট টাইটান্স	১২	৫	৭	১০	-১.০৬৩
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১২	৪	৮	৮	-০.২১২
পাঞ্জাব কিংস	১২	৪	৮	৮	-০.৪২৩

● গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর পর্যন্ত

বিরাটের ক্যাচ ফেললে পস্তাতে হবে : গ্রিন

ধরমশালা, ১০ মে : দলের স্কোর ২৪১। তাতে ৪৭ বলে ৯২ রানের অবদান বিরাট কোহলির। স্ট্রাইক রেট ২০০ ছুঁইছুঁই। বরাবরের মতো সমালোচকদের জবাব মুখে নয়, ব্যাটে দিলেন কোহলি। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মরণবাঁচন ম্যাচে তাঁর ব্যাটে ভর করেই ৬০ রানের বিরাট জয় পেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

ম্যাচে প্রথম পাঁচ ওভারে দুইবার বিরাটের ক্যাচ ফসকান পাঞ্জাবের ফিল্ডাররা। দুইটি ক্ষেত্রে বিরাটের স্কোর ছিল যথাক্রমে ০ ও ১০। কিং কোহলির ক্যাচ ফসকালে যে বিপক্ষকে পস্তাতে হবেই, সেই কথা বলে বিরাটের প্রশংসায় তাঁর সতীর্থ অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন বলেছেন, 'বিপক্ষের কাছে বিরাট সবসময়ই মাথা ব্যথার কারণ। তাও আবার যদি ওর ক্যাচ ফেলো, তাহলে তো পস্তাতে হবেই। ইনিংসের প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করছিল। কয়েকটি ক্যাচ পড়ার পরেও নিজেকে গুটিয়ে নেয়নি।' চতুর্থ উইকেটে বিরাট-গ্রিন জুটি ৯২ রান জোড়ায় ২০০-র গণ্ডি টপকায় বেঙ্গালুরু।

কোহলি বন্দনায় প্রাক্তনীরা

শুধু ব্যাট হাতে নয়, ফিল্ডিংয়ের সময়ই পাঞ্জাবের শশাঙ্ক সিংকে যেভাবে তিনি রান আউট করেন, তাতে বিরাটের বয়স নিয়ে মজা করে প্রাক্তন কিংবদন্তি অজি ক্রিকেটার টম মুডি বলেছেন, 'ওর চেষ্টাটা এক কথায় অনবদ্য ছিল। বাউন্ডারি থেকে দৌড়ে এসে নিজেকে শূন্যে ছুড়ে যেভাবে রানআউট করল, তা তরুণ প্রজন্মের অনেকেই করতে গিয়ে হিমসিম খাবে। শুধু ব্যাটার হিসাবে নয়, সামগ্রিকভাবেও অবদান রাখার চেষ্টা করে। বিধ্বস্ত শরীরেও যেভাবে ও দৌড়োয়, তা অন্য কেউ পারবে বলে মনে হয় না। এই ধরনের রানআউট করার জন্য একজন খেলোয়াড়কে ফিটনেসের শিখরে থাকতে হয়।'

বিরাটের আইপিএলের ফর্মের প্রতিফলন আসন্ন বিশ্বকাপেও দেখতে চান ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি লেগস্পিনার অনিল কুম্বলে। জাতীয় দলের একসময়ের কোচের কথায়, '৬৩৪ রান করে লিগের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। স্ট্রাইক রেট নিয়েও আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে বিরাট। আশা করব কোহলির জন্যই আরসিবি বাকি দুইটি ম্যাচ জিতবে ও প্লে-অফে যাবে। দেশের জন্য বিশ্বকাপে ওকে এভাবেই খেলতে দেখতে চাই।'

কোচের পদের জন্য আবেদন করতে হবে দ্রাবিড়কেও : জয়

শ্রেয়স-ঈশানদের 'বাদ' দিয়েছিলেন আগরকার!

মুম্বই, ১০ মে : জুন মাসে টি২০ বিশ্বকাপের পরই মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাঁর। তিনি যদি জুন মাসের পরও টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব সামলাতে চান, তাহলে তাঁকেও নতুনভাবে আবেদন করতে হবে।

রাহুল দ্রাবিড়ের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছে, আপাতত অজানা দুনিয়ার। কিন্তু আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের ছবিটা যে বদলাতে পারে, তা নিয়ে এখন থেকেই ঢাক বাজিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা। মুম্বইয়ে আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয় জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে চলেছে বিসিসিআই। জয় বলেছেন, 'খুব তাড়াতাড়ি আমরা জাতীয় দলের নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চলেছি। নতুন কোচ স্বদেশীয় হবেন নাকি বিদেশি, এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব।'

২০২১ সাল থেকে টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্বে রয়েছেন দ্রাবিড়। মাঝে গত নভেম্বরে ঘরের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের শেষে দ্রাবিড় দায়িত্ব ছাড়তে চেয়েছিলেন। সেই সময় বিসিসিআইয়ের তরফে তাঁর সঙ্গে আলোচনার পরই ফের দায়িত্বে ফেরেন দ্রাবিড়। কথা ছিল, জুন মাসের টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে থাকবেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের পরই বর্তমান কোচ দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। দ্রাবিড়কে কি ফের দেখা যেতে পারে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের কোচের পদে? এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দেননি বোর্ড সচিব। জয় বলেছেন, 'দ্রাবিড় কেন, চাইলে ভারতীয় দলের কোচ হতে পারেন যে কেউই। কিন্তু তাঁকে নতুনভাবে আবেদন করতে হবে। শুধু কোচ নন, সাপোর্ট স্টাফদেরও নতুনভাবে আবেদন করতে হবে।' শুধু তাই নয়, জুন মাসের পর টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্বে যাঁকেই দেখা যাক না কেন, তাঁকে তিন বছরের জন্য কোচ করা হবে। বোর্ড সচিব জয়ের কথায়, 'আমরা দীর্ঘমেয়াদী ভাবনায় রয়েছি। যিনিই আগামীদিনে কোচের পদে আসুন না কেন, তাঁর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হবে।'

কীভাবে হবে ভারতীয় দলের আগামীর কোচ নির্বাচন, তার রূপরেখাও দিয়ে দিয়েছেন জয়। বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি বা সিএসির প্রতিনিধিরা ইন্টারভিউ নেবেন। আবেদন করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে বেছে নেবেন নতুন কোচ। সিএসি তাদের সিদ্ধান্ত বোর্ডকে জানাবে। পরে সরকারি ঘোষণা করবেন সচিব জয়। বিসিসিআই সচিবের কথায়, 'ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে প্রার্থী বাছাইয়ের মূল কাজটা করবে সিএসি। ওরা যাঁকে কোচ হিসেবে নির্বাচন করবে, আমরা শুধু তার নাম ঘোষণা করব।'

টি২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নেই শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষান। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটারকে নিয়ে রীতিমতো জেরবার হয়ে গিয়েছিল বিসিসিআই। কার পরামর্শে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিসিসিআই? আজ সেই তথ্য সামনে এনেছেন বোর্ড সচিব। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের পরামর্শেই বোর্ড এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। বোর্ড সচিবের কথায়, 'শ্রেয়স, ঈশানদের বোর্ডের মূল চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ আগরকারই দিয়েছিল। আমরা শুধু কাজটা করেছিলাম।' পরবর্তী সময়ে শ্রেয়স-ঈশানদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন বলেও জানিয়েছেন বোর্ড সচিব।

> খুব তাড়াতাড়ি আমরা জাতীয় দলের নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চলেছি। নতুন কোচ স্বদেশীয় হবেন নাকি বিদেশি, এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব।
>
> শ্রেয়স, ঈশানদের বোর্ডের মূল চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ আগরকারই দিয়েছিল। আমরা শুধু কাজটা করেছিলাম।

জয় শা

সঙ্গী বদলাতেই ছন্দে শুভমান

নেই ঋদ্ধিমান ■ শতরান সুদর্শনের

গুজরাট টাইটান্স-২৩১/৩
চেন্নাই সুপার কিংস-১৯৬/৮

আহমেদাবাদ, ১০ মে : ঘরের মাঠে জয় ছিল না শেষ চার ম্যাচে। অঙ্কের বিচারে বেঁচে থাকলেও বাস্তবে প্লে-অফে ওঠার আশা প্রায় শেষ। এই অবস্থায় পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে থাকা চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে দর্শকদের জোড়া শতরান উপহার দিলেন গুজরাট টাইটান্সের শুভমান গিল (৫৫ বলে ১০৪) এবং বি সাই সুদর্শন (৫১ বলে ১০৩)। তাঁদের দাপটে ৩৫ রানে জয় পেল গুজরাট।

চোটের কারণে এদিন প্রথম একাদশে ছিলেন না ঋদ্ধিমান সাহা। তাঁর বদলে সুদর্শনকে নিয়ে শুভমানের ওপেনিং করার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়। প্রথম ৬ ওভারে তাঁদের জুটিতে ৫৮ রান ওঠে। পাওয়ার প্লে-তে এটিই গুজরাটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। চেন্নাই বোলিংয়ের দুই সেরা অস্ত্র মাথিশা পাথিরানা ও মুস্তাফিজুর রহমান দেশে ফিরে গিয়েছেন আগেই। তাঁদের অনুপস্থিতিতে গুজরাট ব্যাটিংয়ে ন্যূনতম আঁচড় কাটতে ব্যর্থ শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজারা। সুযোগ কাজে লাগিয়ে একাধিক রেকর্ড ভাঙচুর করলেন তাঁরা। ২১০ রানের ওপেনিং জুটি গড়লেন শুভমান-সুদর্শন। যা আইপিএলে যুগ্ম সবাধিক। ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ২১০ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন লোকেশ রাহুল ও কুইন্টন ডি কক। একইসঙ্গে আইপিএলে প্রথমবার দুই ব্যাটার ইনিংসের সূচনা করতে নেমে দুইজনেই ফিরলেন শতরান করে।

প্রথম থেকেই মারমুখী মেজাজে ছিলেন শুভমান। অন্যদিকে পেসারদের বিরুদ্ধে শুরুর দিকে বড় শট খেলতে গিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়েছিলেন সুদর্শন। যদিও স্পিনাররা আসতেই খোলস ছেড়ে বেরোন তিনি। দুইজনেই অর্ধশতরান করেন ছক্কা হাঁকিয়ে। গুজরাট ইনিংস শেষ করে ৩ উইকেটে ২৩১ রানে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই ১০/৩ স্কোরে অস্বস্তিতে পড়ে যায় চেন্নাই। ওপেন করতে নেমে আরও একবার ব্যর্থ হয়েছেন আজিঙ্কা রাহানে (১)। শূন্য রানে রুতুরাজ গায়কোয়াড় আউট হয়ে যান। এখান থেকেই চতুর্থ উইকেটে ১০৯ রানের জুটি গড়ে ম্যাচে উত্তেজনা ফিরিয়ে এনেছিলেন ড্যারিল মিচেল (৬৩) ও মইন আলি (৫৬)। কিন্তু দুইজনকে এক ওভারের মধ্যে ফিরিয়ে চেন্নাইয়ের কাজ কঠিন করে দেন মোহিত শর্মা (৩১/৩)। এরপর ৮ নম্বরে নেমে মহেন্দ্র সিং ধোনি ১১ বলে অপরাজিত ২৬ রান করলেও ম্যাচের ভাগ্য ততক্ষণে ঠিক হয়ে গিয়েছে। চেন্নাই থেমে যায় ১৯৬/৮ স্কোরে।

২১০ রানের ওপেনিং জুটি গড়লেন শুভমান গিল ও বি সাই সুদর্শন।

দশমিকের ভগ্নাংশে দোহায় দ্বিতীয় নীরজ

দোহা, ১০ মে : মরশুমের শুরুটা আশা জাগিয়ে করলেন অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক্সে ভারতের একমাত্র সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া। তারপরও দোহা ডায়মন্ড লিগ থেকে প্রথম হয়ে তাঁর ফেরা হল না। দশমিকের ভগ্নাংশে শীর্ষস্থানে শেষ করলেন চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকুব ভালদেজ। ৮৮.৩৬ মিটার ছুড়ে নীরজ দ্বিতীয়। তাঁর থেকে ০.০২ মিটার এগিয়ে থেকে প্রথম চেক জ্যাভলিন থ্রোয়ার। তৃতীয় হয়েছেন অ্যান্ডারসন পিটার্স। তাঁর সেরা থ্রো ছিল ৮৫.৭৫ মিটার। প্রতিযোগিতায় ভারতের আরও এক প্রতিনিধি কিশোর জেনা শেষ করেছেন নবম হয়ে। তাঁর সেরা থ্রো ছিল ৭৬.৩১ মিটার।

এদিনের শুরুটা অবশ্য নীরজের জন্য ভালো হয়নি। তাঁর প্রথম থ্রো ফাউল ছিল। উলটোদিকে জ্যাকুব প্রথম থ্রো করেন ৮৫.৮৭ মিটারের। নীরজের ঘুরে দাঁড়ানো শুরু তৃতীয় প্রয়াস থেকে। এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন পিটার্সের পেছনে তৃতীয় স্থানে। তৃতীয় দফায় ৮৬.২৪ মিটার ছুড়ে নীরজ উঠে আসেন দুই নম্বরে। কিন্তু ততক্ষণে ৮৮.৩৮ মিটার থ্রোয়ে এক নম্বর স্থান মজবুত করে ফেলেছেন জ্যাকুব। এরপর শেষ থ্রোয়ে চেক প্রতিদ্বন্দ্বির ফাউল ও নীরজের মরিয়া প্রয়াস ব্যবধান কমিয়ে আনলেও এক নম্বর স্থান অধরাই থেকে যায় ভারতের সোনার ছেলের।

৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার থেকেও ধারাবাহিকতাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে নীরজের কাছে। বলেছেন, 'আমি সবসময়ই ৮৮ থেকে ৯০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ি। ৯০ মিটার ছোড়ার ক্ষমতা আমার রয়েছে। তবে ৯০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। সেদিকেই এখন মনঃসংযোগ করছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে খুব সচেতন আমি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমার লক্ষ্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।'

> আমি সবসময়ই ৮৮ থেকে ৯০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ি। ৯০ মিটার ছোড়ার ক্ষমতা আমার রয়েছে। তবে ৯০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
>
> **নীরজ চোপড়া**

দোহা ডায়মন্ড লিগে নীরজ চোপড়ার সেরা থ্রো ছিল ৮৮.৩৬ মিটারের।

কাজ শুরু সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : চোট-আঘাত সমস্যা কাটিয়ে কতটা ভালো খেলার মতো তৈরি ভারতীয় দল হতে পারবে, তা সময়ই বলবে। তবে অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী যে কুয়েত ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা শিবির শুরুর দিনই বুঝিয়ে দিলেন।

এদিন নিজের সামাজিক মাধ্যমে প্রস্তুতির ছবি দিয়ে তিনি লেখেন, 'কাম শুরু।' অর্থাৎ কাজ শুরু হল। তিনি নিজে যে কতটা গুরুত্ব দিয়ে ম্যাচটাকে দেখছেন তা পরিষ্কার। এদিন প্রথম দফায় ডাকা ২৬ জনের মধ্যে বেশিরভাগ ফুটবলার শিবিরে যোগ দিলেও অবশ্য কোচ ইগর স্টিমাকের রাতের দিকে পৌঁছানোর কথা। এবার তাঁর কাজ অবশ্য আরও কঠিন হতে চলেছে। কারণ মরশুমের শেষে বহু ফুটবলারই চোট-আঘাতের কবলে। সন্দেশ ঝিংগানের অনুপস্থিতিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুই দফায় নড়বড়ে ছিল ভারতীয় ডিফেন্স। এবার আইএসএল সেমিফাইনালের চোট পেয়ে আগেই ছিটকে গিয়েছেন আকাশ মিশ্র। শোনা যাচ্ছে, রাহুল ভেকে ও রোশন সিংয়েরও চোট। এছাড়া দীপক টাংরির চোট রয়েছে। এছাড়া আপুইয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা থাকায় দুইজনেরই শিবিরে যোগ দেওয়া নিয়ে সংশয় আছে। মহম্মদ ইয়াসির, ইশাক রালতে, ভিবিন মোহানন, কেপি রাহুলরাও চোটের কবলে বলে খবর। তবে এদিন রহিম আলি, নন্দকুমার শেখর, লালচুঙ্গনুঙ্গাদের দেখা গেছে শিবিরে যোগ দিতে। প্রায় নয়-দশজন ফুটবলারের চোট, যার মধ্যে অন্তত তিনজন প্রথম একাদশের ফুটবলার হওয়ায় স্টিমাক নিশ্চিতভাবেই সমস্যায় পড়বেন। তাঁর এবার একটাই সুবিধা। আগামী ৬ জুন কলকাতায় কুয়েত ম্যাচের আগে প্রায় সাড়ে তিন সপ্তাহের মতো সময় পাচ্ছেন স্টিমাক। গত বছর এই সময়টাকেই কাজে লাগিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের আগে দলটাকে দুর্দান্তভাবে তৈরি করে দেন তিনি ও তাঁর কোচিং স্টাফরা। যার জেরে পরপর তিন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল সুনীলরা। এবারও তেমনকিছু করতে পারলেই কুয়েত ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছানোর ও এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করতে পারবে স্টিমাক ব্রিগেড।

প্রস্তুতিতে সুনীল ছেত্রী।

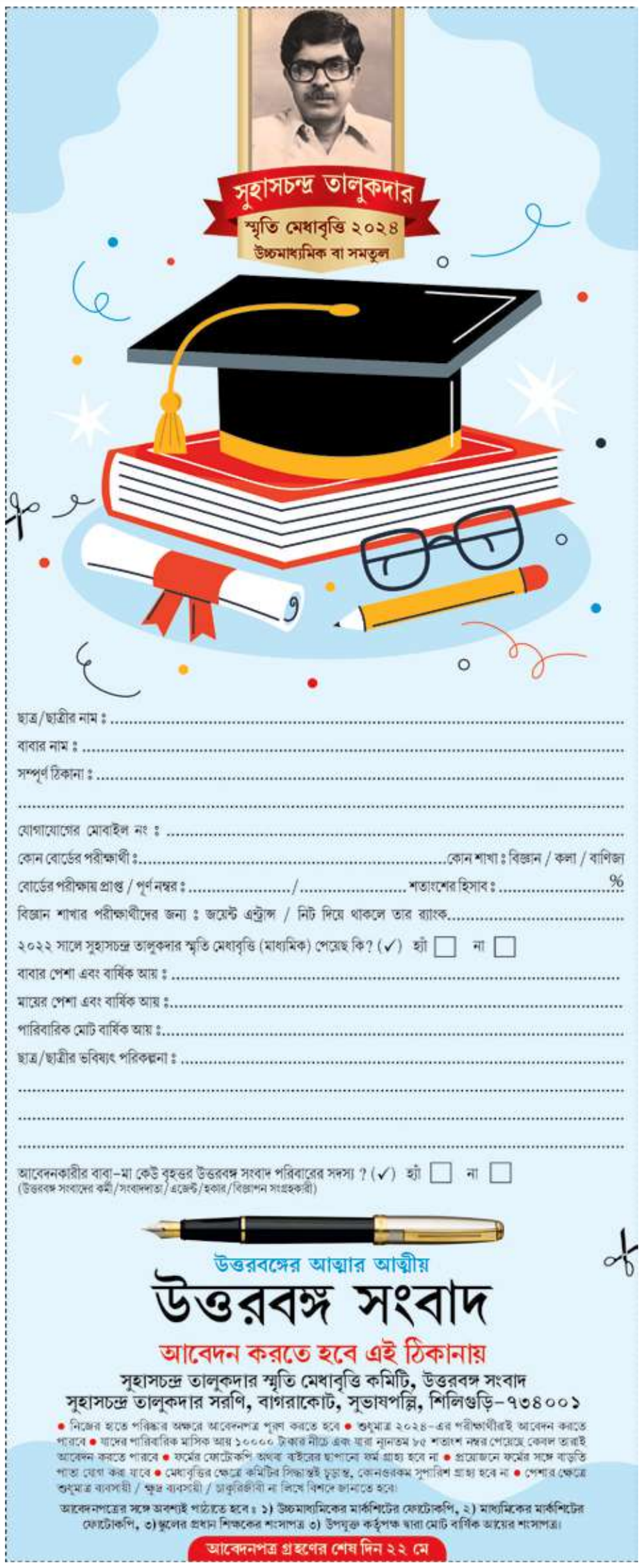

স্ট্রাইকার থেকে গোলকিপার

দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন নন্দিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : কয়েকমাস আগেও মেয়েটি স্ট্রাইকার পজিশনে দাপিয়ে খেলত। প্রায় ছয় ফিট উচ্চতার সুঠাম চেহারার এই পাঞ্জাবি মেয়েটি জাতীয় শিবিরেও ডাক পেয়েছিল। কিন্তু লম্বা উচ্চতার কারণে কোচ পরামর্শ দিলেন গোলকিপার হওয়ার। তারপর দুর্গপ্রহরী হিসেবে যাত্রা শুরু। শুক্রবার জাতীয় মহিলাদের ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে এই মেয়েটির বিশ্বস্ত হাতেই আটকে গিয়েছে বাংলার মেয়েরা। স্বাভাবিক নিয়মে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও উঠেছে তার হাতে। সেই চণ্ডীগড়ের গোলরক্ষক নন্দিনী কুমারের দুই চোখে এখন জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন।

ফুটবল মাঠে স্ট্রাইকার থেকে মিডফিল্ডার কিংবা ডিফেন্ডার প্রচুর রয়েছে। কিন্তু স্ট্রাইকার থেকে গোলকিপার হওয়ার ঘটনা বিরল। সেই বিরল ঘটনাই ঘটেছে নন্দিনীর জীবনে। ছোটবেলায় নিজের দাদা গৌরবকে দেখেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ জন্মায় তাঁর। স্কুলের কোচ ভূপিন্দর সিংয়ের হাতে পরে স্ট্রাইকারে খেলা শুরু নন্দিনীর। স্ট্রাইকার পজিশনে বেশ ভালোই নজর কেড়েছিল এই পাঞ্জাবি মেয়েটি। এমনকি বেঙ্গালুরু এফসিতেও খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সেখানেও দারুণ নজর কাড়ে। অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের শিবিরেও ডাক পেয়েছিল নন্দিনী। তারপর কিছুদিন আগে কোচ ভূপিন্দর সিংয়ের কথায় নিজের পজিশন পরিবর্তন করে গোলরক্ষক হিসেবে খেলা শুরু করেছে চণ্ডীগড়ের এই মেয়েটি। নন্দিনীর কথায়, 'স্ট্রাইকার পজিশনে খেলার জন্য অনেকে রয়েছে। তার ওপর আমার উচ্চতাও বেশি। তাই কোচ আমাকে গোলকিপার হিসেবে খেলানো শুরু করেন। মাত্র তিন মাস হল নতুন পজিশনে খেলছি। এই পজিশনে মানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি গোলকিপারই হতে চাই।' বাংলার বিরুদ্ধে অতিমানবীয় পারফরমেন্সের প্রশ্ন উঠতেই নন্দিনীর বক্তব্য, 'এই ম্যাচে আমি নয় গোটা দলই ভালো খেলেছিল। মাঠের বাইরে থেকে আমি প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি। ফলে মনোবল বেড়ে গিয়েছিল।'

ভারতীয় দলের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে নিজের আদর্শ মনে করে নন্দিনী। তাঁর দুই চোখে এখন একটাই স্বপ্ন, ভারতের জার্সি গায়ে মাঠে নামা।

ইউরোপা লিগ ফাইনালে সামনে আটালান্টা

ত্রিমুকুট জয়ের দোরগোড়ায় বেয়ার লেভারকুসেন

লেভারকুসেন ও বারগামো, ১০ মে : পিছিয়ে থেকে ম্যাচে সমতা ফেরানো যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন বেয়ার লেভারকুসেন। এদিনও ৯৭ মিনিটে গোল করে জাভি অলন্সোর ছেলেরা হার বাঁচাল ইউরোপা লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে। এই ড্রয়ের সুবাদে টানা ৪৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকল লেভারকুসেন। তারা ভেঙে দিল যাটের দশকে ইউসেবিওর বেনফিকার টানা ৪৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লেভারকুসেন। বুন্দেশলিগা ইতিমধ্যেই জিতে ফেলেছে তারা। এবার সামনে ডিএফবি পোকাল এবং ইউরোপা লিগ।

প্রথম লেগে এএস রোমাকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল লেভারকুসেন। তাই এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল রোমা। ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন লিওনার্দো পারেদেস। ৬৬ মিনিটে আবার পেনাল্টি থেকে গোল করেন তিনি।

তারপর থেকেই শুরু হয় লেভারকুসেন ম্যাজিক। হার বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন গ্রানিট জাকা, জেরেমি ফ্রিমপংরা। প্রথমে জিয়ানলুকা মানচিনির আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় তারা। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ৭ মিনিটে প্রতিআক্রমণে গোল করে দলকে ইউরোপা লিগের ফাইনালে তোলেন জসিপ স্ট্যানিশিচ।

ইউরোপার ফাইনালে লেভারকুসেনের সামনে আটালান্টা। তারা এদিন মার্সেইকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। দুই পর্ব মিলিয়ে আটালান্টা জেতে ৪-১ গোলে।

ইউরোপা লিগের ফাইনালে ওঠার পর বেয়ার লেভারকুসেনের ফুটবলাররা।

TATA STEEL
WeAlsoMakeTomorrow

TATA TISCON
JOY OF BUILDING

সঠিক চিনুন বুঝে কিনুন

1800 108 8282
aashiyana.tatasteel.com
Join us on TATATISCONWORLD
Follow us on TATATISCONWORLD
IS:1786

TATA TISCON 550SD
SAMAJHDAR BANEIN. BEHTAR CHUNEIN.

More Strength
More load carrying capacity of rebars

More Eco-friendly
India's First GreenPro certified rebar

More Flexibility (Ductility)
Enhanced earthquake resistance

More Assurance
Ensures peace-of-mind while purchasing

Golden Home
Refer-a-Mate
Refer 2 or more friends and get assured gift vouchers worth ₹1000* *T&C apply
Customer Service Engineer
As a Tata Tiscon customer, get expert technical guidance of our Customer Service Engineers (CSEs)

000000

eck for the hologram for product authentication

SKU 6 8 10 12 16 20 25

GO GREEN
Discard Responsibly

এসে গেল
ট্যাগ অফ ট্রাস্ট

আপনার আসল প্রোডাক্ট সঠিক মূল্যে পাওয়ার অদ্বিতীয় গাইড। সব সময়ই আপনার ডিলারের কাছ থেকে ট্যাগ অফ ট্রাস্ট দেখে কিনুন।

গোল্ডেন হোম কনজিউমার গিফট্ আর বসেরা বেনিফিট পেতে অথরাইজড্ ডিলারের কাছ থেকে কিনুন।

ট্যাগ নেই, তো 550SD নয়।

আপনার অথরাইজড্ ডিলারের কাছ থেকে ট্যাগ অফ ট্রাস্ট পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন: tatatiscon.co.in

শুধুমাত্র অথরাইজড্ টাটা টিসকন ডিলারদের কাছ থেকে কিনুন আর ইঞ্জিনিয়ারিং সহায়তা, অনলাইন ছাড়, মেটিরিয়ালের গ্যারান্টি এবং গোল্ডেন হোম গিফট প্রভৃতি সুবিধা লাভ করুন

ক্র. সং.	ডিলারের নাম	ঠিকানা	যোগাযোগ নং
1	অঙ্কিত এন্টারপ্রাইজ	সালুগড়া	98320 91427
2	এসিই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি	সালবাড়ি বাজার	97331 15257
3	আমির এন্টারপ্রাইজ	ফুলবাড়ি	86375 02651
4	বাবা লোকনাথ মেটাল অ্যান্ড হার্ডওয়্যারস্	পানিট্যাঙ্কি	75578 27530
5	ভৌমিক স্যানিটেশন অ্যান্ড টাইলস্	লেকটাউন	98320 94092
6	বিল্ডার্স স্টিল সেন্টার	সেবক রোড	81012 34700
7	ডী এস এন্টারপ্রাইজেস্	দেশবন্ধু পাড়া	98320 15750
8	গায়ত্রী হার্ডওয়্যার	মেডিকেল	98513 21652
9	গীতা এন্টারপ্রাইজ	আশিগড় মোড়	98320 18628
10	ঘোষ এন্টারপ্রাইজ	শিবমন্দির	94341 94948
11	গুপ্তা হার্ডওয়্যার	খড়িবাড়ি	97330 26976
12	হর্ষ হার্ডওয়্যার	সাউথ কলোনি	97330 52152
13	জয় বেনি ট্রেডিং কোং	গোঁসাইপুর	98320 31301
14	জয় মুক্তা বিল্ডার্স	বিধাননগর	99324 14255
15	জ্যোতি এন্টারপ্রাইজেস্	খাপরাইল বাজার	99326 55840
16	জে. পি. বিল্ডার্স	ভক্তিনগর	98320 68575
17	কল্পনা ট্রেডিং কোং	কদমতলা	97333 15296
18	কুণ্ডু ব্রাদার্স মার্কেটিং	বিধান রোড	94340 64741
19	এম. এম. হার্ডওয়্যার	রাজগঞ্জ	99325 19919
20	মা লক্ষ্মী আয়রন স্টোর্স	ইসকন মন্দির রোড	98323 63768
21	মহাদেব হার্ডওয়্যার	আম্বারি	98320 33294
22	নিউ দুর্গা হার্ডওয়্যার	ভুক্তি হাট	90644 95664
23	ফণী হার্ডওয়্যারস্ আয়রন আইটেমস্	বাগডোগরা	81163 82340
24	পি. পি. হার্ডওয়্যার	তিন বাতি মোড়	94341 96645
25	আর. কে. হার্ডওয়্যার স্টোরস্	ইস্টার্ন বাইপাস	94344 26507
26	আর. পি. ট্রেডিং	খাপরাইল বাজার	70769 11777
27	রয় হার্ডওয়্যার	সাওনডাঙ্গি হাট	98320 44804
28	সত্য বিল্ডার্স	নক্সালবাড়ি	76025 26911
29	শর্মা এন্টারপ্রাইজ	মাটিগড়া	94340 32412
30	শ্রী শ্যাম ট্রেডলিঙ্ক	জলপাই মোড়	90931 94995
31	এস. কে. এন্ট্রারপ্রাইজেস্	চম্পাসারি	98320 93909
32	এস. এস. এন্টারপ্রাইজেস্	প্রকাশ নগর	98000 12000
33	শিলিগুড়ি ট্রেডার্স	স্বামীজী মোড়	99333 66665
34	শিব শান্তি এন্টারপ্রাইজ	দেবেডাঙ্গা	98326 41700
35	ইউনিক ট্রেডার্স	প্রধান নগর	98320 63918
36	উজ্জ্বল ট্রেডিং কোং	রবীন্দ্রনগর মোড়	96098 45998

বেশি মজবুত
550MPa গ্রেড স্টিল

বেশি নমনীয়
সর্বাধিক UTS/YS অনুপাত

বেশি সাশ্রয়
কম রিবারের প্রয়োজন

Toll free no. 1800 108 8282 | Visit us at aashiyana.tatasteel.com | Join us on /TATATISCONWORLD | Follow us on TATATISCONWORLD

TATA TISCON 550SD

CALL 1800 108 8282